# রাজাবলি

## প্রথম পুস্তক

### দাউদের শেষ দিনগুলি ও আদোনিয়ার দাবি

১ দাউদ রাজা তখন বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। তিনি বিছানার কাপড়ে জড়ানো
থাকলেও গা গরম রাখতে পারতেন না। ২ তাই তাঁর দাসেরা তাঁকে বলল, 'আমাদের প্রভু
মহারাজের জন্য একটি যুবতী কুমারীকে খোঁজ করা হোক যে মহারাজকে যত্ন ও সেবা করবে; সে
তাঁর পাশাপাশি শুয়ে থাকবে, এভাবে আমাদের প্রভু মহারাজের শরীর উষ্ণ হবে।' ৩ ইস্রায়েলের
সারা অঞ্চল জুড়ে সুন্দরী একজন যুবতীকে খোঁজ করার পর তারা শুনেমের আবিশাগকে পেয়ে
রাজার কাছে আনল। ৪ যুবতীটি খুবই সুন্দরী ছিল; সে রাজাকে যত্ন ও সেবা করত, কিন্তু তার সঙ্গে
রাজার কখনও মিলন হল না।

৫ এর মধ্যে হাগিতের সন্তান আদোনিয়া স্পর্ধা দেখাতে লাগল, সে বলছিল: 'আমিই রাজা হব।'
সে নিজের জন্য নানা ঘোড়া সহ একটা রথ যোগাড় করল, পঞ্চাশজন লোককেও যোগাড় করল,
যারা তার আগে আগে দৌড়বে। ৬ তার পিতা তাকে অসন্তুষ্ট না করার জন্য তাকে কখনও বলেননি,
'তোমার কেন এমন ব্যবহার?' তাছাড়া আদোনিয়া পরম সুন্দর এক পুরুষ ছিল; আব্শালোমের
পরেই তার জন্ম হয়। ৭ সে সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের ও আবিয়াথার যাজকের সঙ্গে মন্ত্রণা করল
আর তাঁরা তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেন। ৮ কিন্তু সাদোক যাজক, যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া, নাথান
নবী, শিমেই, রেই ও দাউদের বীরপুরুষেরা তাঁরা কেউই আদোনিয়ার পক্ষে দাঁড়ালেন না। ৯
একদিন আদোনিয়া এন্-রোগেলের পাশে অবস্থিত সোহেলেৎ পাথরের কাছে নানা মেষ, বলদ ও
নধর বাছুর বলিদান করল; সে তার আপন ভাই সকল রাজপুত্রকে ও রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত যুদার
সমস্ত লোককে নিমন্ত্রণ করল, ১০ কিন্তু নাথান নবীকে, বেনাইয়াকে ও বীরপুরুষদের সে নিমন্ত্রণ
করল না, তার আপন ভাই সলোমনকেও নয়।

### সলোমনের পক্ষের লোকদের প্রতিক্রিয়া

১১ তখন নাথান সলোমনের মাতা বেথশেবাকে বললেন, 'আপনি কি একথা শোনেননি যে,
হাগিতের সন্তান আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে আর আমাদের প্রভু দাউদ রাজা তা আদৌ জানেন
না? ১২ আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিই, যেন আপনি নিজের প্রাণ ও সলোমনের প্রাণ
বাঁচাতে পারেন। ১৩ চলুন, দাউদ রাজাকে গিয়ে বলুন, আমার প্রভু মহারাজ, আপনি কি শপথ করে
আপনার এই দাসীকে বলেননি: আমার পরে আমার ছেলে সলোমন আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব
করবে? ১৪ তবে কেন আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে? দেখুন, আপনি সেখানে রাজার সঙ্গে নিজের
কথা বলতে বলতেই আমিও আপনার পিছু পিছু এসে আপনার কথা সপ্রমাণ করব।'

১৫ বেথশেবা রাজ-কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন; সেসময়ে রাজার বেশ বয়স হয়েছিল, এবং
শুনেমের আবিশাগ রাজার সেবা করছিল। ১৬ বেথশেবা মাথা নত করে রাজার সামনে প্রণিপাত
করলেন; তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি?' ১৭ তিনি উত্তরে বললেন, 'প্রভু আমার,
আপনি আপনার পরমেশ্বর প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করে আপনার এই দাসীকে বলেছিলেন: আমার

পরে আমার ছেলে সলোমন আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে। ১৮ কিন্তু এখন এই যে সেই
আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে, আর আপনি, প্রভু আমার, তাও জানেন না। ১৯ সে বহু বহু বলদ,
নধর বাছুর ও মেষ বলিদান করে সকল রাজপুত্রকে, যাজক আবিয়াথারকে ও সেনাপতি যোয়াবকে
নিমন্ত্রণ করেছে, কিন্তু আপনার দাস সলোমনকে নিমন্ত্রণ করেনি। ২০ অথচ, হে আমার প্রভু মহারাজ,
সমস্ত ইস্রায়েলের চোখ আপনার উপরেই নিবদ্ধ, আপনিই তো লোকদের জানিয়ে দেবেন আপনার
পরে আমার প্রভু মহারাজের সিংহাসনে কে বসবে। ২১ নইলে আমার প্রভু মহারাজ যখন
পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাবেন, তখন আমি ও আমার ছেলে সলোমন অপরাধী বলে গণ্য হব।'
২২ তিনি রাজার সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় নাথান নবী ভিতরে এলেন। ২৩ রাজাকে বলা হল,
'নাথান নবী এখানে উপস্থিত।' তিনি রাজার সামনে এসে মাটিতে উপুড় হয়ে রাজার সামনে
প্রণিপাত করলেন। ২৪ নাথান বললেন, 'আমার প্রভু মহারাজ, আপনি কি এই কথা জারি
করেছিলেন: আমার পরে আদোনিয়া আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে? ২৫ বাস্তবিকই সে আজ
গিয়ে বহু বহু বলদ, নধর বাছুর ও মেষ বলিদান করে সকল রাজপুত্রকে, সেনাপতিকে ও যাজক
আবিয়াথারকে নিমন্ত্রণ করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তারা তার সাক্ষাতে খাওয়া-দাওয়া করছে, আর
চিৎকার করে বলছে: রাজা আদোনিয়া দীর্ঘজীবী হোন! ২৬ কিন্তু আপনার দাস যে আমি, এই
আমাকে ও যাজক সাদোককে এবং যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে ও আপনার দাস সলোমনকে
সে নিমন্ত্রণ করেনি। ২৭ এমনটি কি হতে পারে যে, এসব কিছু আমার প্রভু মহারাজের সম্মতিতেই
হচ্ছে, এবং আপনি আপনার পরিষদদের জানাননি, আমার প্রভু মহারাজের পরে কে আপনার
সিংহাসনে বসবে?'

**রাজপদে অভিষিক্ত সলোমন**

২৮ দাউদ রাজা উত্তরে বললেন, 'বেথশেবাকে আমার কাছে ডেকে আন!' তিনি রাজার কাছে
এলেন, এবং রাজার সামনে দাঁড়াতেই ২৯ রাজা এই বলে শপথ করলেন, 'যিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে
আমার প্রাণ মুক্ত করেছেন, সেই জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি! ৩০ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দিব্যি
দিয়ে আমি তোমার কাছে যেমন শপথ করে বলছিলাম যে, আমার পরে তোমার ছেলে সলোমনই
আমার পদে আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে, আমি আজ তেমন কাজই করব।' ৩১ বেথশেবা
মাথা নত করে মাটিতে উপুড় হয়ে রাজার সামনে প্রণিপাত করে বললেন, 'আমার প্রভু দাউদ রাজা
চিরজীবী হোন!'
৩২ দাউদ রাজা বললেন, 'যাজক সাদোককে, নবী নাথানকে ও যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে
আমার কাছে ডেকে আন।' তাঁরা রাজার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। ৩৩ রাজা তাঁদের বললেন,
'তোমরা তোমাদের প্রভুর রক্ষীদলকে সঙ্গে নিয়ে আমার ছেলে সলোমনকে আমার নিজের খচ্চরীর
পিঠে বসিয়ে গিহোনে নেমে যাও। ৩৪ সেখানে যাজক সাদোক ও নবী নাথান তাকে ইস্রায়েলের
উপরে রাজপদে অভিষিক্ত করবেন; তারপর তোমরা তুরি বাজিয়ে বলবে: রাজা সলোমন দীর্ঘজীবী
হোন! ৩৫ পরে তার পিছু পিছু ফিরে এসো; সে এসে আমার সিংহাসনে বসবে ও আমার পদে রাজা
হবে, কেননা আমি ইস্রায়েল ও যুদার উপরে তাকেই জননায়ক রূপে নিযুক্ত করলাম।'
৩৬ যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া উত্তরে রাজাকে বললেন, 'আমেন! আমার প্রভু মহারাজের
পরমেশ্বর প্রভুও একথা বহাল করুন! ৩৭ প্রভু যেমন আমার প্রভু মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থেকে

এসেছিলেন, তেমনি সলোমনের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন এবং আমার প্রভু দাউদ রাজার সিংহাসনের চেয়ে
তাঁর সিংহাসন আরও মহান করুন।'
৩৮ তখন ক্রেথীয় ও পেলেথীয়দের সঙ্গে সাদোক যাজক, নাথান নবী, যেহোইয়াদার সন্তান
বেনাইয়া নেমে এসে সলোমনকে দাউদ রাজার খচ্চরীর পিঠে বসিয়ে গিহোনে নিয়ে গেলেন। ৩৯
পরে সাদোক যাজক তাঁবুর মধ্য থেকে তেলের শিঙ নিয়ে তুরিধ্বনিতে সলোমনকে অভিষিক্ত
করলেন; উপস্থিত সকলে বলে উঠল, 'রাজা সলোমন দীর্ঘজীবী হোন।' ৪০ গোটা জনগণ তাঁর সঙ্গে
ফিরে গেল; তারা নেচে নেচে এমন মহা হর্ষনাদ তুলছিল যে, সেই শব্দে পৃথিবীর বুক কেঁপে
উঠছিল।

**আদোনিয়ার চক্রান্তের বিফল**

৪১ এর মধ্যে আদোনিয়া ও তার সঙ্গী নিমন্ত্রিত সেই লোকেরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছিল,
তারাও সেই স্বরধ্বনি শুনতে পেল। তুরিনিনাদ শুনে যোয়াব বললেন, 'শহরে তেমন কিসের
কলরব?' ৪২ তিনি একথা বলছেন, এমন সময় দেখ, আবিয়াথার যাজকের সন্তান যোনাথান এসে
উপস্থিত হল। আদোনিয়া বলল, 'এসো, তুমি বীরপুরুষ; তুমি নিশ্চয় শুভসংবাদ আনছ!' ৪৩
যোনাথান উত্তরে আদোনিয়াকে বলল, 'আসলে আমাদের প্রভু দাউদ রাজা সলোমনকে রাজা
করেছেন! ৪৪ রাজা তাঁর সঙ্গে সাদোক যাজক, নাথান নবী ও যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে এবং
ক্রেথীয় ও পেলেথীয়দেরও পাঠিয়েছেন, আর তাঁরা তাঁকে রাজার খচ্চরীর পিঠে বসিয়েছেন। ৪৫
সাদোক যাজক ও নাথান নবী তাঁকে গিহোনে রাজা বলে অভিষিক্ত করেছেন; পরে তাঁরা সেখান
থেকে এমন আনন্দোল্লাসের মধ্যে এসেছেন যে, প্রতিধ্বনির সাড়া শহরব্যাপীই ছড়িয়ে পড়ল।
তোমরা যে ধ্বনি শুনলে, এ সেই ধ্বনি। ৪৬ আর শুধু তা নয়, সলোমন রাজাসনেও আসন নিয়েছেন
৪৭ এবং রাজার পরিষদেরা এসে আমাদের প্রভু দাউদ রাজাকে এই বলে শুভেচ্ছা জানিয়েছে:
আপনার পরমেশ্বর সলোমনের নাম আপনার নামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ করুন ও তাঁর সিংহাসন আপনার
সিংহাসনের চেয়েও মহীয়ান করুন! তখন রাজা খাটের উপরে প্রণিপাত করলেন; ৪৮ পরে রাজা
একথা বললেন, ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর! কারণ তিনি আজ আমাকে এমনটি দিলেন, যেন
এক ব্যক্তি আমার সিংহাসনে আসন নেয় আর আমি আমার নিজের চোখেই তাকে দেখতে পাই।'
৪৯ তখন আদোনিয়ার নিমন্ত্রিত সেই লোকেরা সকলে ভয় পেয়ে প্রত্যেকেই উঠে যে যার পথে চলে
গেল। ৫০ আদোনিয়া সলোমনকে যথেষ্ট ভয় করছিল; সে উঠে গিয়ে যজ্ঞবেদির শৃঙ্গগুলো আঁকড়ে
ধরল। ৫১ সলোমনকে একথা জানানো হল: 'দেখুন, আদোনিয়া সলোমন রাজার ভয়ে যজ্ঞবেদির
শৃঙ্গগুলো আঁকড়ে ধরেছে; সে বলছে, সলোমন রাজা আজ আমার কাছে এই বলে শপথ করুন যে,
তিনি তাঁর দাসকে খড়্গের আঘাতে মরতে দেবেন না।' ৫২ সলোমন বললেন, 'যদি সে নিজেকে
বিশ্বস্ত লোক বলে পরিচয় দেয়, তবে তার একটা চুলও মাটিতে পড়বে না; কিন্তু যদি তার মধ্যে
শঠতা পাওয়া যায়, তবে সে মারা পড়বেই।' ৫৩ সলোমন রাজা লোক পাঠালে তারা তাকে বেদি
থেকে নামিয়ে আনল; সে এসে সলোমন রাজার সামনে প্রণিপাত করল; সলোমন তাকে বললেন,
'বাড়ি চলে যাও!'

## দাউদের শেষ বাণী ও তাঁর মৃত্যু

২ যখন দাউদের মৃত্যুর সময় কাছে এল, তখন তিনি নিজ সন্তান সলোমনকে এই নির্দেশবাণী
দিলেন: ২ ‘এই মর্তলোকে সকল মানুষের যে পথ, আমি এবার সেই পথে চলতে বসেছি; তুমি
বলবান হও, পুরুষত্ব দেখাও। ৩ তাঁর সমস্ত পথে চ’লে, তাঁর বিধি, আজ্ঞা, বিচার ও সাক্ষ্য সকল
পালন ক’রে—মোশীর বিধানে যেমনটি লেখা রয়েছে—তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আদেশগুলি
পালন কর, যেন যত কাজে ও সঙ্কল্পে সফল হতে পার, ৪ আর যেন প্রভু আমার কাছে দেওয়া
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন; তিনি বলেছিলেন: তোমার সন্তানেরা যদি তাদের জীবন পথে সতর্ক দৃষ্টি
রাখে ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমার সামনে বিশ্বস্তভাবে আচরণ করে, তবে
ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না।

৫ তুমিও তো জান সেরুইয়ার সন্তান যোয়াব আমার প্রতি কী করেছে, অর্থাৎ কিনা ইস্রায়েলের দুই
সেনাপতির প্রতি, নেরের সন্তান আব্নেরের ও যেথেরের সন্তান আমাসার প্রতি সে যা করেছে, তা
তুমিও জান; সে তাদের মেরে ফেলে শান্তির সময়ে যুদ্ধের রক্তপাত করেছে, এবং যুদ্ধের রক্তে তার
কটিদেশের বন্ধনী ও তার পায়ের পাদুকা কলঙ্কিত করেছে। ৬ তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে তার প্রতি ব্যবহার
করবে: হ্যাঁ, তার বার্ধক্যকে তুমি শান্তিতে পাতালে নামতে দেবে না। ৭ গিলেয়াদীয় বার্সিল্লাইয়ের
সন্তানদের প্রতি তুমি কিন্তু সহৃদয়তা দেখাবে: তোমার টেবিলে খেতে বসে যারা, তাদের মধ্যে
তাদেরও স্থান দেবে, কেননা তোমার ভাই আবশালোমের সামনে থেকে আমার পালাবার সময়ে তারা
আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। ৮ আর দেখ, তোমার কাছে বেঞ্জামিনীয় গেরার সন্তান বাহুরিম-অধিবাসী
শিমেইও আছে; মাহানাইমে আমার যাওয়ার দিনে সে আমাকে নিদারুণ অভিশাপ দিয়েছিল; কিন্তু
সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যর্দনে এসেছিল, আর আমি প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করে তাকে
বলেছিলাম, খড়্গের আঘাতে তোমার প্রাণদণ্ড হবে না। ৯ কিন্তু তুমি তার অপরাধ অদণ্ডিত রাখবে
না; তুমি তো বুদ্ধিমান, তার প্রতি কেমন ব্যবহার করতে হবে, তা নিজেই বুঝবে, যেন তার
বার্ধক্যকে রক্তমাখা মৃত্যু দিয়েই পাতালে নামাও।’

১০ দাউদ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল। ১১
দাউদ ইস্রায়েলের উপরে মোট চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন: হেব্রোনে সাত বছর, তারপর
যেরুসালেমে তেত্রিশ বছর। ১২ পরে সলোমন তাঁর পিতা দাউদের সিংহাসনে বসলেন, এবং তাঁর
রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল।

## আদোনিয়ার মৃত্যু

১৩ হাগিতের সন্তান আদোনিয়া সলোমনের মাতা বেথশেবার কাছে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
‘তুমি শান্তির মনোভাবেই আসছ তো?’ সে উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ, শান্তির মনোভাবে,’ ১৪ এবং বলে
চলল, ‘আপনার কাছে আমার কিছু বলার আছে।’ তিনি বললেন, ‘বল।’ ১৫ সে বলল, ‘আপনি
জানেন, রাজ্য আমারই হওয়ার কথা ছিল, আমিই রাজা হব বলে গোটা ইস্রায়েল আমার উপরেই
দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল; কিন্তু রাজত্ব ঘুরে গেল, হ্যাঁ, তা আমার ভাইয়েরই হল, কেননা রাজত্ব প্রভু
থেকেই তার কাছে এল। ১৬ এখন আমি আপনার কাছে একটা বিষয় যাচনা করি: আপনি আমাকে
ফিরিয়ে দেবেন না।’ ১৭ তিনি বললেন, ‘বল।’ তখন আদোনিয়া বলল, ‘বিনয় করি: সলোমন
রাজাকে বলুন—তিনি তো আপনার কোন কথা ফিরিয়ে দেবেন না!—তিনি যেন আমার সঙ্গে

শুনেমের আবিশাগের বিবাহ দেন।' ১৮ বেথশেবা বললেন, 'ভাল! আমি তোমার সম্বন্ধে রাজার সঙ্গে
কথা বলব।' ১৯ বেথশেবা আদোনিয়ার ব্যাপারে সলোমন রাজার কাছে গেলেন; রাজা তাঁর সম্মুখে
উঠে তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। পরে তিনি নিজের সিংহাসনে বসলেন ও রাজমাতার জন্য
আসন আনালেন, আর বেথশেবা তখন তাঁর ডান পাশে আসন নিলেন। ২০ তিনি বললেন, 'আমি
তোমার কাছে ক্ষুদ্র একটা বিষয় যাচনা করি, আমার কথা ফিরিয়ে দিয়ো না।' রাজা বললেন,
'যাচনা ব্যক্ত কর, মা; আমি তোমার কথা ফিরিয়ে দেব না।' ২১ তখন তিনি বললেন, 'তোমার ভাই
আদোনিয়ার কাছে শুনেমের আবিশাগকে স্ত্রীরূপে মঞ্জুর করা হোক।' ২২ সলোমন রাজা উত্তরে মাকে
বললেন, 'তুমি আদোনিয়ার জন্য শুনেমের আবিশাগকে কেন যাচনা কর? তার জন্য রাজ্যও যাচনা
কর, কেননা সে আমার জ্যেষ্ঠ ভাই; তাছাড়া আবিয়াথার যাজক ও সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবও তার
পক্ষপাতী।' ২৩ সলোমন রাজা প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করে বললেন, 'আদোনিয়া যদি নিজের
প্রাণের বিরুদ্ধে একথা বলে না থাকে, তবে পরমেশ্বর এই শাস্তির সঙ্গে আমাকে আরও কঠোর শাস্তি
দিন! ২৪ অতএব, যিনি নিজের প্রতিশ্রুতিমত আমাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে আমার পিতা দাউদের
সিংহাসনে বসিয়েছেন ও আমার কাছে এক কুল মঞ্জুর করেছেন, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি: আজই
আদোনিয়ার প্রাণদণ্ড হবে।' ২৫ আর সলোমন রাজা যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে পাঠালে তিনি
তাকে প্রাণে মারলেন; এভাবেই আদোনিয়ার মৃত্যু হল।

২৬ আবিয়াথার যাজককে রাজা বললেন, 'তুমি আনাথোতে তোমার নিজের জমিতে যাও। তুমিও
মৃত্যুর যোগ্য, তবু আমি আজ তোমার প্রাণদণ্ড দেব না, কারণ তুমি আমার পিতা দাউদের সাক্ষাতে
প্রভু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা বহন করেছিলে, এবং আমার পিতার সমস্ত দুঃখকষ্টে দুঃখভোগ করেছিলে।'
২৭ এভাবে সলোমন আবিয়াথারকে প্রভুর যাজকত্ব থেকে পদচ্যুত করলেন; এতে তিনি শীলোতে
এলির কুল সম্বন্ধে প্রভুর উচ্চারিত বাণীর সিদ্ধি ঘটালেন।

২৮ সেই ঘটনার কথা যোয়াবের কাছে এসে পৌঁছলে,—ইনি আব্শালোমের পক্ষপাতী হননি, তবুও
আদোনিয়ার পক্ষপাতী হয়েছিলেন,—যোয়াব আশ্রয় নেবার জন্য প্রভুর তাঁবুতে গিয়ে যজ্ঞবেদির
শৃঙ্গগুলি আঁকড়ে ধরলেন। ২৯ সলোমন রাজাকে একথা জানানো হল যে, যোয়াব প্রভুর তাঁবুতে গিয়ে
আশ্রয় নিয়েছেন; তিনি বেদির পাশে আছেন। সলোমন যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে পাঠালেন,
তাঁকে বললেন: 'যাও, তাকে প্রাণে মার।' ৩০ আর বেনাইয়া প্রভুর তাঁবুতে গিয়ে তাঁকে বললেন,
'রাজা একথা বলছেন: বেরিয়ে এসো।' তিনি বললেন, 'তা হবে না, আমি এইখানে মরব।' তখন
বেনাইয়া রাজাকে কথাটা জানিয়ে বললেন, 'যোয়াব অমুক কথা বলেছেন ও আমাকে অমুক উত্তর
দিয়েছেন।' ৩১ রাজা বললেন, 'সে যেমন বলেছে, তুমি সেইমত কর, তাকে প্রাণে মার ও তাকে
কবর দাও; এভাবে, যোয়াব অকারণে যে রক্তপাত করেছে, তার অপরাধ তুমি আমার নিজের কাছ
থেকে ও আমার পিতৃকুল থেকে দূর করবে। ৩২ প্রভু তার রক্ত তারই মাথার উপরে ফিরিয়ে আনবেন,
কেননা সে নিজের চেয়ে ধার্মিক ও সৎ মানুষকে, ইস্রায়েলের সেনাপতি নেরের সন্তান আব্নেরকে ও
যুদার সেনাপতি যেথেরের সন্তান আমাসাকে আঘাত করে খড়্গ দ্বারা বিঁধিয়ে দিয়েছিল—আর
আমার পিতা দাউদ এবিষয়ে কিছুই জানতেন না! ৩৩ তাদের রক্ত যোয়াবের মাথার উপরেই ও যুগযুগ
ধরে তার বংশধরদের মাথার উপরেই ফিরে আসুক; কিন্তু দাউদের, তাঁর বংশের, তাঁর কুলের ও
তাঁর সিংহাসনের উপর প্রভুর কাছ থেকে যুগযুগ ধরে শান্তিই বর্ষিত হোক।' ৩৪ তখন যেহোইয়াদার

সন্তান বেনাইয়া বেরিয়ে পড়ে তাঁকে আঘাত করে প্রাণে মারলেন; যোয়াবকে মরুপ্রান্তরে তাঁর
বাড়িতে সমাধি দেওয়া হল। ৩৫ রাজা তাঁর পদে যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে সেনাবাহিনীর
প্রধান করলেন, এবং আবিয়াথারের পদ রাজা সাদোক যাজককে দিলেন।
৩৬ রাজা লোক পাঠিয়ে শিমেইকে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'যেরুসালেমে নিজের জন্য একটা ঘর
গাঁথ: সেটিই হোক তোমার বাসস্থান; এদিক ওদিক যাবার জন্য তুমি ওখান থেকে কখনও বের
হবে না। ৩৭ তুমি যেদিন বের হয়ে কেদ্রোন খরস্রোত পার হবে,—নিশ্চিত হয়ে জেনে রাখ!—
সেদিন তোমার মৃত্যু অনিবার্য হবে। তোমার রক্ত তোমারই মাথার উপরে নেমে পড়বে।' ৩৮ শিমেই
রাজাকে বললেন, 'এই হুকুম যথার্থ; আমার প্রভু মহারাজ যেমন বললেন, আপনার এই দাস
সেইমত করবে।' আর শিমেই বহুদিন ধরে যেরুসালেমে বাস করল। ৩৯ কিন্তু তিন বছর কেটে গেলে
এমনটি ঘটল যে, শিমেইয়ের দাসদের মধ্যে দু'জন পালিয়ে গাতের রাজা মায়াখার সন্তান সেই
আখিসের কাছে গেল। শিমেইকে একথা জানানো হল, 'দেখ, তোমার দাসেরা গাতে রয়েছে।' ৪০
তখন শিমেই উঠে গাধা সাজিয়ে তার দাসদের খোঁজে গাতে আখিসের কাছে গেল; এবং গিয়ে
শিমেই গাৎ থেকে তার দাসদের ফিরিয়ে আনল। ৪১ সলোমনকে একথা জানানো হল, 'শিমেই
যেরুসালেম ছেড়ে গাতে গিয়েছিল, এখন ফিরে এসেছে।' ৪২ রাজা লোক পাঠিয়ে শিমেইকে ডাকিয়ে
এনে বললেন, 'আমি কি তোমার সামনে প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করে তোমার সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য
দিইনি যে, নিশ্চিত হয়ে জেনে রাখ: তুমি যেদিন এদিক ওদিক যাবার জন্য বের হবে, সেদিন
তোমার মৃত্যু অনিবার্য হবে? সেসময় তুমি আমাকে বলেছিলে: হুকুম যথার্থ, আমি ঠিকই বুঝেছি।
৪৩ তবে তুমি প্রভুর দিব্যি ও তোমাকে দেওয়া আমার হুকুম কেন রক্ষা করনি?' ৪৪ রাজা শিমেইকে
আরও বললেন, 'আমার পিতা দাউদের বিরুদ্ধে তুমি যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিয়েছ, সেই কথা তুমি তো
ভালই জান; সুতরাং প্রভু তোমার দুষ্টতা তোমার নিজের মাথার উপরেই ফিরিয়ে আনবেন। ৪৫ কিন্তু
সলোমন রাজা আশিসের পাত্র হোন, ও প্রভুর সামনে দাউদের সিংহাসন যুগযুগ ধরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত
হোক!' ৪৬ রাজা যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে আজ্ঞা দিলে তিনি গিয়ে তাকে প্রাণে মারলেন। সে
এইভাবেই মরল।

সলোমনের হাতে রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল।

**সলোমনকে প্রভুর দর্শনদান**

৩ সলোমন মিশর-রাজ ফারাওর সঙ্গে আত্মীয়তা করলেন, তিনি ফারাওর কন্যাকে বিবাহ করলেন,
এবং যে পর্যন্ত তাঁর নিজের গৃহ এবং প্রভুর গৃহ ও যেরুসালেমের চারদিকের প্রাচীর-নির্মাণ শেষ না
করলেন, সেপর্যন্ত তাঁকে দাউদ-নগরীতে এনে রাখলেন।
২ সেসময় লোকেরা নানা উচ্চস্থানে বলিদান করত, কেননা সেকাল পর্যন্ত প্রভুর নামের উদ্দেশে
গৃহ গাঁথা হয়নি। ৩ সলোমন প্রভুকে ভালবাসতেন, তাঁর আপন পিতা দাউদের বিধিনিয়ম অনুসারে
চলতেন, তথাপি উচ্চস্থানগুলিতে বলিদান করতেন ও ধূপ জ্বালাতেন।
৪ রাজা বলিদান করার জন্য গিবেয়োনে গেলেন, কেননা সেইখানে প্রধান উচ্চস্থান ছিল। সলোমন
সেই যজ্ঞবেদিতে এক হাজার আহুতিবলি নিবেদন করলেন। ৫ গিবেয়োনে প্রভু রাতের বেলায়
সলোমনকে স্বপ্নে দেখা দিলেন; পরমেশ্বর বললেন, 'যাচনা কর, আমি তোমাকে কী দেব?' ৬
সলোমন বললেন, 'তোমার দাস আমার পিতা দাউদ তোমার সামনে বিশ্বস্ততায়, ধর্মময়তায় ও

তোমার দিকে সরল হৃদয়ে চলেছিলেন বলে তুমি তাঁর প্রতি মহাকৃপা দেখিয়েছিলে। আর তাঁর প্রতি
তোমার সেই মহাকৃপা দেখিয়ে চলেছ; হ্যাঁ, তাঁর নিজের একটি পুত্রসন্তানকে আজ তাঁর সিংহাসনে
বসতে দিয়েছ। ৭ এখন, প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তুমি আমার পিতা দাউদের পদে তোমার এই
দাসকে রাজা করেছ। কিন্তু আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, জনপরিচালনায় আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।
৮ আর তোমার এই দাস তোমার সেই জনগণের মধ্যে রয়েছে যাদের তুমি বেছে নিয়েছ; তারা এমন
বহুসংখ্যক এক জাতি যে, তাদের গণনা করাও সম্ভব নয়, তাদের সংখ্যা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। ৯
তাই তোমার এই দাসকে এমনই এক বিবেচনাপূর্ণ অন্তর দান কর, যেন সে তোমার জনগণের
সুবিচার করতে পারে ও মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে পারে; কারণ তোমার এই এত বহুসংখ্যক
জাতিকে শাসন করতে পারে এমন সাধ্য কারই বা আছে?' ১০ সলোমন যে তেমন যাচনা রেখেছেন,
তাতে প্রভু প্রীত হলেন, ১১ তাই পরমেশ্বর তাঁকে বললেন, 'তুমি যখন এই যাচনা রেখেছ, যখন
নিজের জন্য দীর্ঘায়ু বা ধন-ঐশ্বর্য বা তোমার শত্রুদের প্রাণও যাচনা করনি, বরং বিচার-সম্পাদনে
নিজের জন্য বিচারবুদ্ধি যাচনা করেছ, ১২ তখন দেখ, আমি তোমার যাচনা মঞ্জুর করলাম। দেখ,
আমি তোমাকে এমন প্রজ্ঞাময় ও সদ্বিবেচক অন্তর দিচ্ছি যে, তোমার আগে তোমার মত কেউই
কখনও হয়নি, পরেও তোমার মত কারও উদ্ভবও কখনও হবে না। ১৩ আর শুধু তা নয়, তুমি যা
যাচনা করনি, তাও তোমাকে মঞ্জুর করছি—এমন ধন-ঐশ্বর্য ও গৌরব, যার সমান অন্য কোন
রাজার নেই। ১৪ আর তোমার পিতা দাউদ যেমন চলত, তুমিও তেমনি যদি আমার আজ্ঞাগুলি ও
আমার বিধিনিয়ম পালন করে আমার সমস্ত পথে চল, তবে আমি তোমাকে দীর্ঘায়ুও দান করব।' ১৫
সলোমন জেগে উঠলেন, আর দেখ, তা স্বপ্নই। তিনি যেরুসালেমে গিয়ে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার সামনে
দাঁড়িয়ে আহুতি দিলেন, মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করলেন, ও তাঁর সকল অনুচারীদের জন্য একটা
ভোজসভার আয়োজন করলেন।

**সলোমনের বিচার**

১৬ একদিন দু'জন বেশ্যা রাজার কাছে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। ১৭ তাদের একজন বলল, 'প্রভু
আমার, আমি ও এই স্ত্রীলোক দু'জনে এক ঘরে থাকি। আমি প্রসব করলাম, ঘরে তখন সে একাই।
১৮ আমার প্রসবের তিন দিন পর এ স্ত্রীলোকটিও প্রসব করে; আমরা তখন একা, ঘরে আমাদের
সঙ্গে অন্য কেউই নেই, কেবল আমরা দু'জনেই ঘরে আছি। ১৯ তখন এমনটি ঘটল যে, এই স্ত্রীলোক
ছেলের উপরে শুয়ে পড়ায় রাতে তার ছেলে মারা যায়; ২০ সে গভীর রাতে উঠে, যখন আপনার
দাসী এই আমি ঘুমিয়ে আছি, তখন আমার পাশ থেকে আমার ছেলেকে নিয়ে নিজের কোলে শুইয়ে
রাখে, আর তার নিজের মরা ছেলেটিকে আমার কোলে শুইয়ে রাখে। ২১ সকালে আমি আমার
ছেলেকে দুধ দিতে উঠলাম, আর দেখ, বাচ্চা মৃত; আমি ভাল করে তাকাই, আর দেখ, সে আমার
প্রসব করা ছেলে নয়।' ২২ তখন অন্য স্ত্রীলোক বলল, 'তা নয়, জীবিত যে ছেলে, সে আমার, মৃত যে
ছেলে, সে তোমার।' প্রথমজন কিন্তু প্রতিবাদ করে বলল, 'না, না, মৃত যে ছেলে, সে তোমার,
জীবিত যে ছেলে, সে আমার।' এইভাবে তারা দু'জনে রাজার সামনে তর্কাতর্কি করে চলল। ২৩
রাজা বললেন, 'এ বলছে, জীবিত যে ছেলে, সে আমার, তোমার ছেলে মৃত; ও বলছে, তা নয়, মৃত
যে ছেলে, সে তোমার, জীবিত যে ছেলে, সে আমার।' ২৪ তখন রাজা হুকুম দিলেন, 'আমার কাছে

একটা খড়্গা আন!' রাজার কাছে একটা খড়্গা আনা হল। ২৫ রাজা বলে চললেন, 'জীবিত ছেলেকে
দু'ভাগ করে ফেল, আর একজনকে অর্ধেক, এবং আর একজনকে অর্ধেক দাও।' ২৬ তখন জীবিত
শিশুটি যার ছেলে, সেই স্ত্রীলোক রাজার কাছে আবেদন জানাল, কারণ ছেলের জন্য তার অন্তর
স্নেহে উত্তপ্ত হয়েছিল, সে বলল, 'প্রভু আমার, আমার অনুরোধ, জীবিত বাচ্চাটি ওকে দিন,
বাচ্চাটিকে কোন মতেই মেরে ফেলবেন না।' কিন্তু অপর একজন বলল, 'সে আমারও না হোক,
তোমারও না হোক! তোমরা তাকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেল।' ২৭ তখন রাজা এই বলে রায় দিলেন,
'জীবিত বাচ্চাটিকে ওকে দাও, তাকে মেরে ফেলো না! সে-ই তার মা।' ২৮ বিচারে রাজার নিষ্পত্তির
কথা শুনে সমস্ত ইস্রায়েলের অন্তরে রাজার প্রতি সম্ভ্রম জাগল, কেননা তারা দেখতে পেল,
বিচার-সম্পাদনে তাঁর অন্তরে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা বিরাজিত।

### সলোমনের পরিষদবর্গ

৪ সলোমন রাজা গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করতেন। ২ তাঁর প্রধান পরিষদদের নাম এই এই:
সাদোকের সন্তান আজারিয়া যাজক ছিলেন। ৩ শিশার সন্তান এলিহোরেফ ও আহিয়া ছিলেন
কর্মসচিব, আহিলুদের সন্তান যোসাফাৎ রাজ-ঘোষক, ৪ যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া সেনাবাহিনীর
প্রধান, সাদোক ও আবিয়াথার যাজক, ৫ নাথানের সন্তান আজারিয়া প্রদেশপালদের প্রধান, নাথানের
সন্তান জাবুদ যাজক ও রাজবন্ধু, ৬ আহিশার বাড়ির অধ্যক্ষ এবং আব্দার সন্তান আদোনিরাম
বাধ্যতামূলক কাজে নিযুক্ত দাসদের সরদার।

### সলোমনের রাজ-পরিচালনা

৭ গোটা ইস্রায়েলের উপরে সলোমনের নিযুক্ত বারোজন প্রদেশপাল ছিলেন, রাজার ও
রাজপরিবারের জন্য খাদ্য-সামগ্রী যোগাড় করাই ছিল তাঁদের দায়িত্ব; বছরের মধ্যে এক এক
মাসের জন্য তা যোগাড় করার ভার এক একজনের উপরে ছিল। ৮ তাঁদের নাম এই এই:

এফ্রাইমের পার্বত্য প্রদেশে বেন্-হুর;

৯ মাকাস, শায়াল্বিম, বেথ্-শেমেশ ও আইয়ালোন-বেথ্-হানানে বেন্-দেকের;

১০ আরুব্বোতে বেন্-হেসেদ: সোখো ও সমগ্র হেফের প্রদেশ তাঁর অধীন ছিল;

১১ সমগ্র দোর উপগিরিতে বেন্-আবিনাদাব: তাঁর স্ত্রী ছিলেন সলোমনের কন্যা টাফাৎ;

১২ যকমেয়ামের ওপার পর্যন্ত তানাখ ও মেগিদ্দোতে এবং বেথ্-সেয়ান থেকে সার্তানের কাছে
অবস্থিত আবেল-মেহোলা পর্যন্ত যেস্রেয়েলের নিচে অবস্থিত সমগ্র বেথ্-সেয়ানে আহিলুদের সন্তান
বানা;

১৩ রামোৎ-গিলেয়াদে বেন্-গেবের: গিলেয়াদে অবস্থিত মানাসে-সন্তান যায়িরের শিবিরগুলো এবং
বাশানে অবস্থিত আর্গোব অঞ্চল, অর্থাৎ ষাটটা বড় শহর যা ছিল প্রাচীর-ঘেরা ও যার অর্গল ব্রঞ্জের
ছিল, এই সমস্তই তাঁর অধীন ছিল;

১৪ মাহানাইমে ইদ্দোর সন্তান আহিনাদাব;

১৫ নেফ্তালিতে আহিমায়াজ: তাঁরও স্ত্রী ছিলেন বাসেমাৎ নামে সলোমনের একটি কন্যা;

১৬ আসেরে ও বেয়ালোতে হুশাইয়ের সন্তান বানা;

১৭ ইসাখারে পারুহ্র সন্তান যোসাফাৎ;

[১৮] বেঞ্জামিনে এলার সন্তান শিমেই;
[১৯] গিলেয়াদ এলাকায় অর্থাৎ আমোরীয়দের রাজা সিহোনের ও বাশানের রাজা ওগের এলাকায় উরির সন্তান গেবের। তাছাড়া এই দেশে একজন প্রদেশপাল ছিলেন।
[২০] যুদা ও ইস্রায়েল সমুদ্রের বালুকণার মতই বহুসংখ্যক ছিল, তারা ফুর্তির সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করত।
**৫** সলোমন [ইউফ্রেটিস] নদী থেকে ফিলিস্তিনিদের এলাকা ও মিশরের সীমানা পর্যন্ত যাবতীয়
রাজ্যের উপরেই কর্তৃত্ব করতেন; সলোমনের সমস্ত জীবনকালে তারা তাঁকে কর দিল ও তাঁর
বশ্যতা স্বীকার করল। [২] সলোমনের প্রত্যেক দিনের খাদ্য-দ্রব্য এই ছিল: ত্রিশ কোর সেরা ময়দা ও
ষাট কোর সাধারণ ময়দা; [৩] দশটা মোটা-সোটা বলদ, মাঠ থেকে আনা কুড়িটা বলদ ও একশ'টা
মেষ; তাছাড়া হরিণ, ছোট হরিণ, পুষ্ট হাঁস-মুরগি। [৪] বাস্তবিকই তাঁর কর্তৃত্ব তিপ্সাহ্ থেকে গাজা
পর্যন্ত [ইউফ্রেটিস] নদীর এপারে অবস্থিত সমস্ত দেশের, অর্থাৎ [ইউফ্রেটিস] নদীর এপারের সকল
রাজার উপরে ব্যাপ্ত ছিল; আর তাঁর চতুঃসীমানায় শান্তি-সম্পর্ক বিরাজ করত। [৫] সলোমনের
আমলে অবিরতই দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত যুদা ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বাস করল: প্রত্যেকে নিজ
নিজ আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের তলায় বসত।
[৬] রথের ঘোড়ার জন্য সলোমনের চল্লিশ হাজার অশ্বশালা ছিল, ও তাঁর অশ্বারোহীদের জন্য বারো
হাজার ঘোড়া ছিল। [৭] সলোমন রাজার জন্য ও সলোমন রাজার টেবিলে যাদের আসন নিতে দেওয়া
হত, তাদের জন্য সেই প্রদেশপালেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ নিরূপিত মাসে প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী
যোগাড় করতেন, লক্ষ রাখতেন যেন কিছুর অভাব না হয়। [৮] তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্যভার
অনুসারে ঘোড়া ও দ্রুতগামী বাহনগুলোর জন্য সঠিক জায়গায় যব ও ঘাস আনাতেন।

### সলোমনের প্রজ্ঞা

[৯] পরমেশ্বর সলোমনকে অসীম প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি এবং সমুদ্রতীরের বালুকণার মত মনের উদারতা
মঞ্জুর করলেন। [১০] প্রাচ্যদেশের সমস্ত লোকের প্রজ্ঞার চেয়ে ও মিশরীয়দের যাবতীয় প্রজ্ঞার চেয়ে
সলোমনের বেশি প্রজ্ঞা হল; [১১] হ্যাঁ, তিনি সকল লোকের চেয়ে প্রজ্ঞাবান হলেন—এজরাহীয়
এথান, এবং মাহোলের সন্তান হেমান, কাল্কোল ও দার্দা, এঁদের চেয়েও বেশি প্রজ্ঞাবান হলেন;
চারদিকের সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর সুনাম হল। [১২] তিনি তিন হাজার প্রবচন-বাণী দিলেন; তাঁর
কাব্য-গীতি ছিল এক হাজার পাঁচ। [১৩] তিনি লেবাননের এরসগাছ থেকে শুরু করে প্রাচীরের গায়ে
উৎপন্ন হিসোপ-ঘাস পর্যন্তই গাছগুলোর বর্ণনা দিলেন; আরও, পশু, পাখি, উরোগামী জন্তু ও
মাছেরও বর্ণনা দিলেন। [১৪] সকল জাতির মানুষ সলোমনের প্রজ্ঞার উক্তি শুনতে আসত; আর
পৃথিবীতে যত রাজা তাঁর প্রজ্ঞার কথা শুনেছিলেন, তাঁরাও আসতেন।

### প্রভুর গৃহ-নির্মাণ প্রস্তুতি

[১৫] তুরসের রাজা হিরাম সলোমনের কাছে তাঁর নিজের পরিষদদের পাঠালেন, কেননা একথা
শুনেছিলেন যে, সলোমন তাঁর পিতার স্থানে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; বাস্তবিকই হিরাম
বরাবর দাউদের বন্ধু হয়েছিলেন। [১৬] সলোমন হিরামকে একথা বলে পাঠালেন, [১৭] 'আপনি জানেন,
চারদিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধ করা হয়েছিল বিধায় আমার পিতা দাউদ তাঁর পরমেশ্বর

প্রভুর নামের উদ্দেশে গৃহ গাঁথতে পারেননি; কিন্তু শেষে প্রভু সেই সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে
দিলেন। ১৮ এখন আমার পরমেশ্বর প্রভু চারদিকে আমাকে শান্তি মঞ্জুর করেছেন: বিপক্ষ কেউই
নেই, বিপদ-প্রতিকূলতাও কিছুই নেই। ১৯ দেখুন, আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে
একটা গৃহ গেঁথে তুলব বলে মনস্থ করেছি, যেমনটি প্রভু এবিষয়ে আমার পিতা দাউদকে
বলেছিলেন: আমি তোমার স্থানে তোমার যে সন্তানকে তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব, সে-ই
আমার নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবে। ২০ সুতরাং, এখন আপনি আমার জন্য লেবাননের
এরসগাছ কাটতে আজ্ঞা করুন; আমার দাসেরা আপনার দাসদের সঙ্গে থাকবে, আর আমি আপনার
দাসদের মজুরি হিসাবে, আপনি যা বলবেন, তাই আপনাকে দেব; কেননা আপনি জানেন, কাঠ
কাটতে সিদোনীয়দের মত দক্ষ লোক আমাদের মধ্যে কেউ নেই।'
২১ সলোমনের কথা শুনে হিরাম খুবই আনন্দিত হলেন; তিনি বললেন: 'এদিনে প্রভু ধন্য, যিনি
এই মহাজাতিকে শাসন করার জন্য দাউদকে প্রজ্ঞাবান এক সন্তান দিয়েছেন।' ২২ পরে হিরাম লোক
পাঠিয়ে সলোমনকে বললেন, 'আপনার পাঠানো সংবাদ শুনেছি; আমি এরসকাঠ ও দেবদারুকাঠ
সম্বন্ধে আপনার সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করব: ২৩ আমার দাসেরা লেবানন থেকে তা সমুদ্রে নামিয়ে আনবে,
পরে ভেলা করে সমুদ্রপথে আপনার নির্ধারিত স্থানে পাঠাব; সেখানে তা খালাস করে দেব, আর
আপনি তা নিয়ে যাবেন। আমার পরিবার-পরিজনদের জন্য খাদ্য-সামগ্রী যোগানোর ব্যাপারে
আমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।' ২৪ এইভাবে সলোমন যত চাইলেন, হিরাম তত এরসগাছ ও
দেবদারুগাছ সরবরাহ করলেন। ২৫ সলোমন হিরামের পরিবার-পরিজনদের খাদ্যের জন্য তাঁকে
কুড়ি হাজার কোর গম ও হামানে প্রস্তুত করা কুড়ি কোর তেল দিলেন: সলোমন বছর বছর
হিরামকে তা-ই দিতেন। ২৬ প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতিমত সলোমনকে প্রজ্ঞা দিলেন। হিরাম ও সলোমনের
মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করল, আর তাঁরা দু'জনে সন্ধি স্থির করলেন।
২৭ সলোমন রাজা গোটা ইস্রায়েলের মধ্য থেকে বাধ্যতামূলক কাজে নিযুক্ত কর্মী জড় করলেন;
সেই কর্মীদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার লোক। ২৮ তিনি মাসিক পালাক্রমে তাদের দশ হাজারজনকে
লেবাননে পাঠাতেন; তারা এক এক মাস লেবাননে কাটাত, ও দুই দুই মাস বাড়িতে কাটাত;
আদোনিরাম তাদের কাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ২৯ সলোমনের সত্তর হাজার ভারবাহক ও পাহাড়ে
আশি হাজার পাথরকাটিয়ে ছিল। ৩০ তা বাদে সলোমনের ছিল তিন হাজার তিনশ'জন প্রধান
সরদার, যারা সমস্ত কাজ দেখাশোনা করত ও কর্মীদের পরিচালনা করত। ৩১ রাজার আদেশে তারা
শ্রেষ্ঠ পাথরের মধ্য থেকে বড় বড় পাথর আনল, যেন সঠিক মাপ অনুযায়ী কাটবার পর সেগুলো
দিয়েই গৃহের ভিত স্থাপন করা হয়। ৩২ সলোমনের রাজমিস্ত্রীরা ও হিরামের রাজমিস্ত্রীরা, এবং
গেবালীয়েরা সেগুলো খোদাই করত; সেইসঙ্গে গৃহ গাঁথবার জন্য কাঠ ও পাথর প্রস্তুত করা হল।

## প্রভুর গৃহ-নির্মাণ

৬ মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের হয়ে আসবার পর চারশ' অশীতিতম বর্ষে, ইস্রায়েলের
উপরে সলোমনের রাজত্বকালের চতুর্থ বর্ষ, জিব মাসে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মাসে, সলোমন প্রভুর উদ্দেশে
গৃহ গাঁথতে আরম্ভ করলেন। ২ সলোমন রাজা প্রভুর উদ্দেশে যে গৃহ গেঁথে তুললেন, তা ছিল ষাট
হাত লম্বা, কুড়ি হাত চওড়া ও ত্রিশ হাত উঁচু। ৩ গৃহের বড়কক্ষের সামনে এক বারান্দা ছিল, তা

গৃহের প্রস্থ অনুসারে কুড়ি হাত লম্বা, ও গৃহের দৈর্ঘ্য অনুসারে দশ হাত চওড়া ছিল। [৪] গৃহের জন্য
তিনি জাফরি সহ চতুষ্কোণ জানালা প্রস্তুত করলেন। [৫] তিনি গৃহের দেওয়ালের গায়ে চারদিকে,
বড়কক্ষের ও অন্তর্গৃহের দেওয়ালের গায়ে চারদিকে নানা স্তরের এক অট্টালিকা গাঁথলেন: [৬] তার
নিচের স্তর পাঁচ হাত চওড়া, মধ্যস্তর সাত হাত চওড়া ও তৃতীয় স্তর সাত হাত চওড়া, কেননা
কড়িকাঠ যেন দেওয়ালের উপরে না বসে, এজন্য তিনি গৃহের চারদিকে দেওয়ালের বহির্ভাগ
সোপানাকার করলেন। [৭] গৃহ নির্মাণকালে খোদাই করা পাথরগুলো দিয়ে তা গাঁথা হল; নির্মাণকালে
গৃহের মধ্যে হাতুড়ি, বাটালি বা আর কোন লৌহজাতীয় যন্ত্রের শব্দ শোনা গেল না। [৮] মধ্যস্তরের
প্রবেশদ্বার গৃহের ডান দিকে ছিল, এবং লোকে পেঁচাল সিঁড়ি বেয়ে মধ্যতলায়, ও মধ্যতলা থেকে
তৃতীয় তলায় যেত। [৯] এইভাবে তিনি গৃহ গাঁথলেন; তা শেষ করার পর তিনি এরসকাঠের কড়ি ও
সারি সারি ফলক দিয়ে গৃহটি ঢেকে দিলেন। [১০] গৃহের চারদিকে পার্শ্ববর্তী অংশটিতেও তিনি পাঁচ
পাঁচ হাত উঁচু স্তর গাঁথলেন, তা এরসকাঠ দিয়ে গৃহের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

[১১] প্রভুর বাণী সলোমনের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১২] ‘এই যে গৃহ তুমি গেঁথেছ, তার
বিষয়ে আমার কথা এই: যদি আমার সমস্ত বিধি পথে চল, আমার নিয়মনীতি পালন কর, ও আমার
সমস্ত আজ্ঞা বিশ্বস্তভাবে মেনে চল, তবে আমি তোমার পিতা দাউদকে যা বলেছি, তোমার পক্ষেই
আমার সেই বাণীর সিদ্ধি ঘটাব। [১৩] আর আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে বাস করব, আমার আপন
জনগণ ইস্রায়েলকে আমি কখনও ত্যাগ করব না।’

[১৪] সলোমন গৃহ নির্মাণকাজ শেষ করলেন। [১৫] তিনি ভিতরে গৃহের সমস্ত দেওয়ালের গায়ে মেঝে
থেকে ছাদ পর্যন্ত এরসকাঠের তক্তা দিলেন; ছাদের ভিতরের অংশও তিনি সেই কাঠ দিয়ে মুড়ে
দিলেন, এবং গৃহের মেঝে দেবদারুকাঠের তক্তা দিয়ে মুড়ে দিলেন। [১৬] কুড়ি হাত গৃহের যে
পশ্চাদ্ভাগ, তা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত এরসকাঠের তক্তা দিয়ে মুড়ে দিলেন, এবং তার ভিতরে যে
কক্ষ পাওয়া গেল, তা অন্তর্গৃহ অর্থাৎ পরম পবিত্রস্থান হল। [১৭] এভাবে গৃহ, অর্থাৎ তার অন্তর্গৃহের
সামনে যে বড়কক্ষ, তা চল্লিশ হাত লম্বা হল। [১৮] গৃহের মধ্যে এরসকাঠে লাউগাছ ও বিকশিত ফুল
খোদাই করা হল; সবই এরসকাঠের হল, একটা পাথরও দেখা যাচ্ছিল না। [১৯] পরমেশ্বরের
সন্ধি-মঞ্জুষা বসাবার জন্য গৃহের ভিতরে তিনি একটা অন্তর্গৃহ প্রস্তুত করলেন: [২০] অন্তর্গৃহটা তিনি
ভিতরে কুড়ি হাত লম্বা, কুড়ি হাত চওড়া ও কুড়ি হাত উঁচু করে খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন এবং
এরসকাঠের একটা বেদি তৈরি করলেন। [২১] সলোমন খাঁটি সোনা দিয়ে গৃহের ভিতরের ভাগ মুড়ে
দিলেন, এবং অন্তর্গৃহের সামনে সোনার শেকল রাখলেন, অন্তর্গৃহটিকেও সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন;
[২২] তাই তিনি সমস্ত গৃহ সোনায় মুড়ে দিলেন; অন্তর্গৃহের মধ্যে যে বেদি, তাও তিনি সোনা দিয়ে
মুড়ে দিলেন।

[২৩] তিনি অন্তর্গৃহের মধ্যে দশ দশ হাত উঁচু জলপাই কাঠের দুই খেরুবমূর্তি তৈরি করলেন; [২৪]
এক খেরুবের এক পাখা পাঁচ হাত, ও অন্য পাখা পাঁচ হাত উঁচু ছিল; এক পাখার প্রান্তভাগ থেকে
অন্য পাখার প্রান্তভাগ পর্যন্ত দশ হাত হল। [২৫] দ্বিতীয় খেরুবমূর্তিও দশ হাত ছিল; দুই খেরুবমূর্তি
মাপেও একই ও আকারেও একই ছিল। [২৬] এক একটা খেরুবমূর্তি দশ হাত উঁচু ছিল। [২৭] পরে তিনি
সেই দুই খেরুবকে ভিতরের গৃহে বসালেন, এবং খেরুবদের পাখা এমন বিস্তৃত হল যে, একটার
পাখা এক দেওয়াল, অন্যটার পাখা অন্য দেওয়াল স্পর্শ করল, এবং তাদের পাখা গৃহের মধ্যে

পরস্পর স্পর্শ করল। ২৮ তিনি খেরুবমূর্তি দু'টোকে সোনায় মুড়ে দিলেন।
২৯ গৃহের সমস্ত দেওয়ালের গায়ে ভিতরে বাইরে চারদিকে তিনি খেরুবমূর্তির, খেজুরগাছের ও
বিকশিত ফুলের মূর্তি খোদাই করলেন; ৩০ গৃহের মেঝেও ভিতরে বাইরে সোনায় মুড়ে দিলেন। ৩১
তিনি অন্তর্গৃহের প্রবেশদ্বারে জলপাই কাঠের পাল্লা তৈরি করলেন, এবং কপালি ও বাজু দেওয়ালের
এক পঞ্চমাংশ হল। ৩২ ওই জলপাই কাঠের দুই পাল্লায় খেরুবের, খেজুরগাছের ও বিকশিত ফুলের
প্রতিকৃতি খোদাই করে সোনা দিয়ে তা মুড়ে দিলেন, আর খেরুবমূর্তি ও খেজুরগাছের উপরে
সোনার পাত বসিয়ে দিলেন। ৩৩ তেমনিভাবে তিনি বড়কক্ষের দরজার জন্য দেওয়ালের চতুর্থাংশে
জলপাই কাঠের চৌকাট করলেন। ৩৪ আর দেবদারুকাঠের দুই কবাট তৈরি করলেন: এক কবাটের
দুই পাল্লা যেমন কবজাতে খেলত, অন্য কবাটের দুই পাল্লাও সেইমত কবজাতে খেলত। ৩৫ তিনি
তার উপরে খেরুবমূর্তি, খেজুরগাছ ও বিকশিত ফুল খোদাই করে সেই খোদাই করা কাজসুদ্ধ তা
সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন। ৩৬ তিনি তিন সারি সঠিকভাবে-কাটা পাথর ও এক সারি এরসকাঠের
কড়ি দিয়ে প্রাঙ্গণের প্রাচীর গাঁথলেন।
৩৭ চতুর্থ বর্ষে, জিব মাসে, প্রভুর গৃহের ভিত দেওয়া হয়; ৩৮ আর একাদশ বর্ষে, বুল মাসে, অর্থাৎ
অষ্টম মাসে নির্ধারিত সমস্ত নমুনা অনুসারে সবদিক দিয়েই গৃহ নির্মাণকাজ শেষ হয়। গৃহটি গাঁথতে
সলোমনের সাত বছর লাগল।

**রাজপ্রাসাদ-নির্মাণ**

৭ সলোমন তাঁর নিজের রাজপ্রাসাদও গাঁথলেন; তা শেষ করতে তাঁর তেরো বছর লাগল। ২ তিনি
লেবানন অরণ্য বলে পরিচিত একটা গৃহ গাঁথলেন: তা ছিল একশ' হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া ও
ত্রিশ হাত উঁচু; তা চার শ্রেণি এরসকাঠের স্তম্ভের উপরে স্থাপিত ছিল, এবং স্তম্ভগুলোর উপরে
এরসকাঠের কড়ি বসানো ছিল। ৩ স্তম্ভগুলোর উপরে প্রত্যেক শ্রেণিতে পনেরোটা করে সবসমেত
পঁয়তাল্লিশটা কামরা স্থাপিত হল, তার উপরে এরসকাঠের ছাদ হল। ৪ জানালার তিন সারি ছিল, যা
তিন স্তর অনুসারে পরস্পর পরস্পরের অনুরূপ। ৫ সমস্ত দরজা ও চৌকাট চতুষ্কোণ, এবং জানালার
তিন সারি ছিল, যা তিন স্তর অনুসারে পরস্পর পরস্পরের অনুরূপ। ৬ তিনি স্তম্ভশ্রেণীর এক বারান্দা
প্রস্তুত করলেন, তা ছিল পঞ্চাশ হাত লম্বা ও ত্রিশ হাত চওড়া, এবং সেগুলোর সামনে আর এক
বারান্দা করলেন, তাতেও ছিল স্তম্ভশ্রেণী ও তার সামনে ছাউনি। ৭ বিচার সম্পাদনের জন্য তিনি
সিংহাসনের বারান্দাও, অর্থাৎ বিচারের বারান্দা, প্রস্তুত করলেন, তা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত
এরসকাঠ দিয়ে মুড়ে দিলেন। ৮ তাঁর বাসগৃহ, যা বারান্দার ভিতরে অন্য প্রাঙ্গণে ছিল, তাও একই
আকারের ছিল; ঠিক সেই বারান্দার মত তিনি একটা গৃহও গাঁথলেন, তা ছিল ফারাওর কন্যার জন্য
যাঁকে সলোমন বিবাহ করেছিলেন।
৯ এসব কিছু ভিত্তি থেকে আলিসা পর্যন্ত ভিতরে ও বাইরে সঠিকভাবে-কাটা পাথরের পরিমাপ
অনুসারে করাত দিয়ে কাটা বহুমূল্য পাথরে নির্মিত ছিল, এবং বাইরে বড় প্রাঙ্গণ পর্যন্ত তেমনি হল।
১০ ভিত্তি ছিল বহুমূল্য পাথরে নির্মিত, আর সেই সকল পাথর ছিল বিরাট: দশ হাত বা আট হাত
চওড়া পাথর। ১১ তার উপরে বহুমূল্য পাথর, পরিমাপ অনুসারে কাটা পাথর ও এরসকাঠ ছিল। ১২
আর যেমন প্রভুর গৃহের মধ্য প্রাঙ্গণে ও গৃহের বারান্দায়, তেমনি বড় প্রাঙ্গণের চারদিকেও তিন

শ্রেণি খোদাই করা পাথর ও এক শ্রেণি এরসকাঠ ছিল।

## প্রভুর গৃহের জন্য যাবতীয় জিনিস নির্মাণ

১৩ সলোমন রাজা লোক পাঠিয়ে তুরস থেকে হিরামকে আনালেন; ১৪ সে নেফ্তালি বংশীয় এক বিধবার ছেলে, কিন্তু তার পিতা তুরসের একজন কংসকার; ব্রঞ্জের সমস্ত কারুকাজ করতে সে ছিল প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বিদ্যায় পরিপূর্ণ। সলোমন রাজার কাছে এসে সে তাঁর সমস্ত কাজ করল। ১৫ সে ব্রঞ্জের দুই স্তম্ভ ছাঁচে ঢালাই করল; তার এক এক স্তম্ভ আঠারো হাত উঁচু, পরিধি ছিল বারো হাত। ১৬ আর দুই স্তম্ভের মাথায় বসাবার জন্য সে ছাঁচে ঢালাই করা ব্রঞ্জের দুই মাথলা তৈরি করল, এক মাথলা পাঁচ হাত উঁচু, দ্বিতীয় মাথলাও পাঁচ হাত উঁচু। ১৭ স্তম্ভের উপরে সেই যে মাথলা, তার জন্য জালিকাজের জালি ও শেকলের কাজের পাকানো দড়ি ছিল: এক মাথলার জন্য সাতটা, অন্য মাথলার জন্যও সাতটা। ১৮ স্তম্ভের উপরে যে মাথলা, তা ঢাকবার জন্য জালিকাজের উপরে ঘিরতে দুই শ্রেণি ডালিম তৈরি করল, এবং অন্য মাথলার জন্যও তেমনি করল। ১৯ বারান্দায় দুই স্তম্ভের উপরে যে মাথলা, তার আকৃতি ছিল লিলিফুলের মত, এক একটা চার হাত। ২০ দুই স্তম্ভের উপরে, জালিকাজের কাছে যে মোটাভাগ, তার কাছে মাথলা ছিল; এক একটা মাথলার উপরে চারদিকে শ্রেণিবদ্ধ দু'শোটা ডালিম ছিল। ২১ সে ওই দুই স্তম্ভ বড়কক্ষের বারান্দায় বসাল, এবং ডান স্তম্ভ বসিয়ে তার নাম যাখিন রাখল, এবং বাঁ স্তম্ভ বসিয়ে তার নাম বোয়াজ রাখল। ২২ এইভাবে দুই স্তম্ভের কাজ শেষ হল।

২৩ সে ছাঁচে ঢালাই করা এক গোলাকার সমুদ্রপাত্র তৈরি করল, তা এক কাণা থেকে অন্য কাণা পর্যন্ত দশ হাত, তার উচ্চতা পাঁচ হাত, ও তার পরিধি ত্রিশ হাত ছিল। ২৪ চারদিকে কাণার নিচে সমুদ্রপাত্র ঘিরে লাউগাছের শ্রেণি ছিল, প্রতিটি হাতের মধ্যে দশ দশ লাউগাছ ছিল; লাউগাছের দুই শ্রেণি ছিল, পাত্র ঢালবার সময়ে সেই সবকিছু ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছিল। ২৫ পাত্রটা বারোটা বলদের উপরে বসানো ছিল: তিনটে উত্তরমুখী, তিনটে পশ্চিমমুখী, তিনটে দক্ষিণমুখী, ও তিনটে পুবমুখী ছিল; এবং সমুদ্রপাত্র তাদের উপরে রইল; সবগুলোর পশ্চাদ্ভাগ ভিতরে থাকল। ২৬ পাত্রটা চার আঙুল পুরু, ও তার কাণা পানপাত্রের কাণার মত, লিলি ফুলাকার ছিল; তাতে দুই হাজার বাৎ ধরত।

২৭ সে ব্রঞ্জের দশটা পীঠ তৈরি করল: এক একটা পীঠ ছিল চার হাত লম্বা, চার হাত চওড়া ও তিন হাত উঁচু। ২৮ সেই সকল পীঠ এভাবে গঠিত ছিল: নানা আড়ার উপরে পাড় দিয়ে বোনা। ২৯ পাড়ের মধ্যে যে যে আড়া, সেগুলোর উপরে নানা সিংহ, বলদ ও খেরুবমূর্তি ছিল, এবং উপরিভাগে পাড়ের উপরে একই মূর্তি ছিল, এবং সিংহ ও বলদগুলোর নিচে ঝুলানো মালার মত কাজ ছিল। ৩০ প্রতিটি পীঠের ব্রঞ্জের চারটে চাকা ও ব্রঞ্জের আল ছিল, এবং চার পায়ায় বসানো যে যে অবলম্বন ছিল, সেই সকল অবলম্বন প্রক্ষালনপাত্রের নিচে ঢালাই করা ছিল, ও প্রত্যেকটার পাশে মালা ছিল। ৩১ মাথলার মধ্যে ও তার উপরে তার মুখ এক হাত, কিন্তু তার মুখ একটা পীঠের ভিতের মত গোল ছিল ও তার পরিমাপ ছিল দেড় হাত; এবং তার মুখের উপরেও শিল্পকাজ ছিল; তার আড়াগুলো কিন্তু গোল নয়, চতুষ্কোণ ছিল। ৩২ চারটে চাকা ছিল আড়ার নিচে; চাকাটার আল পীঠের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল; তার প্রতিটি চাকা দেড় হাত উঁচু। ৩৩ আর চাকাগুলোর গঠন রথের চাকার গঠনের মত,

এবং আল, নেমি, আড়া ও নাভিগুলো ছাঁচে ঢালাই করা ছিল। ৩৪ প্রতিটি পীঠের চার কোণে বসানো
চারটে অবলম্বন ছিল; সেই অবলম্বন পীঠেরই সঙ্গে তৈরী ছিল। ৩৫ ওই পীঠের উপরে যে হাতল, তা
ছিল আধ হাত উঁচু গোলাকার, এবং পীঠের উপরে যে অবলম্বন ও আড়া, সেগুলো ছিল একখণ্ড। ৩৬
সে তার অবলম্বনের প্রদেশে ও তার ধারে প্রত্যেকটার স্থান-পরিমাপ অনুসারে খেরুব, সিংহ ও
খেজুরগাছের মূর্তি খোদাই করল ও চারদিকে মালা দিল। ৩৭ সে সেই দশটা পীঠ এইভাবেই তৈরি
করল; সবগুলোই এক ছাঁচে, এক পরিমাপে ও এক আকারে তৈরী।
৩৮ সে ব্রঞ্জের দশটা প্রক্ষালনপাত্রও তৈরি করল, তার প্রতিটি পাত্রে চল্লিশ বাৎ ধরত, এবং প্রতিটি
পাত্রের পরিমাপ ছিল চার হাত; আর ওই দশটা পীঠের মধ্যে এক একটা পীঠের উপরে এক একটা
প্রক্ষালনপাত্র থাকত। ৩৯ সে গৃহের ডান পাশে পাঁচ পীঠ ও বাঁ পাশে পাঁচ পীঠ বসাল, আর গৃহের
ডান পাশে পুব-দক্ষিণদিকের সামনে সমুদ্রপাত্র বসাল। ৪০ হিরাম নানা প্রক্ষালনপাত্র, হাতা ও বাটিও
তৈরি করল।
এইভাবে হিরাম সলোমন রাজার জন্য প্রভুর গৃহের যে সকল কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, সেই সবকিছু
শেষ করল, ৪১ তথা: দু'টো স্তম্ভ, ও সেই স্তম্ভের উপরে গোলক ও মাথলা, ও সেই স্তম্ভের উপরে
মাথলার যে দু'টো গোলক, সেগুলো ঢাকবার জন্য দু'টো জালিকাজ; ৪২ দু'টো জালিকাজের জন্য
চারশ'টা ডালিম, অর্থাৎ স্তম্ভের উপরে মাথলার যে দু'টো গোলক, তা ঢাকবার জন্য এক এক
জালিকাজের জন্য দু'শ্রেণী ডালিম; ৪৩ দশটা পীঠ ও পীঠের উপরে দশটা প্রক্ষালনপাত্র; ৪৪ একটা
সমুদ্রপাত্র ও সমুদ্রপাত্রের নিচে বারোটা বলদ; ৪৫ নানা কড়াই, হাতা ও বাটি: এই যে সকল পাত্র
হিরাম সলোমন রাজার জন্য প্রভুর গৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করল, সবই পিটানো ব্রঞ্জ দিয়ে তৈরি
করল। ৪৬ রাজা যর্দনের অঞ্চলে সুক্কোৎ ও সার্তানের মধ্যস্থিত লাল ভূমিতে তা ঢালাই করালেন। ৪৭
সলোমন ওই যে সকল পাত্র বসালেন, তার সংখ্যা অতি প্রচুর; ব্রঞ্জের পরিমাণ কখনও নির্ণয় করা
হয়নি। ৪৮ সলোমন প্রভুর গৃহের জন্য সমস্ত পাত্রও তৈরি করালেন, যথা: সোনার বেদি ও
ভোগ-রুটি রাখবার সোনার টেবিল; ৪৯ অন্তর্গৃহের সামনে ডানে পাঁচটা ও বামে পাঁচটা খাঁটি সোনার
দীপাধার, সোনার ফুল, প্রদীপ ও চিমটে; ৫০ খাঁটি সোনার পানপাত্র, ছুরি, বাটি, থালা ও
অঙ্গারধানী; ভিতরের গৃহের অর্থাৎ পরম পবিত্রস্থানের দরজার জন্য ও গৃহের অর্থাৎ বড়কক্ষের
দরজার জন্য সোনার কবজা তৈরি করালেন।
৫১ এইভাবে প্রভুর গৃহের জন্য সলোমন রাজার সাধিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন হল। সলোমন তাঁর
পিতা দাউদ দ্বারা পবিত্রীকৃত দ্রব্যগুলো আনালেন, এবং রুপো, সোনা ও পাত্রগুলো প্রভুর গৃহের
ধনভাণ্ডারে রাখলেন।

**প্রভুর গৃহে মঞ্জুষা আনয়ন ও গৃহ-উৎসর্গ**

৮ তখন সলোমন দাউদ-নগরী থেকে, অর্থাৎ সিয়োন থেকে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নেওয়ার জন্য
ইস্রায়েলের প্রবীণদের ও সকল গোষ্ঠীপতিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুলগুলোর প্রধান
প্রধান সকলকে যেরুসালেমে রাজার সামনে একত্রে সমবেত করলেন। ২ তাই এথানিম মাসে, অর্থাৎ
সপ্তম মাসে, পর্বোৎসবের সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক সলোমন রাজার কাছে একত্রে সমবেত
হল। ৩ ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণেরা একবার এসে উপস্থিত হলে যাজকেরা মঞ্জুষাটিকে তুলে নিল; ৪

তারা প্রভুর মঞ্জুষা, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও তাঁবুর মধ্যে যত পবিত্র জিনিসপত্র, তা সবই তুলে নিয়ে গেল।
যাজকেরা ও লেবীয়েরাই এই সমস্ত তুলে নিয়ে গেল। ৫ সলোমন রাজা ও তাঁর কাছে সমাগত সমস্ত
ইস্রায়েল জনমণ্ডলী তাঁর সঙ্গে মঞ্জুষার সামনে ছিলেন: তাঁরা এতগুলো মেষ ও বলদ বলিরূপে
উৎসর্গ করলেন যা গণনার অতীত, হিসাবের অতীত! ৬ যাজকেরা প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তার নির্দিষ্ট
স্থানে, অর্থাৎ গৃহের অন্তর্গৃহে, সেই পরম পবিত্রস্থানেই নিয়ে গিয়ে দুই খেরুবের পাখার নিচে বসিয়ে
দিল। ৭ প্রকৃতপক্ষে সেই খেরুবমূর্তি দু'টো মঞ্জুষার জায়গার উপরে পাখা মেলে ছিল: তাই উপর
থেকে সেই মূর্তি দু'টোর পাখা মঞ্জুষা ও তার দুই বহনদণ্ডের উপরে একটা আচ্ছাদনের মত ছিল। ৮
বহনদণ্ড দু'টো এমন লম্বা ছিল যে, তাদের অগ্রভাগ অন্তর্গৃহের সামনে পরম পবিত্রস্থান থেকেও
দেখা যেতে পারত, তবু সেগুলো বাইরে থেকে দেখা যেত না; এই সমস্ত কিছু আজও সেখানে
আছে। ৯ মঞ্জুষার মধ্যে কিছুই ছিল না, শুধু সেই প্রস্তরফলক দু'টোই ছিল, যা মোশী হোরেবে তার
মধ্যে রেখেছিলেন; অর্থাৎ সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টো, যে সন্ধি—মিশর থেকে ইস্রায়েল
সন্তানদের বেরিয়ে আসার সময়ে—প্রভু তাদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন। ১০ তখন এমনটি ঘটল
যে, যাজকেরা পরম পবিত্রস্থানের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসামাত্র প্রভুর গৃহ সেই মেঘে পরিপূর্ণ হল,
১১ এবং মেঘের কারণে যাজকেরা তাদের সেবাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য সেখানে আর দাঁড়াতে
পারছিল না, কেননা প্রভুর গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১২ তখন সলোমন বললেন:

'প্রভু বলে দিচ্ছেন,
তিনি অন্ধকারময় মেঘের মধ্যেই বাস করবেন।
১৩ আমি তোমার জন্য সত্যিই একটি রাজগৃহ গেঁথে তুলেছি;
এমনই এক স্থান, যা তোমার চিরকালীন আবাস!'

১৪ তখন রাজা মুখ ফিরিয়ে ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে আশীর্বাদ করলেন, ইস্রায়েলের
গোটা জনসমাবেশ তখন দাঁড়িয়ে ছিল। ১৫ তিনি বললেন: 'ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর! তিনি
আমার পিতা দাউদের কাছে নিজের মুখে যে কথা বলেছিলেন, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি
ঘটিয়েছেন: ১৬ যেদিন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে এনেছি, সেদিন
থেকে আমি, আমার নাম যেখানে একটি আবাস পেতে পারবে, এমন গৃহ নির্মাণের জন্য ইস্রায়েলের
সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে কোন শহর বেছে নিইনি; কিন্তু আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক হবার
জন্য দাউদকে বেছে নিয়েছি। ১৭ আমার পিতা দাউদ মনস্থ করেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর
প্রভুর নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবেন, ১৮ কিন্তু প্রভু আমার পিতা দাউদকে বললেন: তুমি
মনস্থ করেছ, আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তুলবে; তোমার তেমন মনস্কামনা ভালই বটে,
১৯ অথচ তুমিই যে সেই গৃহ গেঁথে তুলবে এমন নয়, তোমার ঔরসজাত যে সন্তান হবে, সে-ই
আমার নামের উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তুলবে। ২০ প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন, তার সিদ্ধি ঘটালেন:
আমি আমার পিতা দাউদের পদ গ্রহণ করেছি, আমি ইস্রায়েলের সিংহাসনে আসন নিয়েছি, যেমনটি
প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; এবং আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে এই গৃহ গেঁথে
তুলেছি, ২১ আর তার মধ্যে একটা স্থান মঞ্জুষার জন্য নির্দিষ্ট করেছি, সেই যে মঞ্জুষার মধ্যে সেই
সন্ধি রয়েছে, যা প্রভু মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার সময়ে তাঁদের সঙ্গে

স্থাপন করেছিলেন।’
২২ তারপর সলোমন ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের সামনে প্রভুর যজ্ঞবেদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
স্বর্গের দিকে দু’হাত বাড়িয়ে ২৩ বললেন, ‘হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার মত পরমেশ্বর
কোথাও নেই, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গেও নেই, নিম্নে এই মর্তেও নেই। যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার
সামনে চলে, তোমার সেই দাসদের প্রতি তুমি তো সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক। ২৪ তুমি তোমার
দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা করেছ; নিজের মুখে যা কিছু
বলেছিলে, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি সাধন করেছ, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। ২৫ এখন, হে প্রভু,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা
রক্ষা কর; তুমি তো বলেছিলে, আমার সামনে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন
বংশধরের অভাব হবে না—অবশ্য, তুমি আমার সামনে যেমন চলেছ, তোমার সন্তানেরাও যদি
আমার সামনে তেমনি চ’লে তাদের জীবন-পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ২৬ এখন, হে ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর, তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যে কথা তুমি বলেছিলে, তা পূর্ণ হোক। ২৭
কিন্তু পরমেশ্বর পৃথিবীতে বাস করবেন, একথা কি সত্য? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ
করতে অক্ষম; তবে আমার দ্বারা গেঁথে তোলা এই গৃহ তার চেয়ে কতই না অক্ষম! ২৮ তবু, হে
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও মিনতির দিকে ফিরে তাকাও; তোমার
দাস আজ তোমার কাছে যে ডাক ও প্রার্থনা নিবেদন করছে, তা শোন। ২৯ তোমার চোখ দিনরাত
এই গৃহের প্রতি উন্মীলিত থাকুক—এই স্থানেরই প্রতি, যে স্থানের বিষয়ে তুমি বলেছ: আমার নাম
এইখানে অধিষ্ঠান করবে! যেন এই স্থান অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা নিবেদন করে, তা তুমি
যেন শুনতে পাও। ৩০ তোমার এই দাস ও তোমার জনগণ সেই ইস্রায়েল যখন এই স্থান অভিমুখে
প্রার্থনা নিবেদন করবে, তখন তাদের মিনতি কান পেতে শোন—স্বর্গলোকের তোমার সেই বাসস্থান
থেকে শোন: এবং শুনে ক্ষমাই কর।
৩১ কেউ তার নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করলে যদি দিব্যি দিয়ে শপথ করতে বাধ্য হওয়ায়
এই গৃহে এসে তোমার যজ্ঞবেদির সামনে সেই শপথ করে, ৩২ তুমি, ওগো, তা স্বর্গলোক থেকে
শোন, এবং নিষ্পত্তি করে তোমার দাসদের তুমিই বিচার কর: অপরাধীকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত
করে তার কর্মের ফল তার মাথায় ডেকে আন, এবং নিরপরাধীকে নিরপরাধী বলে সাব্যস্ত করে
তার নিরপরাধিতা অনুযায়ী ফল দান কর।
৩৩ তোমার জনগণ ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করার ফলে যখন শত্রু দ্বারা পরাজিত হবে,
তখন তারা যদি আবার তোমার দিকে ফেরে, যদি তোমার নামের স্তব করে, এবং এই গৃহে যদি
তোমার কাছে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন করে, ৩৪ তবে তুমি তা স্বর্গলোক থেকে শোন, তোমার
জনগণ ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা কর, আর তাদের পিতৃপুরুষদের এই যে দেশভূমি দিয়েছ, সেই
দেশভূমিতে তাদের ফিরিয়ে আন।
৩৫ তোমার বিরুদ্ধে তাদের পাপের কারণে যখন আকাশ রুদ্ধ হবে আর বৃষ্টি হবে না, তারা যদি
এই স্থান অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করে, তোমার নামের স্তব করে ও তোমার হাত দ্বারা অবনমিত
হয়েছে বলে যদি তাদের পাপ থেকে ফেরে, ৩৬ তখন, ওগো, তুমি তা স্বর্গলোক থেকে শোন ও
তোমার আপন দাসদের ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা কর; হ্যাঁ, তাদের দেখাও

সেই সৎপথ যা ধরে তাদের চলতে হবে, এবং তুমি তোমার জনগণকে যে দেশ অধিকাররূপে
দিয়েছ, তোমার সেই দেশের উপর বৃষ্টি পাঠাও।
৩৭ দেশের মধ্যে যখন দুর্ভিক্ষ বা মহামারী, শস্যের শোষ বা ম্লানি, পঙ্গপাল বা পোকা হবে; যখন
তাদের শত্রুরা তাদের দেশে, শহরে শহরে, তাদের অবরোধ করবে, যখন কোন মড়ক বা রোগের
প্রাদুর্ভাব ঘটবে, ৩৮ যদি কোন ব্যক্তি বা তোমার গোটা জনগণ ইস্রায়েল, প্রত্যেকেই যারা নিজ নিজ
হৃদয়ের জ্বালা উপলব্ধি ক'রে এই গৃহের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে কোন প্রার্থনা বা মিনতি নিবেদন
করে, ৩৯ তখন, ওগো, তুমি স্বর্গলোকের তোমার সেই বাসস্থান থেকে শোন, ক্ষমা কর; এবং
প্রত্যেকের আচরণ অনুযায়ী প্রতিফল দিয়ে তার প্রতি ব্যবহার কর—তুমি তো তাদের হৃদয় জান,
কেননা কেবল তুমিই যত আদমসন্তানদের হৃদয় জান!—৪০ যেন আমাদের পিতৃপুরুষদের তুমি যে
দেশভূমি দিয়েছ, এই দেশভূমিতে তারা তাদের সমস্ত জীবন ধরে তোমাকে ভয় করে। ৪১ তোমার
আপন জনগণ ইস্রায়েল গোষ্ঠীর মানুষ নয়, এমন কোন বিদেশী যখন তোমার নামের খাতিরে দূর
দেশ থেকে আসবে, ৪২—কারণ তারা তোমার মহানাম, তোমার বলীয়ান হাত ও তোমার প্রসারিত
বাহুর কথা শুনবেই—যখন সে এসে এই গৃহ অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করবে, ৪৩ তখন, ওগো,
তুমি স্বর্গলোকের তোমার সেই বাসস্থান থেকে শোন, এবং সেই বিদেশী তোমার কাছে যা কিছু
প্রার্থনা করবে, তা মঞ্জুর কর, যেন পৃথিবীর সমস্ত জাতি তোমার নাম জানতে পারে, তোমার আপন
জনগণ ইস্রায়েলের মত তোমাকে ভয় করে এবং তারাও যেন জানতে পারে যে, আমার গেঁথে তোলা
এই গৃহ তোমার আপন নাম বহন করে।
৪৪ তুমি তোমার আপন জনগণকে পথ দেখালে যখন তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে
বের হবে, যদি তোমার বেছে নেওয়া নগরী অভিমুখে ও তোমার নামের উদ্দেশে আমার গেঁথে
তোলা গৃহ অভিমুখে প্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে, ৪৫ তখন, ওগো, তুমি স্বর্গলোক থেকে
তাদের প্রার্থনা ও মিনতি শোন, তুমি নিজেই তাদের পক্ষসমর্থন কর।
৪৬ যখন তারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করবে—কেননা পাপ না করে এমন কোন মানুষ নেই—
এবং তুমি তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুর হাতে তাদের ছেড়ে দেবে ও শত্রুরা তাদের বন্দি করে
দূরবর্তী বা নিকটবর্তী কোন শত্রুদেশে নিয়ে যাবে, ৪৭ যে দেশে তারা বন্দি অবস্থায় উপনীত হয়েছে,
সেই দেশে যদি বোধশক্তি ফিরে পায়, এবং যারা তাদের বন্দি করে নিয়ে গেছে, তাদের দেশে যদি
মন ফেরায় ও তোমার কাছে মিনতি করে বলে: আমরা পাপ করেছি, শঠতা করেছি, দুষ্কর্ম করেছি,
৪৮ হ্যাঁ, যে শত্রুরা তাদের বন্দি করে নিয়ে গেছে, তাদের সেই দেশে যদি তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও
সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসে ও তুমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দিয়েছ, তাদের
সেই দেশ অভিমুখে, তোমার বেছে নেওয়া নগরী অভিমুখে ও তোমার নামের উদ্দেশে আমার গেঁথে
তোলা গৃহ অভিমুখে যদি তোমার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে, ৪৯ তখন, ওগো, তুমি স্বর্গলোকের
তোমার সেই বাসস্থান থেকে তাদের প্রার্থনা ও মিনতি শোন, তাদের পক্ষসমর্থন কর, ৫০ তোমার যে
জনগণ তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাদের ক্ষমা কর, এবং তোমার প্রতি তাদের সমস্ত
বিদ্রোহ-কর্ম মার্জনা কর; আর যারা তাদের বন্দি করে নিয়ে যায়, তাদের কাছে এদের করুণার
পাত্র কর, তারা যেন এদের প্রতি করুণা দেখায়।
৫১ কেননা তারা তোমার আপন জনগণ, তোমার আপন উত্তরাধিকার, যাদের তুমি মিশর থেকে,

লোহার হাপরের মধ্য থেকে বের করে এনেছ। ৫২ তোমার চোখ তোমার দাসের মিনতির প্রতি ও
তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মিনতির প্রতি উন্মীলিত হোক; যতবার তারা তোমাকে ডাকে, তখন
তুমি যেন তাদের শোন। ৫৩ কারণ, হে প্রভু পরমেশ্বর, যখন তুমি আমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর
থেকে বের করে এনেছিলে, তখন তোমার দাস মোশীর মধ্য দিয়ে যেমন বলেছিলে, তেমনি তুমিই
পৃথিবীর সকল জাতির মধ্য থেকে তোমার আপন উত্তরাধিকার হবার জন্য তাদের পৃথক
করেছিলে।'

৫৪ প্রভুর কাছে এই সমস্ত প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন শেষ ক'রে সলোমন প্রভুর যজ্ঞবেদির সামনে
আবার উঠে দাঁড়ালেন—তিনি তো এতক্ষণে নতজানু হয়ে ও স্বর্গের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে
ছিলেন—৫৫ এবং পায়ে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে এই বলে আশীর্বাদ
করলেন, ৫৬ 'ধন্য প্রভু, যিনি তাঁর সকল প্রতিশ্রুতিমত তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলকে বিশ্রাম মঞ্জুর
করেছেন! তিনি তাঁর আপন দাস মোশীর মধ্য দিয়ে যে উত্তম বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলোর
একটাও নিষ্ফল হয়নি। ৫৭ আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যেমন আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে
ছিলেন, তেমনি আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন; তিনি যেন আমাদের কখনও ত্যাগ না করেন,
আমাদের ফিরিয়ে না দেন, ৫৮ বরং আমাদের হৃদয় তাঁর নিজের প্রতি আকর্ষণ করুন, যেন আমরা
তাঁর সমস্ত পথে চলি, ও আমাদের পিতৃপুরুষদের জন্য তিনি যা কিছু জারি করেছিলেন, আমরা যেন
সেই সকল আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি পালন করি। ৫৯ এই যে সকল কথার মধ্য দিয়ে আমি প্রভুর
কাছে মিনতি নিবেদন করলাম, আমার এই সকল কথা দিনরাত আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে
উপস্থিত থাকুক, প্রত্যেক দিনের প্রয়োজন অনুসারে তিনি যেন তাঁর আপন দাসের ও আপন জনগণ
ইস্রায়েলের পক্ষসমর্থন করেন; ৬০ যেন পৃথিবীর সকল জাতি জানতে পারে যে, প্রভুই পরমেশ্বর,
অন্য কেউ নেই। ৬১ তোমাদের হৃদয় আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি একাগ্র থাকুক, যেন তাঁর
বিধিপথে চলতে পারে এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করতে পারে, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।'

৬২ রাজা ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল প্রভুর সামনে যজ্ঞবলি নিবেদন করলেন। ৬৩ সলোমন প্রভুর
উদ্দেশে বাইশ হাজার বলদ ও এক লক্ষ কুড়ি হাজার মেষ মিলন-যজ্ঞবলি রূপে নিবেদন করলেন।
এইভাবে রাজা ও সকল ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর গৃহ উৎসর্গ করলেন। ৬৪ সেদিন রাজা প্রভুর গৃহের
সামনের প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্রীকৃত করলেন, কেননা তিনি সেইখানে আহুতি, শস্য-নৈবেদ্য এবং
মিলন-যজ্ঞবলির চর্বি নিবেদন করলেন; কারণ আহুতি, শস্য-নৈবেদ্য এবং মিলন-যজ্ঞবলির চর্বি
ধারণের জন্য প্রভুর সামনে থাকা ব্রঞ্জের যজ্ঞবেদিটি অধিক ছোট ছিল।

৬৫ সেসময়ে সলোমন ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল, হামাতের প্রবেশস্থান থেকে মিশরের খরস্রোত
পর্যন্ত—বিরাট একটি জনসমাবেশ—সাত দিন আর সাত দিন, চৌদ্দ দিন আমাদের পরমেশ্বর
প্রভুর সামনে উৎসব করলেন। ৬৬ অষ্টম দিনে তিনি জনগণকে বিদায় দিলেন, আর তারা রাজাকে
বিদায়-শুভেচ্ছা জানাল। তাঁর আপন দাস দাউদের প্রতি ও তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের প্রতি প্রভু
যে সমস্ত মঙ্গল মঞ্জুর করেছিলেন, সেই সবকিছুর জন্য তারা আনন্দিত ও প্রফুল্ল চিত্তে যে যার
তাঁবুতে চলে গেল।

### সলোমনকে প্রভুর দ্বিতীয় দর্শনদান

৯ সলোমন প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদের নির্মাণকাজ, এবং যা কিছু করতে বাসনা করেছিলেন, তা
শেষ করার পর, ২ প্রভু সলোমনকে দ্বিতীয়বার দেখা দিলেন, যেমন গিবেয়োনেও দেখা দিয়েছিলেন।
৩ প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে যে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন করেছ, তা আমি শুনেছি;
এই যে গৃহ তুমি গেঁথেছ, এর মধ্যে চিরকালের মতই আমার নাম অধিষ্ঠিত করার জন্য আমি গৃহটি
পবিত্রীকৃত করলাম; আমার চোখ ও আমার হৃদয় এই স্থানের প্রতি অনুক্ষণ নিবদ্ধ থাকবে। ৪ আর
তুমি, তোমার পিতা দাউদ যেমন চলত, তেমনি তুমিও যদি সরল হৃদয়ে ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে আমার
সাক্ষাতে চল, আমি তোমাকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, যদি সেইমত কাজ কর, এবং আমার বিধি ও
নিয়মনীতি পালন কর, ৫ তবে "ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে
না," একথা বলে তোমার পিতা দাউদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই অনুসারে আমি
ইস্রায়েলের উপরে তোমার রাজাসন স্থিতমূল করব চিরকালের মত। ৬ কিন্তু যদি তোমরা বা
তোমাদের সন্তানেরা কোনমতে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গিয়ে, ও তোমাদের সামনে দেওয়া
আমার আজ্ঞা ও বিধিনিয়ম পালন না করে বরং গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর ও তাদের সামনে
প্রণিপাত কর, ৭ তবে আমি ইস্রায়েলকে যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই ভূমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করব,
এবং আমার নামের উদ্দেশে এই যে গৃহ পবিত্রীকৃত করলাম, এ আমার দৃষ্টি থেকে দূর করব, এবং
সমস্ত জাতি-বিজাতির মধ্যে ইস্রায়েল প্রবাদের ও তাচ্ছিল্যের বস্তু হবে। ৮ আর এই গৃহ যদিও এত
উঁচু, তথাপি যে কেউ এর কাছ দিয়ে চলবে, সে চমকে উঠে শিস দেবে, ও জিজ্ঞাসা করবে, এই
দেশের ও এই গৃহের প্রতি প্রভু এমনটি কেন করেছেন? ৯ আর উত্তরটি এ হবে: এর কারণ এই,
যিনি এই জনগণের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, ওরা ওদের আপন
পরমেশ্বর সেই প্রভুকে ত্যাগ করেছে, এবং অন্য দেবতাদের আঁকড়ে ধরে তাদের সামনে প্রণিপাত
করেছে ও তাদের সেবা করেছে; এইজন্য প্রভু তাদের উপরে এই সমস্ত অমঙ্গল নামিয়ে আনলেন।'

### সলোমনের সাধিত নানা কর্ম

১০ প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদ, এ দু'টো নির্মাণের জন্য সলোমনের যে কুড়ি বছর লাগল, সেই কুড়ি
বছর শেষে, ১১ যেহেতু তুরসের রাজা হিরাম সলোমনের সমস্ত বাসনা অনুসারে এরসকাঠ,
দেবদারুকাঠ ও সোনা যুগিয়ে দিয়েছিলেন, সেজন্য সলোমন রাজা হিরামকে কুড়িটা শহর
দিলেন—শহরগুলো গালিলেয়া প্রদেশেই অবস্থিত ছিল। ১২ হিরাম সলোমনের দেওয়া সেই সকল
শহর দেখবার জন্য তুরস থেকে এলেন, কিন্তু সেই শহরগুলোকে তাঁর পছন্দ হল না। ১৩ তিনি
বললেন, 'হে আমার ভাই, এই শহরগুলোকেই কি তুমি আমাকে দিলে?' আর তিনি সেগুলোর নাম
কাবুল দেশ রাখলেন; আজও সেই নাম রয়েছে। ১৪ আর হিরাম রাজাকে একশ' কুড়িটা সোনার বাট
পাঠিয়ে দিলেন।

১৫ সলোমন প্রভুর গৃহ, তাঁর নিজের গৃহ, মিল্লোটা, যেরুসালেমের প্রাচীর, হাৎসোর, মেগিদ্দো ও
গেজের নির্মাণ করার জন্য নিজের অধীনে দাস জড় করেছিলেন; তার বৃত্তান্ত এই। ১৬ মিশর-রাজ
ফারাও এসে গেজের হস্তগত করে আগুনে পুড়িয়ে দেন, এবং শহরবাসী সেই কানানীয়দের বধ
করেন; পরে শহরটাকে যৌতুকরূপে তাঁর আপন কন্যা সলোমনের স্ত্রীকে দেন। ১৭ সলোমন গেজের

ও নিচে অবস্থিত বেথ্-হোরোন, ১৮ এবং বালায়াৎ, আর দেশের প্রান্তরে অবস্থিত তামার, ১৯ এবং
সলোমনের সমস্ত ভাণ্ডার-নগর, এবং রথ ও ঘোড়ার জন্য যত নগর, আর যেরুসালেমে, লেবাননে
ও তাঁর স্বত্বাধিকার-দেশের সর্বত্র যা যা গাঁথতে তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি সেই সমস্ত কিছু পুনর্নির্মাণ
করলেন। ২০ আমোরীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল, যারা
ইস্রায়েল সন্তান নয়, ২১ যাদের ইস্রায়েল সন্তানেরা নিঃশেষে বিনাশ করতে পারেনি, দেশে অবশিষ্ট
সেই লোকদের সন্তানদের সলোমন বাধ্যতামূলক কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, আর তাদের অবস্থা
আজও ঠিক তাই। ২২ কিন্তু সলোমন ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে কাউকে দাস করলেন না; তারা ছিল
যোদ্ধা, তাঁর পরিষদ, তাঁর কর্মচারী, অশ্বপাল এবং তাঁর রথগুলোর ও অশ্বারোহীদের সরদার। ২৩
তাদের মধ্যে পাঁচশ' পঞ্চাশজন সলোমনের কাজে নিযুক্ত প্রধান অধ্যক্ষ ছিল; তারা কর্মীদের উপরে
সর্দারি দায়িত্ব পালন করত।

২৪ ফারাওর কন্যা দাউদ-নগরী থেকে তাঁর জন্য গেঁথে তোলা গৃহে ওঠার পর সলোমন মিল্লোটা
গাঁথলেন।

২৫ সলোমন প্রভুর জন্য যে যজ্ঞবেদি গেঁথেছিলেন, তার উপরে বছরে তিনবার আহুতিবলি ও
মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করতেন, এবং সেসময়ে প্রভুর সামনে যে বেদি, সেই বেদিতে ধূপ
জ্বালাতেন। এইভাবে তিনি গৃহনির্মাণ শেষ করলেন।

২৬ সলোমন রাজা এদোম অঞ্চলে লোহিত সাগর-তীরে অবস্থিত এলাতের নিকটবর্তী
এৎসিয়োন-গেবেরে কতগুলো জাহাজ তৈরি করলেন। ২৭ হিরাম সলোমনের দাসদের সঙ্গে সামুদ্রিক
কাজে অভিজ্ঞ তাঁর আপন নাবিক দাসদের সেই সকল জাহাজে পাঠালেন। ২৮ তারা ওফিরে গিয়ে
সেখান থেকে চারশ' কুড়ি সোনার বাট নিয়ে সলোমন রাজার কাছে আনল।

**শেবার রানীর আগমন**

১০ শেবার রানী সলোমনের খ্যাতি শুনতে পেয়ে নানা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে
এলেন। ২ তিনি যেরুসালেমে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন বিপুল ঐশ্বর্য, আবার উটের পিঠে বোঝাই
করা গন্ধদ্রব্য, রাশি রাশি সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তা। সলোমনের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি,
তাঁর মনে যত প্রশ্ন ছিল, সেপ্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। ৩ সলোমন তাঁর সমস্ত
প্রশ্নের উত্তর দিলেন; রাজার পক্ষে কোন প্রশ্নই তেমন দুরূহ হল না যে, তিনি তার উত্তর দিলেন
না। ৪ শেবার রানী যখন সলোমনের সমস্ত প্রজ্ঞা, তাঁর গাঁথা প্রাসাদ, ৫ তাঁর টেবিলে পরিবেশিত নানা
খাদ্য, তাঁর কর্মচারীদের বসার ব্যবস্থা, তাঁর লোকজনের পরিচর্যা, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ,
পাত্রবাহকদের ব্যবহার, এবং প্রভুর গৃহে তাঁর দেওয়া আহুতি লক্ষ করলেন, তখন বিস্ময়ে চমকে
উঠলেন। ৬ তিনি রাজাকে বললেন, 'তবে আমার দেশে আপনার বিষয়ে ও আপনার প্রজ্ঞা বিষয়ে যা
কিছু শুনেছিলাম, তা সত্যকথা! ৭ আমি এখানে এসে নিজের চোখেই না দেখা পর্যন্ত এসব কথা
বিশ্বাস করতে পারছিলাম না; আর এখন দেখা যাচ্ছে, তার অর্ধেকও আমাকে বলা হয়নি! আপনার
প্রজ্ঞা ও সমৃদ্ধি ক্ষেত্রেও আমাকে যা বলা হয়েছিল, তার চেয়ে আপনার অনেক বেশি আছে। ৮
আপনার পত্নীসকলের, আহা, কেমন সুখ! আপনার এই কর্মচারীদের কেমন সুখ! তারা যে আপনার
সাক্ষাতে নিত্যই থাকতে পারে ও আপনার প্রজ্ঞার যত উক্তি শুনতে পারে। ৯ ধন্য আপনার পরমেশ্বর

প্রভু, যিনি আপনার প্রতি এমন প্রীত হলেন যে, আপনাকে ইস্রায়েলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত
করেছেন। ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর চিরকালীন কৃপায় প্রভু আপনাকে রাজা করেছেন, যেন আপনি
ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করেন।' ১০ তিনি রাজাকে একশ' কুড়িটা সোনার বাট, রাশি রাশি
গন্ধদ্রব্য ও বহুমূল্য মণিমুক্তা উপহার দিলেন। শেবার রানী সলোমন রাজাকে যত গন্ধদ্রব্য দিলেন,
তত গন্ধদ্রব্য দেশে কখনও আসেনি।

১১ তাছাড়া, হিরামের যে সকল জাহাজ ওফির থেকে সোনা নিয়ে আসত, সেই সকল জাহাজ
ওফির থেকে বহু পরিমাণ চন্দনকাঠ ও বহুমূল্য মণিমুক্তাও আনল। ১২ সেই চন্দনকাঠ দিয়ে রাজা
প্রভুর গৃহের জন্য ও রাজপ্রাসাদের জন্য কড়া, এবং গায়কদলের জন্য বীণা ও সেতার তৈরি
করালেন। তত পরিমাণ চন্দনকাঠ আজ পর্যন্ত আর আসেনি, দেখাও যায়নি। ১৩ সলোমন রাজা
শেবার রানীর বাসনা অনুসারে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যত কিছু দান করলেন; তাছাড়া সলোমন রাজা
নিজ রাজকীয় দানশীলতা অনুসারে তাঁকে আরও উপহার দিলেন। পরে রানী ও তাঁর লোকজন
নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

১৪ এক বছরের মধ্যে সলোমনের ভাণ্ডারে ছ'শো ছেষটিট্ বাট সোনা আসত। ১৫ এছাড়া সেই
সোনাও ছিল, যা বণিকদের, ব্যবসায়ীদের, আরাবার সকল রাজার ও দেশাধিপতিদের কাছ থেকে
আমদানি করা হত।

১৬ সলোমন রাজা পিটানো সোনার দু'শোটা বিশাল ঢাল তৈরি করলেন; তার প্রতিটি ঢালে ছ'শো
শেকেল সোনা ছিল; ১৭ পিটানো সোনা দিয়ে তিনি তিনশ'টা ছোট ঢালও তৈরি করালেন; তার
প্রতিটি ঢালে দেড় কিলো করে সোনা ছিল; রাজা 'লেবানন-অরণ্য' সেই গৃহেই সেগুলো রাখলেন।
১৮ উপরন্তু রাজা গজদন্তময় এক মস্ত বড় সিংহাসন তৈরি করে খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন। ১৯ ওই
সিংহাসনের ছ'টা সোপান ছিল, ও সিংহাসনের উপরে থাকা ভাগ পিছন দিকে গোলাকার ছিল, এবং
আসনের দু'পাশে হাতা ছিল; সেই হাতার গায়ে দুই সিংহমূর্তি দাঁড়ানো ছিল। ২০ সেই ছ'টা
সোপানের উপরে দু'পাশে বারোটা সিংহমূর্তি দাঁড়ানো ছিল: তেমন সিংহাসন আর কোন রাজ্যে
কখনও তৈরি করা হয়নি।

২১ সলোমন রাজার সমস্ত পানপাত্র সোনারই ছিল, 'লেবানন-অরণ্য' সেই গৃহের যাবতীয় পাত্রও
খাঁটি সোনার ছিল; রুপোর কিছুই ছিল না; সলোমনের আমলে রুপোর কিছুই মূল্য ছিল না। ২২
বাস্তবিকই সমুদ্রে হিরামের জাহাজগুলো বাদে তার্সিসের জাহাজগুলোও রাজার ছিল; তার্সিসের সেই
জাহাজগুলো তিন বছরের মধ্যে একবার সোনা, রুপো, গজদন্ত, বানর ও হনুমান নিয়ে আসত।

২৩ ধন-ঐশ্বর্যে ও প্রজ্ঞায় সলোমন রাজা পৃথিবীর সকল রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠই ছিলেন। ২৪ পরমেশ্বর
সলোমনের হৃদয়ে যে প্রজ্ঞা সঞ্চার করেছিলেন, তাঁর সেই প্রজ্ঞার বাণী শুনবার জন্য সকল দেশের
মানুষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আকাঙ্ক্ষা করত। ২৫ প্রতিবছর প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপহার,
রুপোর পাত্র, সোনার পাত্র, বস্ত্র, অস্ত্র ও গন্ধদ্রব্য, ঘোড়া ও খচ্চর আনত।

২৬ সলোমন বহু রথ ও ঘোড়া সংগ্রহ করলেন; তাঁর এক হাজার চারশ'টা রথ ও বারো হাজার
ঘোড়া ছিল, আর সেই সমস্ত কিছু তিনি রথ-নগরগুলোতে ও যেরুসালেমে রাজার কাছে রাখতেন।
২৭ রাজা এমনটি করলেন যে, যেরুসালেমে রুপো পাথরের মত, ও এরসকাঠ সেফেলার ডুমুরগাছের
মতই প্রচুর হল। ২৮ সলোমনের ঘোড়াগুলো মুস্রি ও কুয়ে থেকে আনা হত; রাজার বণিকেরা

কুয়েতে গিয়ে সেগুলোকে কিনত। [২৯] মুস্রি থেকে আনা এক একটা রথের মূল্য ছ'শো শেকেল রুপো
ছিল, ও এক একটা ঘোড়ার মূল্য ছিল একশ' পঞ্চাশ শেকেল। এইভাবে তারা হিত্তীয় সকল রাজার
কাছে ও আরামীয় রাজাদেরও কাছে সরবরাহ করার জন্য ঘোড়াগুলো আমদানি করত।

### সলোমনের পাপ

১১ সলোমন রাজা ফারাওর কন্যাকে ছাড়া আরও অনেক বিদেশিনী নারীকেও—মোয়াবীয়া,
আম্মোনীয়া, এদোমীয়া, সিদোনীয়া ও হিত্তীয়া নারীকে ভালবাসলেন। [২] এরা সকলে সেই
জাতিগুলোর নারী, যে জাতিগুলো সম্বন্ধে প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের বলেছিলেন, 'তোমরা তাদের
কাছে যেয়ো না, তাদেরও তোমাদের কাছে আসতে দিয়ো না, কারণ তারা নিশ্চয়ই তোমাদের
হৃদয়কে তাদের দেবতাদের অনুগামী করে পথভ্রষ্ট করবে।' কিন্তু সলোমন তাদের প্রতি খুবই
আসক্ত ছিলেন। [৩] সাতশ'জন রাজকন্যাই ছিল তাঁর পত্নী, তিনশ'জন তাঁর উপপত্নী; তাঁর সেই
নারীরা তাঁর হৃদয় পথভ্রষ্ট করল। [৪] তাই এমনটি ঘটল যে, যখন তাঁর বেশ বয়স হল, তখন তাঁর
সেই সমস্ত নারী তাঁর হৃদয়কে অন্য দেবতাদের অনুগামী করে পথভ্রষ্ট করল, ফলে তাঁর পিতা
দাউদের হৃদয় যেমন তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ ছিল, তাঁর হৃদয় তেমনটি রইল না।
[৫] সলোমন সিদোনীয়দের দেবী সেই আস্তার্তীসের ও আম্মোনীয়দের ঘৃণ্য বস্তু সেই মিল্কমের অনুগামী
হলেন। [৬] এইভাবে সলোমন প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন; তাঁর আপন পিতা
দাউদের মত প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগামী হলেন না। [৭] সেসময়েই সলোমন, যেরুসালেমের
সামনাসামনি যে পর্বত রয়েছে, সেই পর্বতে মোয়াবের ঘৃণ্য বস্তু সেই কামোশের উদ্দেশে ও
আম্মোনীয়দের ঘৃণ্য বস্তু সেই মিল্কমের উদ্দেশে উচ্চস্থানগুলি নির্মাণ করলেন। [৮] তাঁর যত বিদেশিনী
স্ত্রী তাদের নিজ নিজ দেবতার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও বলিদান করত, তেমন সব দেবতাদের
উদ্দেশে তিনিও সেইমত করলেন।

[৯] এজন্য প্রভু সলোমনের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন, কেননা তাঁর হৃদয় ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ
করে পথভ্রষ্ট হয়েছিল, যিনি দু'বার তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন [১০] এবং অন্য দেবতাদের অনুগামী হতে
তাঁকে নিষেধাজ্ঞা করেছিলেন; অথচ প্রভু যা আজ্ঞা করেছিলেন, তা তিনি পালন করলেন না। [১১]
সেজন্য প্রভু সলোমনকে বললেন, 'যেহেতু তুমি এইভাবে ব্যবহার করেছ, হ্যাঁ, যেহেতু তুমি আমার
সন্ধি ও তোমার কাছে জারি করা আমার বিধিনিয়ম পালন করনি, সেজন্য আমি তোমার কাছ থেকে
রাজ্য চিরে নিয়ে তোমার একটি দাসকেই দেব। [১২] তবু তোমার পিতা দাউদের খাতিরে তোমার
বর্তমানকালে তা করব না, কিন্তু তোমার সন্তানের হাত থেকে তা চিরে নেব। [১৩] কিন্তু তবুও আমি
গোটা রাজ্য চিরে নেব না, আমার দাস দাউদের খাতিরে ও আমার মনোনীতা যেরুসালেমের
খাতিরে তোমার সন্তানকে একটা গোষ্ঠী দেব।'

### সলোমনের বিদেশী শত্রুরা

[১৪] প্রভু সলোমনের একজন বিপক্ষের উদ্ভব ঘটালেন: তিনি সেই এদোমীয় হাদাদ, এদোমের
রাজবংশে যাঁর জন্ম। [১৫] দাউদ এদোমকে চূর্ণবিচূর্ণ করার পর সেনাপতি যোয়াব নিহত লোকদের
সমাধি দিতে গিয়েছিলেন ও এদোমের প্রত্যেক পুরুষকে আঘাত করেছিলেন [১৬] (কারণ যতদিন
যোয়াব এদোমের সমস্ত পুরুষকে উচ্ছেদ না করলেন, ততদিন ছ' মাস ধরেই তিনি ও গোটা

ইস্রায়েল এদোমে থাকলেন), [১৭] কিন্তু ওই হাদাদ ও তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতার সেবায় নিযুক্ত কয়েকজন
এদোমীয় পুরুষ মিশরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেসময়ে হাদাদ ক্ষুদ্র বালক ছিলেন। [১৮] তাঁরা
মিদিয়ান থেকে রওনা হয়ে পারানে যান; পরে পারান থেকে লোক সঙ্গে করে মিশরে গিয়ে
মিশর-রাজ ফারাওর কাছে এসে পৌঁছেন; তিনি তাঁকে একটা বাড়ি দেন, এবং তাঁর জন্য খাদ্য
ব্যবস্থা করেন ও তাঁকে জমিও মঞ্জুর করেন। [১৯] হাদাদ ফারাওর কাছে এমন অনুগ্রহের পাত্র হন যে,
ফারাও তাঁর সঙ্গে তাঁর শালীর অর্থাৎ তাহ্‌পেনেস রানীর বোনের বিবাহ দেন। [২০] তাহ্‌পেনেসের বোন
তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন যার নাম গেনুবাৎ, এবং তাহ্‌পেনেস ফারাওর প্রাসাদে
তাকে দুধছাড়া করেন; গেনুবাৎ ফারাওর প্রাসাদে ফারাওর ছেলেদের মধ্যে মানুষ হয়। [২১] কিন্তু যখন
হাদাদ মিশরে একথা শুনলেন যে, দাউদ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন ও যোয়াব
সেনাপতি মরেছেন, তখন হাদাদ ফারাওকে বললেন, 'আমাকে বিদায় দিন, আমি স্বদেশে যাই।' [২২]
ফারাও তাঁকে বললেন, 'আমার এখানে তোমার কিসের অভাব হয়েছে যে, তুমি হঠাৎ স্বদেশে যেতে
আকাঙ্ক্ষা করছ?' উত্তরে তিনি বললেন, 'অভাব নেই বটে, তথাপি, আপনার দোহাই, আমাকে
বিদায় দিন।'

[২৩] পরমেশ্বর সলোমনের আর একজন বিপক্ষের উদ্ভব ঘটালেন: তিনি এলিয়াদার সন্তান সেই
রেজোন, যিনি তাঁর আপন মনিবের কাছ থেকে, জোবার রাজা হাদাদ-এজেরের কাছ থেকেই
পালিয়ে গেছিলেন। [২৪] যে সময়ে দাউদ আমোরীয়দের সংহার করেন, সেসময়ে ইনি কাছে লোক
জড় করে বিদ্রোহী এক দলের নেতা হয়েছিলেন। পরে তিনি দামাস্কাস হস্তগত করে সেইখানে বাস
করলেন ও দামাস্কাসের রাজা হলেন। [২৫] তিনি সলোমনের সমস্ত জীবনকাল-ব্যাপী ইস্রায়েলের
বিপক্ষ ছিলেন।

**যেরবোয়ামের বিপ্লব**

[২৬] সেরেদা-নিবাসী এফ্রাইমীয় নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম, যাঁর বিধবা মাতার নাম সেরুয়া,
তিনিও রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত হওয়ার সময়ে রাজদ্রোহ করলেন। [২৭] তাঁর রাজদ্রোহের কারণ এ:
সলোমন মিল্লোটা নির্মাণ করছিলেন, ও তাঁর পিতা দাউদের নগরীর ভেঙে পড়া কয়েকটা প্রাচীর
সংস্কার করছিলেন; [২৮] যেরবোয়াম লোকটি বীরযোদ্ধা ছিলেন, এবং সলোমন এই যুবকটির
কর্মদক্ষতা দেখে তাঁকে যোসেফকুলের সমস্ত কর্মীদের অধ্যক্ষ করেন। [২৯] সেসময়ে যেরবোয়াম
যেরুসালেমের বাইরে গিয়ে পথে চলাকালে শীলো-নিবাসী নবী আহিয়ার দেখা পান; নবী নতুন
একটা জোব্বা পরে আছেন; তাঁরা দু'জনে তখন খোলা মাঠে একাই ছিলেন। [৩০] হঠাৎ আহিয়া তাঁর
সেই নতুন জোব্বা দু'হাতে ধরে তা ছিঁড়ে বারো টুকরো করে ফেললেন। [৩১] তারপর তিনি
যেরবোয়ামকে বললেন, 'দশটা টুকরো নাও, কারণ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি সলোমনের হাত থেকে রাজ্য চিরে নেব, আর দশটা গোষ্ঠীকে তোমাকে দেব। [৩২] তবে
আমার দাস দাউদের খাতিরে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে আমার বেছে নেওয়া নগরী
সেই যেরুসালেমের খাতিরে একটা গোষ্ঠী তাঁর হাতে থাকবে। [৩৩] এমনটি ঘটবে, কারণ সে আমাকে
ত্যাগ করে সিদোনীয়দের আস্তার্তীস দেবীর, মোয়াবের কামোশ দেবের ও আম্মোনীয়দের মিল্কম
দেবের সামনে প্রণিপাত করল; এবং তার পিতা দাউদ আমার দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময় তেমন কাজই

ক'রে, ও আমার বিধি ও নিয়মনীতি পালন ক'রে যেমন আমার সমস্ত পথে চলেছিল, সে তেমনটি
করেনি। ৩৪ তবে আমি তারই হাত থেকে সমস্ত রাজ্য কেড়ে নেব এমন নয়, কারণ আমার আজ্ঞা ও
বিধিনিয়ম পালন করেছে আমার বেছে নেওয়া দাস সেই দাউদের খাতিরে আমি তাকে তার জীবনের
সমস্ত দিন ধরে জননায়ক পদে রেখেছি। ৩৫ তার ছেলের হাত থেকেই আমি রাজ্য কেড়ে নেব, এবং
তার দশটা গোষ্ঠী তোমাকে দেব। ৩৬ কেবল একটা গোষ্ঠী তার ছেলের হাতে দেব—সেই যে নগরী
আমি আমার আপন নাম অধিষ্ঠিত করার জন্য বেছে নিয়েছি, আমার দাস দাউদের খাতিরে যেন
সেই যেরুসালেম নগরীতে আমার সাক্ষাতে একটা প্রদীপ নিত্যই থাকে। ৩৭ তোমাকেই আমি নিযুক্ত
করব, ফলে তুমি তোমার প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষামতই সবকিছুর উপরে রাজত্ব করবে: হ্যাঁ, তুমি
হবে ইস্রায়েলের রাজা! ৩৮ যদি আমার সমস্ত আদেশবাণী শোন, এবং আমার বিধিনিয়ম ও আজ্ঞা
পালনে যদি আমার সমস্ত পথে চল ও আমার দাস দাউদের মত তুমিও যদি আমার দৃষ্টিতে যা
মঙ্গলময় তেমন কাজই কর, তবে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, এবং দাউদের জন্য যেমন
করেছি, তেমনি তোমার জন্যও চিরস্থায়ী এক কুল প্রতিষ্ঠা করব। আমি ইস্রায়েলকে তোমার হাতে
তুলে দেব; ৩৯ আমি দাউদের বংশকে অবনমিত করব—কিন্তু চিরকালের মত নয়!'
৪০ সলোমন যেরবোয়ামকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যেরবোয়াম মিশরে সেখানকার
রাজা শিশাকের কাছে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, এবং সলোমনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মিশরে
থাকলেন।
৪১ সলোমনের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কাজকর্ম ও প্রজ্ঞার বিবরণ কি সলোমনের কীর্তি-পুস্তকে
লিপিবদ্ধ নেই? ৪২ সলোমন যেরুসালেমে চল্লিশ বছর সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন। ৪৩
পরে সলোমন তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর আপন পিতা দাউদের নগরীতে
সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান রেহোবোয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

## রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিচ্ছেদ—ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়াম

১২ রেহোবোয়াম সিখেমে গেলেন, যেহেতু গোটা ইস্রায়েল তাঁকে রাজা করার জন্য সিখেমে এসে
উপস্থিত হয়েছিল। ২ নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম কথাটা শুনতে পেয়ে—তিনি তখনও মিশরে
ছিলেন, সলোমন রাজার কাছ থেকে সেইখানে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন—মিশর ছেড়ে
ফিরে এলেন। ৩ লোকেরা দূত পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনল, আর যেরবোয়াম ও ইস্রায়েলের সমস্ত
জনসমাবেশ এসে রেহোবোয়ামকে বললেন, ৪ 'আপনার পিতা আমাদের উপরে দুর্বহ জোয়াল
চাপিয়েছেন; তাই আপনার পিতা আমাদের উপরে যে কঠোর দাসকর্ম ও দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন,
আপনি এখন তা হালকা করে দিন, তবে আমরা আপনার সেবা করব।' ৫ তিনি প্রতিবাদ করে
তাদের বললেন, 'এখন চলে যাও, তিন দিন পরে আবার আমার কাছে এসো।' লোকেরা চলে গেল।
৬ রেহোবোয়াম রাজা, তাঁর আপন পিতা সলোমনের জীবনকালে যে প্রবীণেরা তাঁর পরিচর্যায়
নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন; তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে পরামর্শ দাও,
ওই লোকদের আমি কী উত্তর দেব?' ৭ তাঁরা তাঁকে বললেন, 'যদি আপনি আজ ওই লোকদের কাছে
নিজেকে তাদের দাসরূপে দেখান, ওদের কাছে যদি নত হন, ওদের যদি প্রিয় কথা শোনান, তবে
ওরা সারা জীবন ধরেই আপনার দাস হবে।' ৮ কিন্তু প্রবীণেরা তাঁকে যে পরামর্শ দিলেন, তিনি তা

অবহেলা করলেন এবং যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিল আর এখন তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত
ছিল, তাদেরই সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ৯ তাদের তিনি বললেন, 'ওই লোকেরা নাকি বলছে,
আপনার পিতা আমাদের উপরে যে জোয়াল চাপিয়েছেন, তা হালকা করে দিন; তবে এখন আমরা
ওদের কী উত্তর দেব? তোমাদের পরামর্শ কী?' ১০ যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিল, তারা
তাঁকে এই উত্তর দিল, 'যে লোকেরা আপনাকে বলছে: আপনার পিতা আমাদের উপরে দুর্বহ
জোয়াল চাপিয়েছেন, আপনি আমাদের জন্য তা হালকা করে দিন, তাদের আপনি এই বলে উত্তর
দিন: আমার কনিষ্ঠ আঙুল আমার পিতার কটিদেশের চেয়েও স্থূল! ১১ আচ্ছা, যদিও আমার পিতা
তোমাদের উপরে দুর্বহই একটা জোয়াল চাপিয়েছেন, তবু আমি তোমাদের সেই জোয়াল আরও
দুর্বহ করব; হ্যাঁ, আমার পিতা কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বিছেরই কশা দিয়ে
তোমাদের শাস্তি দেব।'

১২ পরে, 'তিন দিন পরে আবার আমার কাছে এসো,' একথা বলে রাজা যে হুকুম দিয়েছিলেন,
সেই অনুসারে যেরবোয়াম এবং সমস্ত লোক যখন তিন দিন পরে রেহোবোয়ামের কাছে এসে
উপস্থিত হলেন, ১৩ তখন রাজা প্রবীণদের পরামর্শ ত্যাগ করে লোকদের কঠোর উত্তর দিলেন; ১৪
যুবকদের পরামর্শ অনুসারে তিনি বললেন, 'আমার পিতা তোমাদের জোয়াল দুর্বহ করেছিলেন,
কিন্তু আমি তোমাদের জোয়াল আরও দুর্বহ করব; আমার পিতা কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন,
কিন্তু আমি বিছেরই কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব!' ১৫ রাজা লোকদের কথায় কান দিলেন না;
এমনটি প্রভুর ব্যবস্থা অনুসারেই ঘটল, শীলো-নিবাসী আহিয়ার মধ্য দিয়ে প্রভু নেবাটের সন্তান
যেরবোয়ামকে যে কথা বলেছিলেন, তা যেন সিদ্ধি লাভ করে।

১৬ যখন সমস্ত ইস্রায়েল দেখল, রাজা তাদের কথায় কান দিলেন না, তখন তারা রাজাকে এই
উত্তর দিল,

'দাউদে আমাদের কী অংশ?
যেসের ছেলের সঙ্গে আমাদের তো কোন উত্তরাধিকার নেই!
ইস্রায়েল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুতে যাও!
দাউদ, এবার তোমার কুল নিয়েই তুমি ব্যস্ত থাক!'

তাই ইস্রায়েলীয়েরা নিজ নিজ তাঁবুতে গেল। ১৭ তথাপি, যে ইস্রায়েল সন্তানেরা যুদার সমস্ত শহরে
বাস করত, তাদের উপরে রেহোবোয়াম রাজত্ব করলেন। ১৮ রেহোবোয়াম রাজা যখন আদোরামকে
পাঠালেন—সে ছিল বাধ্যতামূলক কাজের সরদার—তখন সমস্ত ইস্রায়েল তাকে পাথর ছুড়ে মারল,
আর সে মারা গেল। তখন রেহোবোয়াম রাজা যেরুসালেমে পালাবার চেষ্টায় শীঘ্রই গিয়ে রথে
উঠলেন। ১৯ এইভাবে ইস্রায়েল আজ পর্যন্ত দাউদকুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে রয়েছে।

২০ যখন সমস্ত ইস্রায়েল শুনতে পেল, যেরবোয়াম ফিরে এসেছেন, তখন লোক পাঠিয়ে তাঁকে
ডাকল, যেন তিনি জনসমাবেশে যোগ দেন; এবং তাঁকে সমস্ত ইস্রায়েলের রাজা বলে ঘোষণা
করল; কেবল যুদা-গোষ্ঠী ছাড়া আর কোন গোষ্ঠী দাউদকুলের অনুগামী থাকল না।

২১ যেরুসালেমে এসে পৌঁছবার পর রেহোবোয়াম সমস্ত যুদাকুলকে ও বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীকে—এক
লক্ষ আশি হাজার সেরা যোদ্ধাকেই ইস্রায়েলকুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং সলোমনের সন্তান

রেহোবোয়ামের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্য একত্রে সমবেত করলেন। ২২ কিন্তু পরমেশ্বরের
মানুষ শেমাইয়ার কাছে পরমেশ্বরের এই বাণী এসে উপস্থিত হল, ২৩ 'সলোমনের সন্তান যুদা-রাজ
রেহোবোয়ামকে, গোটা যুদাকুলকে ও বেঞ্জামিনকে এবং জনগণের সকলকে একথা বল: ২৪ প্রভু
একথা বলছেন, তোমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে, সেই ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে
বেরিয়ে পড়ো না! প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে ফিরে যাও, কারণ আমিই এই পরিস্থিতি ঘটিয়েছি।'
তারা প্রভুর বাণীর প্রতি বাধ্য হল ও প্রভুর বাণী অনুসারে ফিরে গেল। ২৫ যেরবোয়াম এফ্রাইমের
পার্বত্য অঞ্চলে সিখেম প্রাচীরবেষ্টিত করে তা নিজের বাসস্থান করলেন, এবং সেখান থেকে বেরিয়ে
গিয়ে পেনুয়েল প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

২৬ যেরবোয়াম ভাবছিলেন, 'এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য যুদাকুলের হাতে নিশ্চয় ফিরে যাবে। ২৭ এই
লোকেরা যদি বলি উৎসর্গ করার জন্য যেরুসালেমে প্রভুর গৃহে যায়, তাহলে এদের মন আবার
এদের প্রভু সেই যুদা-রাজ রেহোবোয়ামের প্রতিই ফিরবে; আর আমাকে মেরে ফেলে যুদা-রাজ
রেহোবোয়ামের কাছে ফিরবে।' ২৮ তাই রাজা পরামর্শ নেওয়ার পর দু'টো সোনার বাছুর তৈরি
করালেন, তারপর লোকদের বললেন, 'তোমরা বহুদিন ধরেই যেরুসালেমে তীর্থযাত্রা করে আসছ;
আর নয়! দেখ, ইস্রায়েল, এই যে তোমার দেবতারা, যাঁরা মিশর দেশ থেকে তোমাকে বের করে
এনেছেন।' ২৯ তিনি সেগুলোর একটা বেথেলে প্রতিষ্ঠা করলেন, আর একটা দানে রাখলেন। ৩০ এতে
পাপ করার অবকাশ সৃষ্টি হল; বস্তুত লোকেরা সেগুলোর একটার সামনে শোভাযাত্রা করে দান
পর্যন্তই যাত্রা করত।

৩১ তাছাড়া তিনি নানা উচ্চস্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং জনসাধারণের মধ্য থেকে বেছে
নিয়ে তিনি এমন লোকদের যাজক পদে নিযুক্ত করলেন, যারা লেবি-সন্তান ছিল না। ৩২ যেরবোয়াম
বর্ষের অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিনে এমন পর্বোৎসব প্রবর্তন করলেন, যা যুদায় পালিত পর্বোৎসবের
মত, আর তখন তিনি নিজেই যজ্ঞবেদিতে গিয়ে উঠলেন; তেমন কাজ তিনি বেথেলেই করলেন:
যে বাছুরমূর্তি তিনি তৈরি করেছিলেন, তার কাছে বলি উৎসর্গ করলেন; এবং উচ্চস্থানগুলিতে যে
দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেগুলির যাজকদের জন্য তিনি বেথেলেই থাকার ব্যবস্থা করলেন। ৩৩
তিনি সেই অষ্টম মাসের—সেই যে মাস নিজের ইচ্ছামতই তিনি বেছে নিয়েছিলেন—পঞ্চদশ দিনে
বেথেলে যে যজ্ঞবেদি তৈরি করেছিলেন, সেই যজ্ঞবেদিতে উঠলেন; ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য তিনি
একটা পর্বোৎসব প্রবর্তন করলেন, এবং ধূপ জ্বালাবার জন্য নিজেই যজ্ঞবেদিতে গিয়ে উঠলেন।

**বেথেলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী**

১৩ পরমেশ্বরের একজন মানুষ প্রভুর আদেশমত যুদা থেকে বেথেলে এসে উপস্থিত হলেন;
সেসময়ে যেরবোয়াম ধূপ জ্বালাবার জন্য বেদির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ২ প্রভুর বাণীমত লোকটি
বেদির বিরুদ্ধে একথা ঘোষণা করলেন, 'হে বেদি, হে বেদি, প্রভু একথা বলছেন: দেখ, দাউদকুলে
যোসিয়া নামে একটি শিশু জন্ম নেবে; উচ্চস্থানগুলির যে যাজকেরা তোমার উপরে ধূপ জ্বালিয়েছে,
তাদের সে তোমার উপরে বলিদান করবে, এবং তোমার উপরে মানুষের হাড় পুড়িয়ে দেওয়া হবে।'
৩ আর একই সময়ে তিনি এক চিহ্ন দেখিয়ে বললেন, 'প্রভু যে চিহ্নের কথা বলেছেন, তা এ: দেখ,
এই বেদি ফেটে যাবে, এবং এর উপরে যত ছাই ছড়িয়ে পড়বে।' ৪ পরমেশ্বরের মানুষ বেথেলের

বেদির বিরুদ্ধে যে কথা ঘোষণা করলেন, তা শোনামাত্র যেরবোয়াম রাজা বেদি থেকে হাত বাড়িয়ে
বললেন, 'ওকে ধর!' কিন্তু তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যে হাত বাড়ালেন, তা শুষ্ক হয়ে গেল, তিনি তা আর
গোটাতে পারলেন না; ৫ আর তখনই বেদি ফেটে গেল আর বেদি থেকে ছাই ছড়িয়ে পড়ল, ঠিক
সেই চিহ্ন অনুসারে যা পরমেশ্বরের মানুষ প্রভুর বাণীমত দেখিয়েছিলেন। ৬ রাজা পরমেশ্বরের
মানুষকে বললেন, 'আপনার পরমেশ্বরের শ্রীমুখ প্রসন্ন করুন, ও আমার হয়ে প্রার্থনা করুন, যেন
আমার হাত আবার আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।' পরমেশ্বরের মানুষ প্রভুর শ্রীমুখ প্রসন্ন করলেন,
আর রাজার হাত আগের মত হল। ৭ তখন রাজা পরমেশ্বরের মানুষকে বললেন, 'আপনি আমার
সঙ্গে বাড়ি এসে একটু স্বস্তি নিন, আমি আপনাকে উপহার দেব।' ৮ কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ রাজাকে
এই উত্তর দিলেন, 'আপনি আমাকে আপনার বাড়ির অর্ধেক অংশ দিলেও আমি আপনার সঙ্গে যাব
না; এখানে আমি কিছুই খাব না, কিছুই পান করব না; ৯ কেননা প্রভুর বাণীমত আমাকে এই আজ্ঞা
দেওয়া হয়েছে: তুমি কিছুই খাবে না, কিছুই পান করবে না, এবং যে পথ দিয়ে যাবে, সেই পথ
দিয়ে ফিরে আসবে না।' ১০ আর তিনি যে পথ দিয়ে বেথেলে এসেছিলেন, সেই পথে না গিয়ে অন্য
পথ ধরে চলে গেলেন।

১১ বেথেলে একজন প্রাচীন নবী বাস করতেন; তাঁর ছেলেরা এসে, বেথেলে সেদিন পরমেশ্বরের
মানুষ যা কিছু করেছিলেন, সবই তাঁকে জানাল; রাজাকে তিনি যে যে কথা বলেছিলেন, তার
বৃত্তান্তও ছেলেরা পিতাকে বলল। ১২ তাদের পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কোন্ পথে গেলেন?'
যুদা থেকে আসা পরমেশ্বরের সেই মানুষ কোন্ পথ ধরে চলে গেছিলেন, তা তাঁর ছেলেরা
দেখালেন। ১৩ তখন তিনি তাঁর ছেলেদের বললেন, 'আমার জন্য গাধা সাজাও।' তারা তাঁর জন্য
গাধা সাজাল আর তিনি তার উপরে চড়লেন। ১৪ তিনি পরমেশ্বরের মানুষের পিছু পিছু গেলেন, এবং
তাঁকে একটা ওক্ গাছের তলায় বসা পেলেন; তাঁকে বললেন, 'আপনি কি যুদা থেকে আসা
পরমেশ্বরের সেই মানুষ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি সেই।' ১৫ নবী তাঁকে বললেন, 'আমার সঙ্গে
বাড়িতে চলুন, কিছুটা খান।' ১৬ তিনি বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে ফিরে যেতে পারি না; এখানে
খেতে বা পান করতেও পারি না। ১৭ কেননা প্রভুর বাণীমত আমাকে এই আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তুমি
সেই জায়গায় কিছুই খাবে না, কিছুই পান করবে না, এবং যে পথ দিয়ে যাবে, সেই পথ দিয়ে ফিরে
আসবে না।' ১৮ নবী তাঁকে বললেন, 'আপনার মত আমিও নবী; একজন দূত প্রভুর বাণীমত
আমাকে একথা বলেছেন: কিছু খাওয়াবার জন্য ও কিছু পান করাবার জন্য তুমি ওকে সঙ্গে করে
তোমার বাড়িতে ফিরিয়ে আন।' তিনি তো মিথ্যা কথা বলছিলেন, ১৯ আর সেই লোক তাঁর সঙ্গে
ফিরে গিয়ে তাঁর বাড়িতে খেলেন ও পান করলেন।

২০ তাঁরা বসে খাচ্ছেন, এমন সময়, যে নবী ওঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, প্রভুর বাণী তাঁর কাছে
এসে উপস্থিত হল; ২১ তখন তিনি চিৎকার করে যুদা থেকে আসা পরমেশ্বরের মানুষকে উদ্দেশ করে
বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তুমি প্রভুর নিজেরই মুখ অবজ্ঞা করেছ বিধায়, তোমার পরমেশ্বর
প্রভু তোমাকে যা আজ্ঞা করেছিলেন, তা তুমি পালন করনি বিধায়, ২২ বরং তিনি যে জায়গার বিষয়ে
বলেছিলেন: তুমি কিছুই খাবে না, কিছুই পান করবে না, সেই জায়গায় ফিরে এসে তুমি খেয়েছ ও
পান করেছ বিধায় তোমার লাশ তোমার পিতৃপুরুষদের সমাধিতে প্রবেশ করবে না।' ২৩ তাঁরা
খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর তিনি তাঁর জন্য, অর্থাৎ যাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, সেই নবীর জন্য

গাধা সাজালেন, [২৪] আর তিনি রওনা হলেন। পথে এক সিংহ তাঁর সামনে পড়ে তাঁকে বধ করল;
তাঁর লাশ পথে পড়ে থাকল, এবং তার পাশে গাধা দাঁড়িয়ে রইল, লাশের পাশে সিংহও দাঁড়িয়ে
রইল। [২৫] হঠাৎ এমনটি হল যে, কয়েকজন পথিক যেতে যেতে দেখল, লাশ পথে পড়ে রয়েছে, এবং
লাশের পাশে সিংহ দাঁড়িয়ে আছে; তারা গিয়ে সেই শহরে সংবাদ দিল যেখানে ওই প্রাচীন নবী
বাস করতেন। [২৬] যে নবী তাঁকে পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তিনি কথাটা শুনে বললেন, 'ইনি
পরমেশ্বরের সেই মানুষ, যিনি প্রভুর নিজেরই মুখ অবজ্ঞা করেছিলেন; তাঁর প্রতি প্রভুর উচ্চারিত
বাণীমত প্রভু তাঁকে সিংহের কবলে তুলে দিয়েছেন, আর সিংহ তাঁকে চূর্ণবিচূর্ণ করে বধ করেছে।'
[২৭] নিজ ছেলেদের উদ্দেশ করে তিনি বলে চললেন, 'আমার জন্য গাধা সাজাও;' আর তারা গাধাটা
সাজাল। [২৮] তিনি গিয়ে দেখলেন: লাশ পথে পড়ে রয়েছে, এবং লাশের পাশে গাধা ও সিংহ
দাঁড়িয়ে আছে। সিংহ লাশ খায়নি, গাধাটাকেও চূর্ণবিচূর্ণ করেনি। [২৯] তাই নবী পরমেশ্বরের মানুষের
লাশ তুলে গাধার উপরে চাপিয়ে তা তাঁর নিজের শহরে ফিরিয়ে আনলেন, যেন তাঁর জন্য বিলাপ
করতে ও তাঁকে সমাধি দিতে পারেন। [৩০] তিনি লাশটাকে তাঁর নিজের সমাধিমন্দিরে রাখলেন, এবং
তারা 'হায় ভাই আমার!' বলে তাঁর জন্য বিলাপধ্বনিটা তুলল। [৩১] তাঁকে সমাধি দেওয়ার পর তিনি
নিজ ছেলেদের বললেন, 'আমি যখন মরব, তখন এই যে সমাধিতে পরমেশ্বরের মানুষকে সমাধি
দেওয়া হয়েছে, তারই মধ্যে আমাকে সমাধি দেবে: হ্যাঁ, এঁর হাড়ের পাশে আমার হাড় রাখবে; [৩২]
কেননা বেথেলের যজ্ঞবেদির বিরুদ্ধে ও সামারিয়ার নানা শহরে থাকা উচ্চস্থানের সমস্ত দেবালয়ের
বিরুদ্ধে প্রভুর বাণীমত ইনি যে কথা ঘোষণা করেছিলেন, তার সিদ্ধি হবেই হবে।'

[৩৩] এই ঘটনার পরেও যেরবোয়াম তাঁর কুপথ ত্যাগ করে ফিরলেন না, বরং আবার জনসাধারণের
মধ্য থেকে লোকদের বেছে নিয়ে উচ্চস্থানের যাজক পদে নিযুক্ত করলেন; যাকে ইচ্ছা হত, তাকে
তিনি যাজক পদে নিযুক্ত করতেন আর লোকটা উচ্চস্থানের যাজক হত। [৩৪] তেমন আচরণই
যেরবোয়ামের কুলের পক্ষে পাপস্বরূপ হল, আর এই পাপের ফলেই তাঁর কুল উচ্ছিন্ন হল ও পৃথিবীর
বুক থেকে বিলুপ্ত হল।

### যেরবোয়ামের শেষ দিনগুলি (৯৩১-৯১০)

১৪ সেসময়ে যেরবোয়ামের সন্তান আবিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ল। [২] যেরবোয়াম তাঁর স্ত্রীকে বললেন,
'ওঠ, ছদ্মবেশ ধারণ কর, যেন বোঝা না যায় যে তুমি যেরবোয়ামের স্ত্রী; পরে শীলোতে যাও।
দেখ, সেখানে সেই আহিয়া নবী আছেন, যিনি আমার বিষয়ে বলেছিলেন যে, আমি এই জাতির রাজা
হব। [৩] তুমি দশখানা রুটি, কয়েকটা পিঠা ও এক ভাঁড় মধু সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে যাও; ছেলেটির
কী হবে, তা তিনি তোমাকে জানাবেন।' [৪] যেরবোয়ামের স্ত্রী সেইমত করলেন: তিনি রওনা দিয়ে
শীলোতে গিয়ে আহিয়ার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। সেসময়ে আহিয়া দেখতে পারতেন না,
কেননা বৃদ্ধ বয়সের কারণে তাঁর চোখ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

[৫] প্রভু আহিয়াকে বলেছিলেন, 'দেখ, যেরবোয়ামের স্ত্রী তোমার কাছে নিজ ছেলের বিষয়ে দৈববাণী
চাইতে আসছে, কেননা ছেলেটা অসুস্থ। তুমি তাকে অমুক কথা বলবে। সে যখন আসবে, তখন
অপরিচিতার মতই ভান করবে।' [৬] তাই দরজায় তাঁর আসার সময়ে আহিয়া তাঁর পায়ের সাড়া
পাওয়ামাত্র বললেন, 'হে যেরবোয়ামের বধূ, ভিতরে এসো। তুমি কেন অপরিচিতার মত ভান

করছ? তোমার জন্য অশুভ সংবাদ আছে। ৭ যাও, যেরবোয়ামকে বল: প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
একথা বলছেন, আমি জনগণের ভিড়ের মধ্য থেকে তোমাকে উন্নীত করে আমার আপন জনগণ
ইস্রায়েলের জননায়ক করেছি; ৮ আমি দাউদের কুল থেকে রাজ্য চিরে নিয়ে তা তোমাকেই দিয়েছি;
অথচ আমার দাস যে দাউদ আমার আজ্ঞা পালন করত ও আমার দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই
করার জন্য সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুগামী ছিল, তুমি তার মত হওনি, ৯ বরং তোমার আগেকার
সকলের চেয়েও বেশি দুষ্কর্ম করেছ; হ্যাঁ, তুমি গিয়ে তোমার নিজের জন্য অন্য দেবতা ও ছাঁচে
ঢালাই করা দেবমূর্তিগুলো তৈরি করে আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছ এবং আমাকে তোমার পিছনেই
ফেলে দিয়েছ। ১০ এজন্য দেখ, আমি যেরবোয়ামের উপরে অমঙ্গল ডেকে আনব; যেরবোয়ামের
কুলের প্রতিটি পুরুষকে, ইস্রায়েলের মধ্যে ক্রীতদাস ও স্বাধীন যত পুরুষকেই উচ্ছেদ করব; যেমন
ঝাঁটা দিয়ে মল নিঃশেষে দূর করা হয়, তেমনি আমি যেরবোয়ামের কুলকে ঝাঁটা দিয়ে একেবারে
দূর করে দেব। ১১ যেরবোয়ামের কুলে যে কেউ শহরে মরবে, তাকে কুকুরেই গ্রাস করবে, ও যে
কেউ খোলা মাঠে মরবে, তাকে আকাশের পাখিতেই গ্রাস করবে, কারণ প্রভু কথা বলেছেন। ১২
সুতরাং, তুমি ওঠ, বাড়ি ফিরে যাও। তুমি নগরীতে পা দেওয়ামাত্র ছেলেটা মরবে। ১৩ তার জন্য
গোটা ইস্রায়েল বিলাপ করবে ও তাকে সমাধি দেবে; যেরবোয়ামের কুলে কেবল সে-ই প্রকৃত
সমাধি পাবে, কেননা যেরবোয়ামের কুলের মাঝে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু কেবল তারই মধ্যে
ভাল কিছু পেয়েছেন। ১৪ প্রভু ইস্রায়েলের উপরে নিজেরই এক রাজা অধিষ্ঠিত করবেন, সে
এইদিনেই যেরবোয়ামের কুলকে উচ্ছেদ করবে। কেমন কথা? হ্যাঁ, এইদিনে! ১৫ উপরন্তু প্রভু
ইস্রায়েলকে মেরে তাকে জলে আলোড়িত নলের মত করবেন, এবং তাদের পিতৃপুরুষদের এই যে
উত্তম দেশভূমি দিয়েছেন, এই ভূমি থেকে ইস্রায়েলকে উৎপাটন করে [ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারে
বিক্ষিপ্ত করবেন, কারণ তারা নিজেদের জন্য পবিত্র দণ্ডগুলো প্রতিষ্ঠা করে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে
তুলেছে। ১৬ যেরবোয়াম যে সকল পাপ করেছে, এবং যে সকল পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ
করিয়েছে, এইসব কিছুর কারণেই প্রভু ইস্রায়েলকে ত্যাগ করবেন।'

১৭ যেরবোয়ামের স্ত্রী উঠে বিদায় নিলেন ও তির্সায় এসে উপস্থিত হলেন; তিনি বাড়ির প্রবেশদ্বার
পার হওয়ামাত্র ছেলেটি মারা গেল। ১৮ প্রভু তাঁর দাস আহিয়া নবীর মধ্য দিয়ে যে বাণী উচ্চারণ
করেছিলেন, সেই অনুসারে তারা তাকে সমাধি দিল ও গোটা ইস্রায়েল তার জন্য বিলাপ করল।

১৯ যেরবোয়ামের বাকি যত কর্মকীর্তি, তিনি কেমন যুদ্ধ করলেন ও কেমন রাজত্ব করলেন, দেখ,
এই সমস্ত কথা ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২০ যেরবোয়াম বাইশ বছর
রাজত্ব করেন; পরে তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর তাঁর সন্তান নাদাব তাঁর
পদে রাজা হলেন।

### যুদা-রাজ রেহোবোয়াম (৯৩১-৯১৩)

২১ যুদা দেশে সলোমনের সন্তান রেহোবোয়াম রাজা হন। রেহোবোয়াম একচল্লিশ বছর বয়সে
রাজ্যভার গ্রহণ করেন; প্রভু নিজের নাম স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে
নগরী বেছে নিয়েছিলেন, সেই যেরুসালেমে রেহোবোয়াম সতের বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার
নাম নায়ামা, তিনি আম্মোনীয়া। ২২ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, যুদা তেমন কাজই করল; তাদের

পিতৃপুরুষেরা যা যা করেছিল, সেইসব কিছুর চেয়ে তারা তাদের অতিরিক্ত পাপকর্ম সাধনে তাঁর
অন্তর্জ্বালা জন্মাল। ২৩ তারাও নিজেদের জন্য বহু বহু উচ্চস্থান নির্মাণ করল এবং যত উঁচু পাহাড়ে বা
সবুজ গাছের তলায় স্মৃতিস্তম্ভ ও পবিত্র দণ্ড প্রতিষ্ঠা করল; আর শুধু তা নয়, দেশে সেবাদাসেরাও
ছিল। ২৪ প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলোকে দেশছাড়া করেছিলেন, তাদের
সমস্ত জঘন্য প্রথা অনুসারেই ওরা কাজ করল।
২৫ তাই এমনটি ঘটল যে, রেহোবোয়াম রাজার পঞ্চম বর্ষে মিশর-রাজ শিশাক যেরুসালেম
আক্রমণ করলেন; ২৬ তিনি প্রভুর গৃহের ধন ও রাজপ্রাসাদের ধন লুট করে নিলেন; সমস্ত কিছুই
লুট করে নিলেন, আর সলোমনের তৈরী সোনার ঢালগুলোও কেড়ে নিয়ে গেলেন। ২৭ পরে
রেহোবোয়াম রাজা সেগুলোর বদলে নানা ব্রঞ্জের ঢাল তৈরি করিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষী
পদাতিকদের অধ্যক্ষদের হাতে তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তুলে দিলেন। ২৮ রাজা যখন প্রভুর গৃহে
প্রবেশ করতেন, তখন ওই পদাতিকেরা সেই সকল ঢাল ধরত, পরে পদাতিকদের ঘরে তা ফিরিয়ে
নিত।
২৯ রেহোবোয়ামের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে
লিপিবদ্ধ নেই? ৩০ রেহোবোয়াম ও যেরবোয়ামের মধ্যে অবিরতই যুদ্ধ হল। ৩১ পরে রেহোবোয়াম
তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দাউদ-নগরীতে সমাধি
দেওয়া হল; আর তাঁর সন্তান আবিয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

### যুদা-রাজ আবিয়াম (৯১৩-৯১১)

১৫ নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম রাজার অষ্টাদশ বর্ষে আবিয়াম যুদার উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে ২
যেরুসালেমে তিন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম মায়াখা, তিনি আব্শালোমের বোন। ৩ তাঁর
আগে তাঁর পিতা যে সকল পাপ করেছিলেন, তিনিও সেই সমস্ত পাপের পথে চললেন; তাঁর
পিতৃপুরুষ দাউদের হৃদয় যেমন ছিল, তাঁর হৃদয় তেমনি তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ ছিল
না। ৪ তথাপি দাউদের খাতিরে তাঁর পরে তাঁর সন্তানকে উন্নীত করার জন্য ও যেরুসালেম সুস্থির
করার জন্য তাঁর পরমেশ্বর প্রভু যেরুসালেমে তাঁকে এক প্রদীপ মঞ্জুর করলেন; ৫ কেননা প্রভুর
দৃষ্টিতে যা ন্যায়, দাউদ তেমন কাজই করতেন; হিত্তীয় উরিয়ার ব্যাপার ছাড়া কোন বিষয়েই তিনি
সারা জীবন ধরে তাঁর আজ্ঞা ছেড়ে পরাঙ্মুখ হননি। ৬ আবিয়ামের সমস্ত জীবনকালে আবিয়ামের ও
যেরবোয়ামের মধ্যে যুদ্ধ হল। ৭ আবিয়ামের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি
যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? আবিয়ামের ও যেরবোয়ামের মধ্যে যুদ্ধ হল। ৮ পরে
আবিয়াম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর
তাঁর সন্তান আসা তাঁর পদে রাজা হলেন।

### যুদা-রাজ আসা (৯১১-৮৭০)

৯ ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের বিংশ বর্ষে আসা যুদার উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে ১০
যেরুসালেমে একচল্লিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম মায়াখা, তিনি আব্শালোমের বোন।
১১ আসা তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন। ১২ তিনি দেশ
থেকে সেবাদাসদের তাড়িয়ে দিলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের তৈরী পুতুলগুলো দূর করে দিলেন। ১৩

তাঁর মাতা মায়াখা আশেরা-দেবীর উদ্দেশে একটা জঘন্য বস্তু তৈরি করেছিলেন বিধায় তাঁকে
মাতারানীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করলেন; আসা তাঁর সেই জঘন্য বস্তু নামিয়ে দিয়ে কেদ্রোন
খরস্রোতের ধারে তা পুড়িয়ে দিলেন। [১৪] উচ্চস্থানগুলি নিশ্চিহ্ন করা না হলেও তবু আসার হৃদয় সারা
জীবন ধরে প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ ছিল। [১৫] তিনি তাঁর পিতা দ্বারা পবিত্রীকৃত ও নিজের দ্বারা
পবিত্রীকৃত রুপো, সোনা ও পাত্রগুলো প্রভুর গৃহে আনালেন।

[১৬] আসা ও ইস্রায়েল-রাজ বায়াশার মধ্যে যাবজ্জীবন যুদ্ধ হল। [১৭] যুদা-রাজ আসার সঙ্গে
যোগাযোগ রোধ করার উদ্দেশ্যে ইস্রায়েল-রাজ বায়াশা যুদাকে আক্রমণ করলেন ও রামা
প্রাচীরবেষ্টিত করলেন। [১৮] তখন আসা প্রভুর গৃহের ভাণ্ডারের বাকি যত রুপো ও সোনা, এবং
রাজপ্রাসাদের সমস্ত ধন নিয়ে তাঁর অনুচারীদের হাতে তুলে দিলেন; এবং আসা রাজা তাদের
হেজিয়োনের পৌত্র টাব্-রিম্মোনের সন্তান দামাস্কাস-নিবাসী আরাম-রাজ বেন্-হাদাদের কাছে এই
বলে পাঠিয়ে দিলেন: [১৯] 'আমার ও আপনার মধ্যে, আমার পিতা ও আপনার পিতার মধ্যে সন্ধি
হোক; দেখুন, আমি আপনার কাছে রুপো ও সোনা উপহার দিচ্ছি; আপনি গিয়ে, ইস্রায়েল-রাজ
বায়াশার সঙ্গে আপনার যে সন্ধি আছে, তা ভঙ্গ করুন, তাহলে সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।' [২০]
বেন্-হাদাদ আসা রাজার কথায় কান দিলেন: তিনি ইস্রায়েলের শহরগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর
সেনাপতিদের পাঠালেন, এবং ইয়োন, দান, আবেল-বেথ্-মায়াখা ও সমস্ত কিন্নেরেথ এবং নেফ্তালির
সমস্ত এলাকা দখল করলেন। [২১] কথাটা শুনে বায়াশা রামার প্রাচীরবেষ্টনীর কাজ বন্ধ করে তির্সায়
ফিরে গেলেন। [২২] পরে আসা রাজা গোটা যুদাকে একত্রে সমবেত করলেন, কেউই বাদ পড়ল না;
রামায় বায়াশা যে পাথর ও কাঠ দিয়ে প্রাচীরবেষ্টনী দিচ্ছিলেন, তারা সেইসব নিয়ে গেল আর আসা
রাজা সেগুলো দিয়ে বেঞ্জামিনের গেবা ও মিস্পা প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

[২৩] আসার বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর বীর্যবত্তা ও তাঁর কর্মবিবরণ, তিনি যে যে নগর প্রাচীরবেষ্টিত
করলেন, এই সমস্ত কথা কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁর
পায়ে রোগ হয়। [২৪] পরে আসা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষ
দাউদের নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যোসাফাৎ তাঁর পদে রাজা হলেন।

**ইস্রায়েল-রাজ নাদাব (৯১০-৯০৯)**

[২৫] যুদা-রাজ আসার দ্বিতীয় বর্ষে যেরবোয়ামের সন্তান নাদাব ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ
করে দু'বছর ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করেন। [২৬] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই
করলেন; তাঁর পিতার পথে, তাঁর পিতা যা দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, সেই পাপের পথে
চললেন। [২৭] ইসাখার-কুলের আহিয়ার সন্তান বায়াশা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন; বায়াশা
ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব শহর গিব্বেথোনে তাঁকে প্রাণে মারলেন। সেসময়ে নাদাব ও গোটা ইস্রায়েল
গিব্বেথোন অবরোধ করছিলেন। [২৮] যুদা-রাজ আসার তৃতীয় বর্ষে বায়াশা নাদাবকে বধ করে তাঁর
পদে রাজা হন। [২৯] রাজা হওয়ামাত্রই বায়াশা যেরবোয়ামের গোটা কুলকে সংহার করেন। প্রভু তাঁর
সেই শীলোর দাস আহিয়ার মধ্য দিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেই বাণী অনুসারে বায়াশা
যেরবোয়ামের বংশীয় কোন প্রাণীকেও বাকি রাখলেন না, সকলকেই সংহার করলেন। [৩০] তার কারণ
এই: যেরবোয়াম বহু পাপ করেছিলেন, এবং তা দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন; ফলে এই

ক্রোধজনক কাজ দ্বারা তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন।
৩১ নাদাবের বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর কর্মবিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে
লিপিবদ্ধ নেই? ৩২ আসা ও ইস্রায়েল-রাজ বায়াশার মধ্যে যাবজ্জীবন যুদ্ধ হল।

### ইস্রায়েল-রাজ বায়াশা (৯০৯-৮৮৬)

৩৩ যুদা-রাজ আসার তৃতীয় বর্ষে আহিয়ার সন্তান বায়াশা তির্সায় গোটা ইস্রায়েলের উপরে
রাজ্যভার গ্রহণ করে চব্বিশ বছর রাজত্ব করেন। ৩৪ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই
করলেন, এবং যেরবোয়ামের পথে, যা দ্বারা তিনি ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই পাপের
পথেই চললেন।
**১৬** তখন বায়াশার বিরুদ্ধে প্রভুর বাণী হানানির সন্তান যেহুর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২
'আমি তোমাকে ধুলার মধ্য থেকে তুলে আনলাম ও আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক
করলাম, কিন্তু তুমি যেরবোয়ামের পথে চলেছ, আমার জনগণ ইস্রায়েলকে পাপ করিয়ে তাদের পাপ
দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছ। ৩ আমি এখন বায়াশা ও তার কুলকে ঝাঁটা দিয়ে দূর করব; এবং
তোমার কুলকে নেবাটের সন্তান যেরবোয়ামের কুলের মতই করব। ৪ বায়াশার কুলের যে কেউ
শহরে মরবে, তাকে কুকুরেই গ্রাস করবে, এবং যে কেউ খোলা মাঠে মরবে, তাকে আকাশের
পাখিতেই গ্রাস করবে।'
৫ বায়াশার বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর বীর্যবত্তা ও তাঁর কর্মবিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজাদের
ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? ৬ পরে বায়াশা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে
তির্সায় সমাধি দেওয়া হল, ও তাঁর সন্তান এলাহ্ তাঁর পদে রাজা হলেন।
৭ আবার, হানানির সন্তান যেহু নবীর মধ্য দিয়ে বায়াশা ও তাঁর কুলের বিরুদ্ধে প্রভুর বাণী এসে
উপস্থিত হল; তার কারণ, বায়াশা প্রভুর সাক্ষাতে অপকর্ম ক'রে তাঁর হাতে সাধিত কাজ দ্বারা
তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন; হ্যাঁ, তিনি যেরবোয়ামের কুলের মত হয়েছিলেন; উপরন্তু তিনি সেই
কুলকে নিঃশেষে বিনাশ করেছিলেন।

### ইস্রায়েল-রাজ এলাহ্ (৮৮৬-৮৮৫)

৮ যুদা-রাজ আসার ষড়বিংশ বর্ষে বায়াশার সন্তান এলাহ্ তির্সায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার
গ্রহণ করে দু'বছর রাজত্ব করেন। ৯ তাঁর অর্ধেক রথগুলোর অধ্যক্ষ জিম্রি নামে তাঁর কর্মচারী তাঁর
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন। এলাহ্ তির্সায় রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ আর্সার ঘরে পান করে মাতাল হলেন,
১০ আর জিম্রি ভিতরে গিয়ে যুদা-রাজ আসার সপ্তবিংশ বর্ষে তাঁকে আঘাত করে মেরে ফেললেন;
তিনিই তাঁর পদে রাজা হলেন।
১১ রাজত্বের আরম্ভকালে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ামাত্রই বায়াশার গোটা কুলকে নিঃশেষে
সংহার করলেন; তাঁর কুলে কোন পুরুষকে, তাঁর আত্মীয় বা বন্ধু কাউকেই বাঁচিয়ে রাখলেন না। ১২
তাই প্রভু যেহু নবীর মধ্য দিয়ে বায়াশার বিরুদ্ধে যে কথা বলেছিলেন, সেই কথামত জিম্রি বায়াশার
গোটা কুল সংহার করলেন। ১৩ এর কারণ, বায়াশার সমস্ত পাপ ও তাঁর সন্তান এলাহ্র পাপাচার:
তাঁরা নিজেরাই পাপ করেছিলেন এবং ইস্রায়েলকেও পাপ করিয়ে তাঁদের অসার বস্তুগুলো দ্বারা
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন। ১৪ এলাহ্র বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত

কর্মবিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই?

## ইস্রায়েল-রাজ জিম্রি (৮৮৫)

১৫ যুদা-রাজ আসার সপ্তবিংশ বর্ষে জিম্রি তির্সায় সাত দিন রাজত্ব করেন; সেসময়ে লোকেরা
ফিলিস্তিনিদের শহর গিব্বেথোনের বিরুদ্ধে শিবিরে বসে ছিল। ১৬ শিবিরে বসা সেই লোকেরা যখন
শুনল যে, জিম্রি চক্রান্ত করেছে, এমনকি রাজাকে প্রাণেই মেরেছে, তখন গোটা ইস্রায়েল সেইদিন
শিবিরের মধ্যে সেনাপতি অম্রিকে ইস্রায়েলের রাজা করল। ১৭ অম্রি ও তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল
গিব্বেথোন থেকে রওনা হয়ে তির্সা অবরোধ করলেন। ১৮ শহরটা হস্তগত হল দেখে জিম্রি
রাজপ্রাসাদের দুর্গে গিয়ে রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিয়ে তা পুড়িয়ে দিলেন, আর এইভাবে তিনি পুড়ে
মরলেন। ১৯ এর কারণ তাঁর পাপাচার, কেননা যেরবোয়ামের পথে চলে ও নিজে পাপ করে
ইস্রায়েলকেও পাপ করিয়ে, প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করেছিলেন।
২০ জিম্রির বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর সাধিত চক্রান্তের কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের
ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই?
২১ সেসময়ে ইস্রায়েলীয়েরা দুই দল হল: অর্ধেক লোক গিনাতের সন্তান তিব্নিকে রাজা করার জন্য
তার অনুগামী হল, আর অর্ধেক লোক অম্রির অনুগামী হল। ২২ কিন্তু অম্রি-পক্ষের লোকেরা গিনাতের
সন্তান তিব্নি-পক্ষের লোকদের উপরে জয়ী হল। ফলে তিব্নি মরলেন আর অম্রি রাজা হলেন।

## ইস্রায়েল-রাজ অম্রি (৮৮৫-৮৭৪)

২৩ যুদা-রাজ আসার একত্রিংশ বর্ষে অম্রি ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে বারো বছর
রাজত্ব করেন—তির্সায় ছ'বছর রাজত্ব করেন। ২৪ তিনি দুই বাট রুপো মূল্য দিয়ে সেমেরের কাছ
থেকে সমেরন পাহাড়টা কিনলেন, আর সেই পাহাড়ের উপরে নির্মাণকাজ করলেন; যে শহর তিনি
নির্মাণ করলেন, পাহাড়ের মালিকের নাম অনুসারে সেই শহরের নাম সামারিয়া রাখলেন। ২৫ প্রভুর
দৃষ্টিতে যা অন্যায়, অম্রি তেমন কাজই করলেন; তাঁর আগেকার সকলের চেয়ে বেশি দুষ্কর্ম
করলেন। ২৬ প্রকৃতপক্ষে ইনি নেবাটের সন্তান যেরবোয়ামের সমস্ত পথে চললেন, এবং তিনি যে যে
পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়ে তাদের অসার বস্তুগুলো দ্বারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ
করে তুলেছিলেন, ইনিও সেই সকল পাপ পথে চললেন।
২৭ অম্রির বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ ও তাঁর বীর্যবত্তা, এই সমস্ত কথা কি
ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? ২৮ পরে অম্রি তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা
গেলেন, তাঁকে সামারিয়াতে সমাধি দেওয়া হল, ও তাঁর সন্তান আহাব তাঁর পদে রাজা হলেন।

## ইস্রায়েল-রাজ আহাব (৮৭৪-৮৫৩)

২৯ যুদা-রাজ আসার অষ্টাত্রিংশ বর্ষে অম্রির সন্তান আহাব ইস্রায়েলে রাজ্যভার গ্রহণ করেন;
অম্রির সন্তান আহাব বাইশ বছর সামারিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করেন। ৩০ প্রভুর দৃষ্টিতে যা
অন্যায়, আহাব তেমন কাজই করলেন, এমনকি তাঁর আগেকার সকল রাজার চেয়েও তিনি খারাপ
ছিলেন। ৩১ নেবাটের সন্তান যেরবোয়ামের পাপাচরণ অনুকরণ করা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হল না; না,
তিনি সিদোনীয়দের রাজা এৎ-বায়ালের কন্যা যেসাবেলকেই বিবাহ করলেন এবং বায়ালের সেবা

করতে ও তার সামনে প্রণিপাত করতে লাগলেন। ৩২ সামারিয়াতে তিনি বায়ালের উদ্দেশে যে গৃহ
গেঁথেছিলেন, সেই গৃহে একটা যজ্ঞবেদি গড়ে তুললেন। ৩৩ আর শুধু তা নয়, আহাব একটা পবিত্র
দণ্ডও প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং তাঁর আগেকার সকল ইস্রায়েল-রাজের চেয়েও তিনি ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে আরও আরও কুকাজ করলেন।
৩৪ তাঁর আমলেই বেথেলীয় হিয়েল যেরিখো পুনর্নির্মাণ করল; এভাবে প্রভু নূনের সন্তান যোশুয়ার
মধ্য দিয়ে যে বাণী দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে সে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবিরামের উপরেই
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল, এবং নিজের কনিষ্ঠ পুত্র সেগুবের উপরেই নগরদ্বার বসাল।

### মহা অনাবৃষ্টির সময়ে কেরিথ খাদনদীর ধারে ও সারেপ্তায় এলিয়

১৭ গিলেয়াদ-অঞ্চলের তিশবে শহরের মানুষ সেই তিশবীয় এলিয় আহাবকে বললেন, 'আমি যাঁর
সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি নিজে কথা না
বললে এই সামনের বছরগুলিতে শিশির বা বৃষ্টি পড়বে না।' ২ তখন প্রভুর বাণী এলিয়ের কাছে
এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৩ 'এখান থেকে চলে যাও, পুবদিকেরই পথ ধর; যর্দনের পুব দিকে যে
কেরিথ খাদনদী রয়েছে, তার ধারেই লুকিয়ে থাক। ৪ সেখানে তুমি খাদনদীর জল খাবে, আর
আমার আদেশে দাঁড়কাকেরা তোমার খাবার যোগাড় করে দিয়ে যাবে।' ৫ প্রভুর আদেশমত কাজ
করে তিনি রওনা দিয়ে, যর্দনের পুব দিকে যে কেরিথ খাদনদী রয়েছে, তার ধারে থাকতে
লাগলেন। ৬ দাঁড়কাকেরা তাঁর জন্য সকালে রুটি ও মাংস, এবং সন্ধ্যায়ও রুটি ও মাংস নিয়ে
আসত, আর তিনি নদীর জল খেতেন। ৭ কিন্তু দেশে বৃষ্টি না হওয়ায় কিছু দিন পরে নদীটা শুকিয়ে
গেল।
৮ তখন প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৯ 'ওঠ, সিদোন অঞ্চলে সারেপ্তায় গিয়ে
সেইখানে থাক; দেখ, তোমার খাবার যোগাড় করার জন্য আমি সেখানকার এক বিধবাকে উপযুক্ত
আজ্ঞা দিয়েছি।' ১০ তিনি উঠে সারেপ্তার দিকে রওনা হলেন। তিনি নগরদ্বারে প্রবেশ করছেন, এমন
সময় দেখ, সেখানে এক বিধবা কাঠ কুড়োচ্ছে। তাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'একটা পাত্রে
করে কিছুটা জল আন; আমি খাব।' ১১ স্ত্রীলোকটি তা আনতে যাচ্ছে, তখন তিনি তার পিছনে ডাক
দিয়ে বললেন, 'হাতে করে এক টুকরো রুটিও আন।' ১২ সে উত্তরে বলল, 'তোমার পরমেশ্বর সেই
জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমার ঘরে একখানা সেকা রুটিও নেই; আছে শুধু জালার মধ্যে একমুঠো
ময়দা আর কুঁজোর মধ্যে খানিকটা তেল। দেখ, আমি দু' চার টুকরো কাঠ কুড়োচ্ছি; নিয়ে গিয়ে
আমার জন্য ও আমার ছেলেটির জন্য রান্না করব; আমরা খাব, তারপর মরব!' ১৩ কিন্তু এলিয়
তাকে বললেন, 'ভয় করো না; এখন ঘরে যাও, তুমি যা বললে তাই কর; কিন্তু আগে আমার জন্য
ছোট্ট একটা রুটি তৈরি কর আর তা এখানে নিয়ে এসো; তারপর তোমার নিজের জন্য ও তোমার
ছেলেটির জন্য কিছু রান্না কর। ১৪ কেননা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন:

যেদিন পর্যন্ত প্রভু পৃথিবীতে বৃষ্টি না আনেন,
সেদিন পর্যন্ত ময়দার জালা শূন্য হবে না,
তেলের কুঁজো খালি হবে না।'

১৫ সে গিয়ে এলিয়ের কথামত কাজ করল। আর বেশ কয়েক দিন ধরে সে, নবী নিজে আর সেই

ছেলে খেতে পেল, [১৬] ময়দার জালাও শূন্য হল না, তেলের কুঁজোও খালি হল না, ঠিক যেমনটি প্রভু
এলিয়ের মধ্য দিয়ে বলে রেখেছিলেন।

**বিধবার ছেলের পুনর্জীবনলাভ**

[১৭] এই সকল ঘটনার পরে এমনটি ঘটল যে, সেই গৃহস্বামিনীর ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ল, এবং তার
অসুস্থতা এমন উৎকট হল যে, তার শরীরে আর শ্বাসবায়ু রইল না। [১৮] তখন স্ত্রীলোকটি এলিয়কে
বলল, 'হে পরমেশ্বরের মানুষ, আমার সঙ্গে আপনার বিবাদ কী? আপনি কি আমার অপরাধ স্মরণ
করাতে ও আমার ছেলেকে মেরে ফেলতে আমার এইখানে এসেছেন?' [১৯] তিনি তাকে বললেন,
'তোমার ছেলেকে আমাকে দাও,' এবং তার কোল থেকে ছেলেটিকে নিয়ে তিনি উপরে তাঁর নিজের
থাকার ঘরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে রাখলেন। [২০] তিনি এই বলে প্রভুকে ডাকলেন, 'প্রভু,
পরমেশ্বর আমার, যে বিধবার বাড়িতে আমি আতিথেয়তা পাচ্ছি, তুমি কি তার ছেলেকে মেরে ফেলে
তার উপরেও অমঙ্গল নামিয়ে আনলে?' [২১] তিনি ছেলেটির উপরে তিনবার নিজের শরীর লম্বালম্বি
করে এই বলে প্রভুকে ডাকলেন, 'প্রভু, পরমেশ্বর আমার, দোহাই তোমার, ছেলেটির মধ্যে প্রাণ
ফিরে আসুক!' [২২] প্রভু এলিয়ের কণ্ঠে কান দিলেন, আর তখন ছেলেটির প্রাণ তার মধ্যে ফিরে
এল—ছেলেটি পুনর্জীবিত হল। [২৩] এলিয় ছেলেটিকে নিয়ে উপরের ঘর থেকে বাড়ির মধ্যে নেমে
গিয়ে তার মায়ের কাছে তুলে দিলেন। এলিয় বললেন, 'দেখ, তোমার ছেলে জীবিত।' [২৪] স্ত্রীলোকটি
এলিয়কে বলল, 'এখন আমি জানতে পারলাম, আপনি পরমেশ্বরের মানুষ, এবং প্রভুর যে বাণী
আপনার মুখে রয়েছে, তা সত্য।'

**কার্মেলে যজ্ঞানুষ্ঠান**

১৮ বহুদিন পর, তৃতীয় বর্ষে, প্রভুর বাণী এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি গিয়ে
আহাবের সামনে উপস্থিত হও; আমি পৃথিবীতে বৃষ্টি প্রেরণ করব।' [২] এলিয় আহাবের সামনে
উপস্থিত হবার জন্য রওনা হলেন।

সেসময়ে সামারিয়াতে ভারী দুর্ভিক্ষ হচ্ছিল। [৩] আহাব রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ ওবাদিয়াকে ডাকিয়ে
আনলেন; ওবাদিয়া প্রভুকে খুবই ভয় করতেন; [৪] যে সময় যেসাবেল প্রভুর নবীদের উচ্ছেদ
করছিল, সেসময়ে ওবাদিয়া পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে একশ'জন নবীকে নিয়ে একটা গুহার মধ্যে
লুকিয়ে রেখেছিলেন ও তাদের জন্য খাবার ও জল যোগাতেন। [৫] আহাব ওবাদিয়াকে বললেন,
'দেশের মধ্যে যত জলের উৎস ও খাদনদী আছে, তুমি সেগুলোর দিকে যাও; কি জানি, আমরা
কিছুটা ঘাস পেতে পারব, এবং ঘোড়া ও খচ্চরগুলোর প্রাণ রক্ষা করব, নইলে আমাদের সমস্ত
পশুধন হারাতে হবে।' [৬] তাঁরা দেশে পরিভ্রমণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে দেশ দু'ভাগ করে
নিলেন; আহাব আলাদা এক পথে গেলেন, এবং ওবাদিয়া আলাদা অন্য পথে গেলেন।

[৭] ওবাদিয়া নিজের পথ দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ এলিয় তাঁর সামনে উপস্থিত। ওবাদিয়া
তাঁকে চিনে উপুড় হয়ে পড়লেন, তিনি বললেন, 'আপনি আমার প্রভু এলিয়, তাই না?' [৮] তিনি
উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি এলিয়। যাও, তোমার প্রভুকে বল: দেখুন, এলিয় উপস্থিত।' [৯] তিনি
বললেন, 'আমি কী পাপ করলাম যে, আপনি আপনার দাস আমাকে বধ করার জন্য আহাবের হাতে
তুলে দেবেন? [১০] আপনার পরমেশ্বর জীবনময় প্রভুর দিব্যি, এমন কোন জাতি কি রাজ্য নেই যার

কাছে আমার প্রভু আপনার খোঁজে দূত পাঠাননি। আর সেই সকল রাজ্যের ও জাতির মানুষ তাঁকে
বললে, “সে সেখানে নেই!” তিনি তাদের দিব্যি দিয়ে শপথও করাতেন যে তারা আপনাকে পেতে
পারেনি। ১১ আর এখন আপনি নাকি বলছেন, যাও, তোমার প্রভুকে বল, দেখুন, এলিয় উপস্থিত! ১২
আমি আপনার কাছ থেকে চলে যাওয়ামাত্রই প্রভুর আত্মা আমার অজানা কোন স্থানে আপনাকে নিয়ে
যাবে; তাই আমি আহাবকে গিয়ে সংবাদ দিলে পর যদি তিনি আপনার উদ্দেশ না পান, তবে
আমাকে বধ করবেন। অথচ আপনার দাস আমি ছেলেবেলা থেকেই প্রভুকে ভয় করে আসছি। ১৩
যেসাবেল যখন প্রভুর নবীদের উচ্ছেদ করতেন, তখন আমি যা করেছিলাম, সেই কথা কি আমার
প্রভু শোনেননি? আমি পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে প্রভুর একশ'জন নবীকে একটা গুহার মধ্যে লুকিয়ে
রেখে তাদের জন্য খাবার ও জল যুগিয়েছি। ১৪ আর এখন আপনি নাকি বলছেন, যাও, তোমার
প্রভুকে বল: দেখুন, এলিয় উপস্থিত! তিনি তো আমাকে বধ করবেন।' ১৫ এলিয় বললেন, 'আমি
যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেনাবাহিনীর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি: আমি আজ-ই তাঁর সামনে
গিয়ে উপস্থিত হব!'

১৬ ওবাদিয়া আহাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন ও তাঁকে খবর দিলেন; তখন আহাব এলিয়ের
দিকে গেলেন। ১৭ এলিয়কে দেখামাত্র আহাব বলে উঠলেন, 'এই যে তুমি আছ, তুমি যে ইস্রায়েলের
সর্বনাশ!' ১৮ এলিয় উত্তরে বললেন, 'আমি ইস্রায়েলের সর্বনাশ নই, বরং আপনি ও আপনার
পিতৃকুল, আপনারা মিলেই তাই! কেননা আপনারা প্রভুর আজ্ঞাগুলি ত্যাগ করেছেন, আর আপনি
বায়াল দেবের অনুগামী হয়েছেন। ১৯ এখন আদেশ দিয়ে সমস্ত ইস্রায়েলকে কার্মেল পর্বতে আমার
কাছে সম্মিলিত করুন; আর সঙ্গে সম্মিলিত করুন বায়াল দেবের নবী সেই চারশ' পঞ্চাশজনকে ও
আশেরা দেবীর নবী সেই চারশ'জনকে, যারা যেসাবেলের খাবার টেবিলে পোষা।'

২০ আহাব সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানকে সেখানে আহ্বান করলেন, এবং কার্মেল পর্বতে সেই নবীদের
সম্মিলিত করলেন। ২১ এলিয় সমস্ত লোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোমরা আর কতকাল
দুই নৌকায় পা দিয়ে থাকবে? প্রভুই যদি পরমেশ্বর হন, তবে তাঁরই অনুসরণ কর! বায়ালই যদি
হয়, তবে তারই অনুসরণ কর।' কিন্তু লোকেরা তাঁকে কোন উত্তর দিল না। ২২ লোকদের উদ্দেশ
করে এলিয় বলে চললেন, 'আমি, কেবল একা এই আমিই প্রভুর নবী বলে একা রয়েছি; কিন্তু
বায়ালের নবীরা চারশ' পঞ্চাশজন আছে। ২৩ আমাদের জন্য দু'টো ষাঁড় আনা হোক। ওরা নিজেদের
জন্য একটা বেছে নিক, ও টুকরো টুকরো করে কাঠের উপরে সাজিয়ে রাখুক, কিন্তু তাতে যেন
আগুন না ধরায়। আমিও অন্য ষাঁড়টা একইভাবে প্রস্তুত করে কাঠের উপরে সাজিয়ে রাখব, কিন্তু
তাতে আগুন ধরাব না। ২৪ তারপর তোমরা তোমাদের দেবতার নাম করবে, আর আমি প্রভুর নাম
করব। যে ঈশ্বর আগুন পাঠিয়ে সাড়া দেবেন, তিনিই পরমেশ্বর!' সকল লোক উত্তর দিল: 'ঠিক
কথা!'

২৫ এলিয় বায়ালের নবীদের বললেন, 'ষাঁড়টা বেছে নিয়ে তোমরাই শুরু করে নাও, কারণ
সংখ্যায় তোমরাই বেশি। তোমাদের দেবতার নাম কর, কিন্তু আগুন ধরাবে না।' ২৬ ওরা ষাঁড়টা
নিল, তা প্রস্তুত করল, এবং সকালবেলা থেকে দুপুরবেলা পর্যন্ত বায়ালের নাম করতে থাকল;
চিৎকার করে বলছিল: 'বায়াল, আমাদের সাড়া দাও!' কিন্তু কারও কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছিল না,
কোন সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না, আর একই সময়ে ওরা, যে যজ্ঞবেদি তৈরি করেছিল, তার

চারদিকে লাফালাফি করে নাচতে থাকল। ২৭ দুপুর এল: তখন এলিয় তাদের বিদ্রূপ করতে
লাগলেন; তিনি বলছিলেন, 'আরও জোরে ডাক, সে নিশ্চয়ই দেবতা! হয় তো সে অন্যমনস্ক আছে,
হয় তো ব্যস্ত আছে, হয় তো বা কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিংবা কি জানি, হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে,
তবে তাকে জাগানো চাই!' ২৮ তাই ওরা আরও জোর গলায় চিৎকার করতে লাগল, এবং তাদের
প্রথামত খড়্গ ও বর্শা দ্বারা নিজেদের দেহ কাটাকাটি করতে লাগল—শেষে তাদের গা সম্পূর্ণই
রক্তাক্ত হল। ২৯ দুপুর পার হয়ে গেছিল, আর ওরা তখনও ভাবোন্মত্ত হয়ে চিৎকার করে প্রলাপ
বকছিল—এর মধ্যে বলি উৎসর্গের সময় এসে গেছিল, কিন্তু তবুও কারও কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছিল
না, কোন সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না, ওদের প্রতি মনোযোগের কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না।

৩০ তখন এলিয় সমস্ত লোককে বললেন: 'কাছে এগিয়ে এসো!' সকলে তাঁর কাছে এগিয়ে এল।
প্রভুর যে যজ্ঞবেদি একসময় ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা মেরামত করলেন। ৩১ প্রভু যে
যাকোবকে একথা বলেছিলেন, 'তোমার নাম হবে ইস্রায়েল', সেই যাকোবের সন্তানদের
গোষ্ঠী-সংখ্যা অনুসারে এলিয় বারোটা পাথর নিয়ে ৩২ সেগুলি দিয়ে প্রভুর নামের উদ্দেশে একটি
যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; বেদির চারপাশে দুই সেয়া পরিমাণ বীজ ধরতে পারে এমন একটা নালা
কাটলেন। ৩৩ তারপর তিনি কাঠ সাজিয়ে ষাঁড়টা টুকরো টুকরো করে কাঠের উপরে রাখলেন। ৩৪
আর বললেন, 'চার জালা জল ভরে এই আহুতিবলির উপরে ও কাঠের উপরে ঢেলে দাও।' তারা
তাই করল। তিনি বললেন, 'আবার তাই কর।' আর তারা আবার তাই করল। তিনি বললেন,
'তৃতীয়বারের মত কর।' আর তারা তৃতীয়বারের মত তাই করল। ৩৫ বেদির চারপাশে জল বয়ে
যেতে লাগল; নালাও জলে ভরে গেল।

৩৬ বলি উৎসর্গের সময়ে নবী এলিয় এগিয়ে এসে বললেন, 'হে প্রভু, আব্রাহাম, ইসায়াক ও
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, আজ একথা জ্ঞাত হোক যে, ইস্রায়েলে তুমিই পরমেশ্বর, এবং আমি তোমার
দাস, এবং তোমার আদেশেই এই সমস্ত কিছু করেছি। ৩৭ প্রভু, আমাকে সাড়া দাও, আমাকে সাড়া
দাও, যেন এই লোকেরা জানতে পারে যে তুমিই, হে প্রভু, তুমিই পরমেশ্বর, এবং তুমি এদের মন
পুনর্জয় করছ!'

৩৮ তখন প্রভুর আগুন নেমে পড়ল, এবং আহুতিবলি, কাঠ, পাথর ও ধুলা সবই গ্রাস করল, এবং
নালার মধ্যকার সেই জলও চেটে খেল। ৩৯ তা দেখে সমস্ত লোক উপুড় হয়ে পড়ল; তারা বলে
উঠল: 'প্রভুই পরমেশ্বর, প্রভুই পরমেশ্বর!' ৪০ এলিয় বললেন, 'বায়ালের নবীদের ধর, তাদের
একজনকেও পালাতে দিয়ো না।' তারা তাদের ধরল, আর এলিয় কিশোন খাদনদীর ধারে তাদের
নামিয়ে এনে সেখানে তাদের মেরে ফেললেন।

৪১ এলিয় আহাবকে বললেন, 'আপনি এখন ফিরে যান, খাওয়া-দাওয়া করুন, কেননা ভারী বৃষ্টির
সাড়া পাচ্ছি।' ৪২ আহাব খাওয়া-দাওয়া করতে ফিরে গেলেন। আর এলিয় কার্মেলের চূড়ায় গিয়ে
উঠলেন এবং মাটির দিকে নত হয়ে মুখ দু' হাঁটুর মধ্যে রাখলেন। ৪৩ তাঁর চাকরকে তিনি বললেন,
'এখনই যাও, সমুদ্রের দিকে তাকাও।' সে গিয়ে তাকাল; বলল, 'কিছুই নেই।' এলিয় বললেন,
'আবার যাও, সাতবার!' ৪৪ সপ্তম বারে সে বলল, 'দেখুন, মানুষের হাতের মতই ছোট্ট একখানি
মেঘ সমুদ্র থেকে উঠছে।' তখন এলিয় বললেন, 'আহাবকে গিয়ে বল: ঘোড়া জুড়ে নেমে যান,
পাছে বৃষ্টিতে আপনার যাওয়াটার ব্যাঘাত হয়।' ৪৫ আর অমনি মেঘে ও বাতাসে আকাশ ঘোর হয়ে

উঠল ও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল। আহাব রথে উঠে যেস্রেয়েলে চলে গেলেন। ৪৬ কিন্তু প্রভুর হাত
এলিয়ের উপরে এসে পড়ল, তাই তিনি কোমর বেঁধে যেস্রেয়েল পর্যন্ত সমস্ত পথ ধরে আহাবের
আগে আগে দৌড়ে চললেন।

## হোরেবে এলিয়

১৯ এলিয় যা কিছু করেছেন এবং কেমন করে খড়্গের আঘাতে যত নবীকে মেরে ফেলেছেন, যখন
আহাব যেসাবেলকে এই সমস্ত কথা জানালেন, ২ তখন যেসাবেল দূত পাঠিয়ে এলিয়কে বলে
দিলেন, 'আগামীকাল এই সময়ের মধ্যে যদি আমি তোমার দশা তাদের একজনের দশার মত একই
দশা না করি, তবে দেবতারা আমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন!' ৩ ব্যাপারটা দেখে
এলিয় উঠে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেলেন। যুদা-অঞ্চলের বের্শেবায় এসে পৌঁছে তিনি
সেখানে তাঁর চাকরকে রাখলেন; ৪ তিনি নিজে কিন্তু এক দিনের পথ মরুপ্রান্তরে এগিয়ে এক
রোতনগাছের তলায় গিয়ে বসলেন। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায় তিনি বললেন, 'আর নয়, প্রভু! এবার
আমার প্রাণ নাও; না, আমার পিতৃপুরুষদের চেয়ে আমি ভাল নই।' ৫ আর সেই রোতনগাছের
তলায় শুয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন; আর হঠাৎ এক স্বর্গদূত তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, 'ওঠ, খেয়ে
নাও!' ৬ তিনি তাকিয়ে দেখলেন, গরম পাথরে সেকা একখানা রুটি আর এক কুঁজো জল ওখানে
তাঁর মাথার কাছে রয়েছে; তিনি খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। ৭ প্রভুর দূত আর একবার তাঁর
কাছে এসে তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, 'ওঠ, খেয়ে নাও; নইলে যাত্রাপথ তোমার পক্ষে বেশি দীর্ঘ
হবে।' ৮ উঠে তিনি খেয়ে নিলেন, এবং সেই খাদ্যের প্রভাবে চল্লিশদিন চল্লিশরাত হেঁটে চলে
পরমেশ্বরের পর্বত সেই হোরেবে এসে পৌঁছলেন।

৯ সেখানে তিনি একটা গুহার মধ্যে ঢুকে সেইখানে রাত কাটালেন; আর দেখ, তাঁর কাছে প্রভুর
বাণী এসে উপস্থিত হল; তিনি বললেন, 'এলিয়, এখানে কী করছ?' ১০ এলিয় উত্তর দিলেন,
'সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর জন্য আমি জ্বলন্ত আগ্রহে জ্বলছি, কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা তোমার
সন্ধি ত্যাগ করেছে, তোমার যত যজ্ঞবেদি ভেঙে দিয়েছে, ও তোমার নবীদের খড়্গের আঘাতে প্রাণে
মেরেছে। আর আমি, একা আমিই রয়েছি; আর তারা আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে।' ১১ তাঁকে
বলা হল: 'বাইরে যাও, এবং পর্বতে প্রভুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াও!' কেননা সেসময়ে প্রভু সেখান
দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন প্রভুর আগে আগে গিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস পর্বতমালা ফাটিয়ে দিল
ও বড় যত পাথর ভেঙে দিল; কিন্তু সেই ঝড়ো বাতাসের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। ঝড়ো বাতাসের
পরে ভূমিকম্প হল, কিন্তু সেই ভূমিকম্পের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। ১২ ভূমিকম্পের পরে আগুন হল,
কিন্তু সেই আগুনের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। আগুনের পরে মৃদু এক মর্মরধ্বনি হল। ১৩ তা শোনামাত্র
এলিয় আলোয়ান দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন, এবং বাইরে গিয়ে গুহার মুখে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর প্রতি
এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল যা তাঁকে বলল 'এলিয়, এখানে কী করছ?' ১৪ তিনি উত্তর দিলেন,
'সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর জন্য আমি জ্বলন্ত আগ্রহে জ্বলছি, কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা তোমার
সন্ধি ত্যাগ করেছে, তোমার যত যজ্ঞবেদি ভেঙে দিয়েছে, ও তোমার নবীদের খড়্গের আঘাতে প্রাণে
মেরেছে। আর আমি, একা আমিই রয়েছি; আর তারা আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে।' ১৫ প্রভু
তাঁকে বললেন, 'এবার যাও, একই পথ ধরে দামাস্কাসের মরুপ্রান্তরের দিকে ফিরে যাও; সেখানে

গিয়ে পৌঁছে হাজায়েলকে আরামের রাজারূপে অভিষিক্ত কর। ১৬ পরে নিম্শির সন্তান যেহুকে
ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করবে, এবং তোমার পদে নবী হবার জন্য আবেল-মেহোলা-নিবাসী
শাফাটের সন্তান এলিসেয়কে অভিষিক্ত করবে। ১৭ যে কেউ হাজায়েলের খড়্গা এড়াবে, যেহু তাকে
মেরে ফেলবে; যে কেউ যেহুর খড়্গা এড়াবে, এলিসেয় তাকে মেরে ফেলবে। ১৮ কিন্তু আমি নিজের
জন্য সাত হাজার লোককে বাঁচিয়ে রাখব, এরা সকলে বায়ালের সামনে জানুপাত করেনি, এদের
সকলের মুখ তাকে চুম্বন করেনি।'

**এলিয়ের পদে নিযুক্ত এলিসেয়**

১৯ সেখান থেকে রওনা হয়ে তিনি শাফাটের সন্তান এলিসেয়ের দেখা পেলেন; এলিসেয় তখন
জমিতে লাঙল দিচ্ছেন; তাঁর আগে আগে বারো জোড়া বলদ চলছে, আর শেষ জোড়ার সঙ্গে তিনি
নিজেই রয়েছেন। তাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে এলিয় নিজের আলোয়ানটা তাঁর গায়ের উপরে
ফেলে দিয়ে গেলেন। ২০ তিনি বলদগুলো ফেলে রেখে এলিয়ের পিছু পিছু ছুটে তাঁকে বললেন,
'অনুমতি দিন, আমি আমার মাতাপিতাকে চুম্বন করে আসি, তারপর আপনার অনুসরণ করব।'
তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, 'যাও, ফিরে যাও! তোমাকে আমি কী করলাম?' ২১ এলিসেয় তাঁকে
ছেড়ে ফিরে গেলেন; এক জোড়া বলদ নিয়ে বলি দিলেন, কাঠের জোয়াল জ্বেলে বলদগুলোর মাংস
রান্না করলেন, এবং তা লোকদের খেতে দিলেন। তারপর উঠে এলিয়কে অনুসরণ করে তাঁর সেবায়
রত থাকলেন।

**সামারিয়া অবরোধ**

২০ আরাম-রাজ বেন্-হাদাদ তাঁর সমস্ত সেনাদল জড় করলেন; তাঁর সঙ্গে বত্রিশজন রাজা ও বহু
ঘোড়া ও রথ ছিল; তিনি সামারিয়া অবরোধ করতে ও জয় করতে রণযাত্রা করলেন। ২ তিনি
শহরের মধ্যে ইস্রায়েল-রাজ আহাবের কাছে নানা দূত পাঠিয়ে বললেন, 'বেন্-হাদাদ একথা
বলছেন: ৩ তোমার রুপো ও তোমার সোনা আমারই; তোমার স্ত্রীসকল ও তোমার ছেলেদের মধ্যে
যারা উত্তম, তারাও আমার!' ৪ ইস্রায়েল-রাজ বললেন, 'আমার প্রভু মহারাজ, সবই আপনার
কথামত হোক; হ্যাঁ, আমি আপনার, এবং আমার সবকিছুই আপনার।' ৫ দূতেরা আবার এসে বলল,
'বেন্-হাদাদ একথা বলছেন: আমি তোমার কাছে দূতদের পাঠিয়ে বলেছিলাম, তোমার রুপো ও
সোনা এবং স্ত্রীসকলকে ও ছেলেদের সকলকেই আমার কাছে তুলে দাও। ৬ অতএব আগামীকাল এই
সময়ে আমি আমার দাসদের তোমার কাছে পাঠাব; তারা তোমার বাড়িতে ও তোমার দাসদের
বাড়িতে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করবে, এবং যা কিছু তাদের চোখে বহুমূল্যবান, সেইসব কিছু ধরে
নিয়ে আসবে।' ৭ ইস্রায়েলের রাজা দেশের সমস্ত প্রবীণদের ডাকিয়ে এনে বললেন, 'বিবেচনা করে
দেখ, লোকটা আমাদের কেমন অমঙ্গল ঘটাতে অভিপ্রায় করছে! আমি আমার রুপো ও সোনা
তাকে দিতে অস্বীকার না করার পর সে এখন আমার স্ত্রীসকল ও ছেলেদেরও দাবি করে পাঠিয়েছে।'
৮ সমস্ত প্রবীণ ও সমস্ত জনগণ তাঁকে বলল, 'আপনি শুনবেন না, রাজি হবেন না!' ৯ তাই তিনি
বেন্-হাদাদের দূতদের বললেন, 'আমার প্রভু মহারাজকে বল: আপনি প্রথমে আপনার দাসের
কাছে যা কিছু বলে পাঠিয়েছিলেন, সেই সমস্ত আমি করব; কিন্তু আপনার দ্বিতীয় আদেশটা মানতে
পারব না।' দূতেরা চলে গেল এবং বেন্-হাদাদের কাছে তাঁর উত্তর জানাল। ১০ তখন তিনি তাঁর

কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, 'সামারিয়ার ধুলা যদি আমার অনুগামী সমস্ত লোকের মুঠো পূরণ করতে কুলোয়, তবে দেবতারা এই শাস্তির সঙ্গে আমাকে আরও কঠোর শাস্তি দিন!' [১১] কিন্তু ইস্রায়েলের রাজা উত্তরে বললেন, 'তোমরা তাঁকে বল: রণসজ্জা যে ধারণ করে, সে রণসজ্জাত্যাগীর মত বড়াই না করুক!' [১২] তেমন উত্তর শুনে—বেন্-হাদাদ ও অন্য রাজারা তখন তাঁবুতে তাঁবুতে পান করছিলেন—তিনি তাঁর সেনানায়কদের বললেন, 'আক্রমণের জন্য তৈরি হও!' আর তারা শহর আক্রমণ করতে তৈরি হতে লাগল।

[১৩] সেসময়ে ইস্রায়েল-রাজ আহাবকে একথা বলার জন্য একজন নবী এসে উপস্থিত হলেন; তিনি বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তুমি কি ওই সমস্ত বিপুল লোকারণ্য দেখছ? আচ্ছা, আজ আমি ওদের তোমার হাতে তুলে দেব; ফলে তুমি জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু।' [১৪] আহাব জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কার্ দ্বারা তাই করবেন?' নবী উত্তরে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: প্রদেশপালদের যুবা যোদ্ধাদের দ্বারা।' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুদ্ধ করতে কে শুরু করবে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আপনি!' [১৫] তাই আহাব প্রদেশপালদের যুবা যোদ্ধাদের পরিদর্শনে গেলেন: সংখ্যায় তারা ছিল দু'শো বত্রিশজন। তাদের পরিদর্শন করার পর তিনি গোটা জনগণকে, অর্থাৎ সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের পরিদর্শনে গেলেন: সংখ্যায় তারা সাত হাজার। [১৬] মধ্যাহ্নে তারা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল; সেসময়ে বেন্-হাদাদ ও অন্য রাজারা—তাঁর মিত্র সেই বত্রিশজন রাজা—তাঁবুতে তাঁবুতে পান করতে করতে মাতাল হয়েছিলেন। [১৭] প্রদেশপালদের সেই যুবা যোদ্ধারা প্রথমেই বেরিয়ে গেল; বেন্-হাদাদকে একথা জানানো হল: 'কিছুটা লোক সামারিয়া থেকে বের হয়ে এসেছে।' [১৮] তিনি বললেন, 'তারা যদি শান্তির উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তবে তোমরা তাদের জীবিতই ধর; যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই এসে থাকে, তবুও তাদের জীবিত ধর।' [১৯] ইতিমধ্যে ওরা, অর্থাৎ প্রদেশপালদের সেই যুবা যোদ্ধারা ও তাদের পিছনে সৈন্যদল শহর থেকে বেরিয়ে এসে [২০] প্রত্যেকে যে যার প্রতিযোদ্ধাকে বধ করল। আরামীয়েরা পালিয়ে গেল, আর ইস্রায়েল তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করল। আরাম-রাজ বেন্-হাদাদ ঘোড়ায় উঠে কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে পালিয়ে রক্ষা পেলেন। [২১] তখন ইস্রায়েলের রাজা বের হয়ে তাদের ঘোড়া ও রথগুলো হস্তগত করলেন, এবং আরামীয়দের মহাপরাজয়ে পরাজিত করলেন।

[২২] তখন সেই নবী ইস্রায়েলের রাজার কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে বললেন, 'আচ্ছা, এবার বলবান হোন! এখন জেনে নিন, বিবেচনা করে দেখুন, কেননা নববর্ষের শুরুতে আরামের রাজা আপনার বিরুদ্ধে রণযাত্রায় আসবেন।'

### ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আরামের নতুন রণ-অভিযান

[২৩] অপরদিকে আরাম-রাজার দাসেরা তাঁকে বলল, 'ওদের দেবতা পাহাড়পর্বতেরই দেবতা, এজন্য আমাদের চেয়ে ওরা বলবান হল। কিন্তু আমরা যদি সমভূমিতেই ওদের সঙ্গে লড়াই করি, তবে অবশ্য ওদের চেয়ে বলবান হব।' [২৪] আপনি একাজ করুন: এই রাজাদের পদচ্যুত করে তাঁদের স্থানে প্রকৃত সেনাপতিদের নিযুক্ত করুন। [২৫] আপনার যে সৈন্যদল গেল, তারই মত আর একটা সৈন্যদল প্রস্তুত করুন: হ্যাঁ, আগে যত ঘোড়া, এখনও তত ঘোড়া, আগে যত সৈন্য, এখনও তত সৈন্য; পরে আমরা সমভূমিতে ওদের সঙ্গে লড়াই করব; অবশ্যই ওদের চেয়ে বলবান হব।'

তিনি তাদের মন্ত্রণা শুনে সেইমত কাজ করলেন। ২৬ নববর্ষের শুরুতে বেন্-হাদাদ আরামীয়দের জড়
করে ইস্রায়েলকে আক্রমণ করার জন্য আফেকে গেলেন। ২৭ ইস্রায়েল সন্তানদেরও জড় করা হল:
খাদ্য-সামগ্রীর দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে তারা তাদের অভিমুখে রওনা হল। ইস্রায়েল সন্তানেরা ঠিক
তাদের বিপরীতে শিবির বসাল, দেখতে তারা যেন দুই ক্ষুদ্র ছাগের পালের মত, কিন্তু দেশ
আরামীয় লোকেই ভরে উঠেছিল!
২৮ পরমেশ্বরের সেই মানুষ এগিয়ে এসে ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন:
যেহেতু আরামীয়েরা বলেছে, প্রভু পাহাড়পর্বতেরই দেবতা, তলভূমির দেবতা নন, সেজন্য আমি এই
সমস্ত বিপুল জনতাকে তোমার হাতে তুলে দেব। ফলে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।' ২৯ তারা
সাত দিন ধরে মুখোমুখি হয়ে শিবিরে রইল, পরে সপ্তম দিনে যুদ্ধ বেধে গেল, আর ইস্রায়েল
সন্তানেরা এক দিনে আরামের এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যকে সংহার করল। ৩০ যারা রক্ষা পেল, তারা
আফেকে পালিয়ে গিয়ে দৃঢ়দুর্গে আশ্রয় নিল, কিন্তু নগরপ্রাচীর সেই বেঁচে থাকা সাতাশ হাজার
লোকের উপরে খসে পড়ল।
বেন্-হাদাদ পালিয়ে গিয়ে সেই দৃঢ়দুর্গে এঘর ওঘর করছিল। ৩১ তাঁর অনুচারীরা তাঁকে বলল,
'দেখুন, আমরা শুনেছি, ইস্রায়েলের রাজারা সহৃদয় রাজা; আসুন, আমরা কোমরে চটের কাপড়
পরি, মাথায় দড়ি পেঁচিয়ে দিই, এবং বের হয়ে ইস্রায়েলের রাজার কাছে যাই; কি জানি, তিনি
আপনার প্রাণ বাঁচাবেন।' ৩২ তাই তারা কোমরে চটের কাপড় পরে ও মাথায় দড়ি পেঁচিয়ে
ইস্রায়েলের রাজার কাছে গেল; তাঁকে বলল, 'আপনার দাস বেন্-হাদাদ একথা বলছেন: আপনার
দোহাই, আমার প্রাণ বাঁচান।' উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? তিনি তো
আমার ভাই!' ৩৩ সেই লোকেরা কথাটা শুভ লক্ষণ বলে বিবেচনা করল; তাঁর মনের ভাব সম্বন্ধে
নিশ্চিত হবার জন্য খুবই ব্যস্ত হল, তাই বলল, 'হ্যাঁ, বেন্-হাদাদ আপনার ভাই!' রাজা বলে
চললেন, 'তোমরা গিয়ে তাঁকে আন।' তখন বেন্-হাদাদ বের হয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন, আর
তিনি তাঁকে রথে উঠিয়ে নিলেন। ৩৪ বেন্-হাদাদ তাঁকে বললেন, 'আমার পিতার কাছ থেকে
আপনার পিতা যে সকল শহর কেড়ে নিয়েছিলেন, সেগুলো আমি ফিরিয়ে দেব; এবং আমার পিতা
যেমন সামারিয়াতে বাজার বসিয়েছিলেন, আপনিও তেমনি দামাস্কাসে বাজার বসাতে পারবেন।'
আহাব বললেন, 'এই চুক্তির ভিত্তিতে আমি আপনাকে ছেড়ে দেব।' আর তিনি তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থির
করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন।
৩৫ তখন নবী-সঙ্ঘের একজন প্রভুর বাণীমত নিজের একজন সহশিষ্যকে বলল, 'আমাকে মার!'
কিন্তু সে তাকে মারতে রাজি হল না। ৩৬ সে তাকে বলল, 'তুমি প্রভুর প্রতি বাধ্য হওনি বিধায়,
দেখ, আমার কাছ থেকে সরে যাওয়ামাত্র এক সিংহ তোমাকে বধ করবে।' সে তার কাছ থেকে চলে
যাওয়ামাত্রই একটা সিংহের সামনে পড়ল যা তাকে বধ করল। ৩৭ সে আর একজনকে দেখতে পেয়ে
বলল, 'আমাকে মার।' লোকটা তাকে মারল, মেরে আহতই করল। ৩৮ তখন সেই নবী গিয়ে
ছদ্মবেশী ভাবে চোখের উপরে পাগড়ি বেঁধে পথে রাজার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। ৩৯ রাজা সেই পথ
দিয়ে যাওয়ার সময়ে সে রাজার দিকে চিৎকার করে বলল, 'আপনার দাস আমি তুমুল যুদ্ধের
কেন্দ্রস্থলে গিয়েছিলাম; আর দেখুন, একটা লোক লড়াই ছেড়ে আমার কাছে একটা লোককে এনে
বলল, লোকটার উপর নজর রাখ; সে পালিয়ে গেলে তার প্রাণের বদলে তোমার প্রাণ যাবে, নইলে

তোমাকে রুপোর এক বাট দিতে হবে। ৪০ কিন্তু আপনার দাস আমি এদিকে ওদিকে ব্যস্ত ছিলাম,
আর এর মধ্যে সে অন্তর্ধান হয়ে গেল।' ইস্রায়েলের রাজা তাকে বললেন, 'তোমার বিচারদণ্ড
যথার্থ: তুমি নিজেই তা স্থির করলে!' ৪১ কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে চোখের উপর থেকে পাগড়িটা উঠিয়ে
নিল, আর ইস্রায়েলের রাজা বুঝতে পারলেন যে, সে নবী-সঙ্ঘের একজন। ৪২ সে তাঁকে বলল,
'প্রভু একথা বলছেন: আমি যে লোকটাকে বিনাশ-মানতের জন্যই নিরূপণ করেছিলাম, তাকে তুমি
তোমার হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছ বিধায় তার প্রাণের বদলে তোমার প্রাণ, ও তার জনগণের বদলে
তোমার জনগণ যাবে!' ৪৩ তখন ইস্রায়েলের রাজা বিষণ্ন মনে ও রুস্ট হয়ে বাড়ির দিকে গিয়ে
সামারিয়াতে প্রবেশ করলেন।

**নাবোথের আঙুরখেত**

২১ এরপরে এই ঘটনা হল: যেস্রেয়েলীয় নাবোথের একটা আঙুরখেত ছিল; খেতটা সামারিয়ার
রাজা আহাবের প্রাসাদের পাশে অবস্থিত। ২ আহাব নাবোথকে বললেন, 'তোমার আঙুরখেত
আমাকে দাও; খেতটা আমার বাড়ির সংলগ্ন বলে আমি একটা শাকসবজির বাগান করব; তার
বদলে তোমাকে তার চেয়ে ভাল একটা আঙুরখেত দেব; কিংবা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমি তার দাম
নগদ টাকায় দেব।' ৩ নাবোথ আহাবকে বলল, 'আমি আমার পৈতৃক সম্পদ আপনাকে দেব, প্রভু
করুন, এমনটি কখনও যেন না হয়।' ৪ যেস্রেয়েলীয় নাবোথ যে বলেছিল 'আমি আমার পৈতৃক
সম্পদ আপনাকে দেব না,' এই কথায় আহাব মনঃক্ষুণ্ন ও বিরক্ত হলেন; ঘরে ফিরে এসে তিনি
বিছানায় শুয়ে পড়লেন, মুখ ফিরিয়ে থাকলেন, কোন কিছু খেতেও অস্বীকার করলেন।
৫ তাঁর স্ত্রী যেসাবেল তাঁকে গিয়ে বলল, 'তোমার মন এমন বিষণ্ন কেন যে, তুমি মুখে কিছুই দিচ্ছ
না?' ৬ উত্তরে তিনি তাকে বললেন, 'আমি যেস্রেয়েলীয় নাবোথকে বলেছিলাম, টাকার বিনিময়ে
তোমার আঙুরখেত আমাকে দাও; কিংবা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমি তার বদলে আর একটা
আঙুরখেত তোমাকে দেব; কিন্তু সে বলল, আমি আমার আঙুরখেত আপনাকে দেব না।' ৭ তাঁর স্ত্রী
যেসাবেল তাঁকে বলল, 'আর তুমিই কি ইস্রায়েলের রাজা? ওঠ, খেয়ে নাও; তোমার মন প্রফুল্ল
হোক! আমি যেস্রেয়েলীয় নাবোথের সেই আঙুরখেত তোমাকে দেব!'
৮ সে আহাবের নাম করে কয়েকটা চিঠি লিখে তাঁর সীলমোহরের ছাপ দিল, তারপর সেই
চিঠিগুলো সেই সকল প্রবীণ ও গণ্যমান্য লোকদের কাছে পাঠিয়ে দিল, যাঁরা নাবোথের একই
শহরের বাসিন্দা। ৯ চিঠিতে সে এই কথা লিখেছিল: 'তোমরা উপবাস ঘোষণা কর, এবং জনসভায়
নাবোথকে প্রথম সারিতে আসন দাও। ১০ তার মুখোমুখি করে দু'জন ধূর্ত লোককে বসাও; তার
বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে এরা বলুক, "তুমি পরমেশ্বরকে ও রাজাকে অভিশাপ দিয়েছ!" পরে
বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেল।'
১১ নাবোথের শহরের বাসিন্দা—সেই প্রবীণেরা ও গণ্যমান্য লোকেরা যাঁরা তার একই শহরের
মানুষ—যেসাবেল যে আজ্ঞা দিয়েছিল সেই আজ্ঞামত, অর্থাৎ সে যে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিল, ঠিক
তার লেখামতই তাঁরা কাজ করলেন: ১২ তাঁরা উপবাস ঘোষণা করলেন এবং জনসভায় নাবোথকে
প্রথম সারিতে আসন দিলেন। ১৩ তখন ধূর্ত দু'জন লোক এসে তার মুখোমুখি হয়ে আসন নিল;
এরা সবার সামনে নাবোথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলল, 'নাবোথ পরমেশ্বরকে ও রাজাকে

অভিশাপ দিয়েছে।’ তাই লোকেরা তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলল। ১৪
পরে তারা যেসাবেলের কাছে এই খবর পাঠাল: ‘নাবোথকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছে।’ ১৫
নাবোথকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছে, কথাটা শোনামাত্র যেসাবেল আহাবকে বলল, ‘ওঠ,
যেস্রেয়েলীয় নাবোথ টাকার বিনিময়ে যে আঙুরখেত তোমাকে দিতে রাজি ছিল না, তার সেই
খেতের দখল নাও; কারণ নাবোথ আর বেঁচে নেই, সে মারা গেছে।’ ১৬ নাবোথ এবার মৃত, তা শুনে
আহাব উঠে যেস্রেয়েলীয় নাবোথের আঙুরখেতের দখল নিতে গেলেন।
১৭ তখন প্রভুর বাণী তিশবীয় এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৮ ‘ওঠ, সামারিয়াতে
গিয়ে ইস্রায়েলের রাজা আহাবের সঙ্গে দেখা কর; দেখ, সে নাবোথের আঙুরখেতে রয়েছে, তার
দখল নিতে সে সেইখানে গিয়েছে। ১৯ তুমি তাকে বলবে: প্রভু একথা বলছেন, তুমি নরহত্যা
করেছ, আর এখন পরের সম্পদেরও দখল নিচ্ছ! এজন্য—প্রভু একথা বলছেন—কুকুরে যেখানে
নাবোথের রক্ত চেটে খেয়েছে, সেখানে কুকুরে তোমার রক্তও চেটে খাবে।’ ২০ আহাব এলিয়কে
বললেন, ‘ওরে শত্রু আমার, এবার তোমার কাছে ধরা পড়লাম!’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘ঠিক তাই!
কারণ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করার জন্য তুমি নিজেকে বিক্রি করেছ! ২১ দেখ,
আমি তোমার মাথায় একটা অমঙ্গল ডেকে আনব; তোমাকে ঝাঁটা দিয়ে একেবারেই দূর করে দেব।
আহাব-বংশের প্রতিটি পুরুষমানুষকে—ইস্রায়েলে তারা ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই
হোক—তাদের সকলকেই নিশ্চিহ্ন করব। ২২ আমি তোমার কুল নেবাটের সন্তান যেরবোয়ামের
কুলের মত ও আহিয়ার সন্তান বায়াশার কুলের মতই করব, কারণ তুমি আমার ক্ষোভ জাগিয়ে
তুলেছ ও ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছ। ২৩ যেসাবেলের বিষয়েও প্রভু একথা বলছেন, কুকুরে
যেস্রেয়েলের মাঠে যেসাবেলকে গ্রাস করবে। ২৪ আহাবের কুলের যে কেউ শহরে মরবে, তাকে
কুকুরে গ্রাস করবে, এবং যে কেউ খোলা মাঠে মরবে, তাকে আকাশের পাখিতেই গ্রাস করবে।’
২৫ প্রকৃতপক্ষে আহাব, যিনি তাঁর স্ত্রী যেসাবেল দ্বারা প্ররোচিত হয়ে প্রভুর সাক্ষাতে অপকর্ম সাধন
করার জন্য নিজেকে বিক্রি করেছিলেন, তাঁর মত আর কেউ কখনও হয়নি। ২৬ প্রভু ইস্রায়েল
সন্তানদের সামনে যে আমোরীয়দের দেশছাড়া করেছিলেন, তারা যেমন করেছিল, তিনিও
পুতুলগুলোর অনুগামী হয়ে বহু জঘন্য কাজ সাধন করলেন।
২৭ আহাব যখন তেমন কথা শুনলেন, তখন পোশাক ছিঁড়ে ফেলে গায়ে চটের কাপড় পরে উপবাস
করলেন; তিনি চটের কাপড় পরে শুয়ে পড়তেন, মাথা নত করে বেড়াতেন। ২৮ তখন প্রভুর বাণী
তিশবীয় এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, ২৯ ‘তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, আহাব আমার সামনে
কেমন করে নিজেকে অবনমিত করেছে? সে আমার সামনে নিজেকে অবনমিত করেছে বলে আমি
তার জীবনকালে সেই অমঙ্গল ঘটাব না, তার সন্তানের জীবনকালেই তার কুলের উপরে সেই
অমঙ্গল ডেকে আনব।’

**আরামের বিরুদ্ধে আহাব ও যোসাফাতের রণ-অভিযান**

২২ এরপর এমন তিন বছর কেটে গেল যখন আরাম ও ইস্রায়েলের মধ্যে কোন যুদ্ধ হল না। ২
তৃতীয় বছরে যুদা-রাজ যোসাফাৎ ইস্রায়েলের রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ৩ ইস্রায়েলের রাজা
তাঁর কর্মচারীদের বলেছিলেন, ‘রামোৎ-গিলেয়াদ যে আমাদের, একথা তোমরা কি জান না? অথচ

আমরা আরাম-রাজের হাত থেকে তা ফিরিয়ে না নিয়ে এমনি চুপ করে বসে আছি।’ ৪ তিনি
যোসাফাৎকে বললেন, ‘আপনি আমার সঙ্গে কি রামোৎ-গিলেয়াদ আক্রমণ করতে আসবেন?’
যোসাফাৎ উত্তরে ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, ‘মনে করুন: আমি ও আপনি, আমার লোক ও
আপনার লোক, আমার ঘোড়া ও আপনার ঘোড়া, সবই এক!’ ৫ তথাপি যোসাফাৎ ইস্রায়েলের
রাজাকে বললেন, ‘আজই প্রভুর বাণীর অভিমত অনুসন্ধান করুন।’ ৬ ইস্রায়েলের রাজা নবীদের—
সংখ্যায় প্রায় চারশ’জনকে—একত্রে সমবেত করে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমাকে কি
রামোৎ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাতে হবে, না পিছটান দিতে হবে?’ তারা উত্তর দিল,
‘রণ-অভিযান চালান; প্রভু তা মহারাজের হাতে তুলে দিলেন!’ ৭ কিন্তু যোসাফাৎ বললেন, ‘যার
দ্বারা অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি, প্রভুর এমন আর কোন নবী কি এখানে নেই?’ ৮ ইস্রায়েলের
রাজা যোসাফাৎকে বললেন, ‘যার দ্বারা আমরা প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি, এমন আর
একজন আছে; কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি, কারণ আমার পক্ষে তার কোন বাণী কখনও মঙ্গলসূচক
নয়, শুধু অমঙ্গলেরই ভবিষ্যদ্বাণী দেয়; সে ইম্লার ছেলে মিখা।’ যোসাফাৎ বললেন, ‘মহারাজ এমন
কথা যেন না বলেন!’ ৯ তখন ইস্রায়েলের রাজা তাঁর একজন কর্মচারীকে ডেকে হুকুম দিলেন:
‘ইম্লার ছেলে মিখাকে শীঘ্রই আন।’

১০ ইস্রায়েলের রাজা ও যুদা-রাজ যোসাফাৎ দু’জনে নিজ নিজ রাজবসন পরে সামারিয়ার
নগরদ্বার-প্রবেশস্থানের কাছে খোলা জায়গায় নিজ নিজ সিংহাসনে আসীন ছিলেন; তাঁদের সামনে
নবীরা সকলে আত্মহারা অবস্থায় ছিল। ১১ কেনায়ানার সন্তান সেদেকিয়া—সে নিজের জন্য লোহার
শৃঙ্গযুগল তৈরি করেছিল—বলে উঠল, ‘প্রভু একথা বলছেন: এর মত শৃঙ্গযুগল দ্বারা আপনি
আরামের বিনাশ সাধন না করা পর্যন্ত গোঁতাবেন।’ ১২ নবীরা সকলে আত্মহারা অবস্থায় একই
ধরনের বাণী দিচ্ছিল; তারা বলছিল: ‘রামোৎ-গিলেয়াদ আক্রমণ করুন, সফল হবেন! কেননা প্রভু
তা মহারাজের হাতে তুলে দিলেন।’

১৩ যে দূত মিখাকে ডাকতে গিয়েছিল, সে তাঁকে বলল, ‘দেখুন, নবীদের যত বাণী একমুখেই
রাজার পক্ষে মঙ্গল পূর্বঘোষণা করছে; আপনার বাণীও ওদের বাণীর মত হোক; আপনিও
মঙ্গলসূচক বাণী দিন।’ ১৪ মিখা বললেন, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি, প্রভু আমাকে যা বলবেন, আমি
তাই বলব!’ ১৫ তিনি রাজার সামনে এসে উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মিখা,
আমরা রামোৎ-গিলেয়াদকে আক্রমণ করতে যাব, না পিছটান দেব?’ তিনি উত্তর দিয়ে তাঁকে
বললেন, ‘এগিয়ে যান, জয়লাভ নিশ্চিত, কেননা প্রভু তা মহারাজের হাতে তুলে দিয়েছেন!’ ১৬
রাজা তাঁকে বললেন, ‘তুমি প্রভুর নামে আমাকে সত্যকথা ছাড়া আর কিছুই বলবে না, আমাকে
কতবার এই শপথ তোমাকে করাতে হবে?’ ১৭ তিনি উত্তরে বললেন,

‘আমি দেখতে পাচ্ছি: সমস্ত ইস্রায়েল পালকবিহীন মেষপালের মত
পর্বতে পর্বতে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াচ্ছে!
প্রভু একথা বলছেন, তাদের জননায়ক নেই;
প্রত্যেকে শান্তিতে যে যার ঘরে ফিরে যাক!’

১৮ ইস্রায়েলের রাজা যোসাফাৎকে বললেন, ‘আমি কি আগেই আপনাকে বলছিলাম না যে,

লোকটা আমার পক্ষে মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলেরই বাণী দেয়?’ ১৯ মিখা বলে চললেন, ‘এজন্য
আপনি এখন প্রভুর বাণী শুনুন: আমি দেখতে পেলাম: প্রভু সিংহাসনে আসীন, তাঁর ডান ও বাঁ
পাশে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী তাঁকে ঘিরে আছে। ২০ প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, কে গিয়ে আহাবের মন
ভোলাবে, সে যেন রণ-অভিযান চালিয়ে রামোৎ-গিলেয়াদে মারা পড়ে? কেউ এক ধরনের উত্তর
দিল, কেউ অন্য ধরনের উত্তর দিল; ২১ শেষে এক আত্মা এগিয়ে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল,
আমিই তার মন ভোলাব! প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে? ২২ সে উত্তর দিল, আমি গিয়ে
তার সকল নবীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা হব। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার মন ভোলাবে, তুমি
অবশ্যই সফল হবে; যাও, সেইমত কর! ২৩ সুতরাং দেখুন, প্রভু আপনার এই সকল নবীর মুখে
মিথ্যাবাদী আত্মা দিয়েছেন; কিন্তু আপনার বিষয়ে প্রভু সর্বনাশেরই বাণী দিয়েছেন।’

২৪ তখন কেনায়ানার সন্তান সেদেকিয়া এগিয়ে এসে মিখার গালে চড় মেরে বলল, ‘প্রভুর আত্মা
তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার কাছ থেকে কোন্ পথে গিয়েছিল?’ ২৫ মিখা বললেন, ‘দেখ,
যেদিন তুমি নিজেকেই লুকোবার জন্য এঘর ওঘর করবে, সেইদিন তা জানতে পারবে।’ ২৬
ইস্রায়েলের রাজা বললেন, ‘মিখাকে ধরে আবার শহরের অধ্যক্ষ আমোনের ও রাজপুত্র যোয়াশের
হাতে তুলে দাও। ২৭ তাদের বলবে, রাজা একথা বলছেন: একে কারাগারে আটকিয়ে রাখ, এবং যে
পর্যন্ত আমি নিরাপদে ফিরে না আসি, সেপর্যন্ত একে সামান্য রুটি ও জল ছাড়া আর কিছুই খেতে
দেবে না।’ ২৮ মিখা বললেন, ‘যদি আপনি কোনমতেই নিরাপদে ফিরে আসেন, তবে প্রভু আমার
মধ্য দিয়ে কথা বলেননি।’ তিনি বলে চললেন, ‘হে জাতি সকল, তোমরা সকলে শোন!’

২৯ পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যুদা-রাজ যোসাফাৎ রামোৎ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন।
৩০ ইস্রায়েলের রাজা যোসাফাৎকে বললেন, ‘আমি অন্য বেশ ধারণ করেই যুদ্ধে নামব, কিন্তু আপনি
আপনার রাজবসন পরে থাকুন।’ তাই ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধারণ করে যুদ্ধে নামলেন। ৩১
আরামের রাজা তাঁর রথাধ্যক্ষদের—তারা বত্রিশজন ছিল—এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন: ‘তোমরা
কেবল ইস্রায়েলের রাজা ছাড়া ছোট কি বড় কারও সঙ্গেই লড়াই করবে না।’ ৩২ তাই যোসাফাৎকে
দেখামাত্র রথাধ্যক্ষেরা বলল, ‘উনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা!’ আর তাই বলে তাঁর সঙ্গে লড়াই
করার জন্য চারদিক দিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলল। কিন্তু যখন যোসাফাৎ নিজের রণধ্বনি তুললেন, ৩৩
তখন রথাধ্যক্ষেরা বুঝতে পারল, ইনি ইস্রায়েলের রাজা নন, ফলে তাঁর পিছু ধাওয়াটা বন্ধ করল।
৩৪ কিন্তু একটা লোক দৈবাৎ ধনুক টেনে ইস্রায়েলের রাজার বর্মের ও বুকপাটার জোড়স্থানে তীর
দ্বারা আঘাত করল; রাজা তাঁর রথচালককে বললেন, ‘রথ ফেরাও, সৈন্যদলের মধ্য থেকে আমাকে
বের করে নাও; আমি আহত হয়েছি!’ ৩৫ সেদিন সারাদিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হল; রাজাকে
আরামীয়দের সামনে তাঁর নিজের রথে দাঁড়িয়ে রাখা হল; সন্ধ্যাবেলায় তিনি মারা গেলেন; তাঁর
ক্ষতের রক্ত রথের নিম্নস্থান পর্যন্তই ঝরে পড়েছিল। ৩৬ সূর্যাস্তের সময়ে সৈন্যদলের মধ্যে সবদিকেই
এক রব উঠে ছড়িয়ে পড়ল: ‘প্রত্যেকে যে যার শহরে, প্রত্যেকে যে যার দেশে চলে যাক। ৩৭ রাজা
মারা গেছেন!’ তাঁকে সামারিয়াতে আনা হল, সেই সামারিয়াতেই রাজাকে সমাধি দেওয়া হল। ৩৮
রথটা সামারিয়ার দিঘিতে ধুয়ে দেওয়া হল: কুকুরে তাঁর রক্ত চেটে খেল, ও বেশ্যারা সেখানে স্নান
করল, ঠিক যেমনটি প্রভু বাণী দিয়েছিলেন।

৩৯ আহাবের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ, তিনি যে গজদন্তময় গৃহ নির্মাণ করেছিলেন,

আর যে সমস্ত শহর নির্মাণ করেছিলেন, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে
লিপিবদ্ধ নেই? ৪০ পরে আহাব তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর তাঁর সন্তান আহাজিয়া
তাঁর পদে রাজা হলেন।

### যুদা-রাজ যোসাফাৎ (৮৭০-৮৪৮)

৪১ ইস্রায়েল-রাজ আহাবের চতুর্থ বর্ষে আসার সন্তান যোসাফাৎ যুদায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ৪২
যোসাফাৎ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর
মাতার নাম আজুবা, তিনি শিল্‌হির কন্যা। ৪৩ যোসাফাৎ তাঁর পিতা আসার সমস্ত পথে চললেন, সেই
পথ থেকে সরে না গিয়ে প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন; ৪৪ কিন্তু তবু উচ্চস্থানগুলি
নিশ্চিহ্ন করা হল না: লোকেরা তখনও উচ্চস্থানে বলিদান করত ও ধূপ জ্বালাত। ৪৫ ইস্রায়েলের
রাজার সঙ্গে যোসাফাতের শান্তি-সম্পর্ক ছিল।

৪৬ যোসাফাতের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর সাধিত যত বীরত্বপূর্ণ কাজ ও যে সকল যুদ্ধ করলেন,
এই সমস্ত কথা কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? ৪৭ তাঁর পিতা আসার সময় থেকে
যত সেবাদাস বাকি রয়েছিল, তাদের তিনি দেশ থেকে দূর করে দিলেন। ৪৮ সেসময়ে এদোমে কোন
রাজা ছিলেন না, একজন প্রতিনিধিই রাজত্ব করছিলেন। ৪৯ যোসাফাৎ সোনার খোঁজে ওফিরে
পাঠাবার জন্য তার্সিসের কয়েকখানা জাহাজ তৈরি করালেন, কিন্তু সেগুলো কখনও পৌঁছল না,
কেননা সেই জাহাজগুলো এৎসিয়োন-গেবেরে ভেঙে গেল। ৫০ তখন আহাবের সন্তান আহাজিয়া
যোসাফাৎকে বললেন, 'আপনার দাসদের সঙ্গে আমার দাসেরাও জাহাজে যোগ দিক।' কিন্তু
যোসাফাৎ রাজি হলেন না। ৫১ পরে যোসাফাৎ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁদের
সঙ্গে তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যেহোরাম তাঁর পদে
রাজা হলেন।

### ইস্রায়েল-রাজ আহাজিয়া (৮৫৩-৮৫২)

৫২ যুদা-রাজ যোসাফাতের সপ্তদশ বর্ষে আহাবের সন্তান আহাজিয়া সামারিয়াতে ইস্রায়েলের
উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে ইস্রায়েলের উপরে দু'বছর রাজত্ব করেন। ৫৩ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়,
তিনি তেমন কাজই করলেন, তাঁর পিতার পথে ও তাঁর মাতার পথে, এবং নেবাটের সন্তান যে
যেরবোয়াম ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁরই পথে চললেন। ৫৪ তিনি বায়াল-দেবের সেবা
করলেন, তার সামনে প্রণিপাত করলেন, এবং ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুললেন:
তাঁর পিতা যা কিছু করেছিলেন, তিনিও ঠিক তাই করলেন।